উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

শিলিগুড়ি ৭ অগ্রহায়ণ ১৪৩১ শনিবার ৫.০০ টাকা 23 November 2024 Saturday 14 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 45 Issue No. 184

দাদাকে কি টপকাবেন প্রিয়াংকা

নয়ের পাতায়

রদবদলের চর্চায় কর্মসমিতির বৈঠক

সাতের পাতায়

অস্ট্রেলিয়ার ক্যাপ্টেনের উইকেট নেওয়ার পর উড়ন্ত জসপ্রীত বুমরাহ। শুক্রবার অস্ট্রেলিয়ার পারথে। -পিটিআই

ইডেনে ফাইনাল

অষ্টাদশ আইপিএলের খেতাবি যুদ্ধ অনুষ্ঠিত হবে ২৫ মে। ফাইনালের কেন্দ্র ঘোষণা না করা হলেও, গতবারের চ্যাম্পিয়ন হিসেবে কেকেআরের হোমগ্রাউন্ড ইডেনেই হবে খেতাবি ম্যাচ।

বিস্তারিত চোদ্দোর পাতায়

ভাড়ায় লোক

ভোট বৈতরণি পার হতে এবার কর্পোরেট ধাঁচে এগোতে চাইছে বামেরা। ডিজিটালি শক্তিশালী হতে এবার লোক নেওয়ার বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়েছে সোশ্যাল মিডিয়ায়, যা নিয়ে রাজ্যজুড়ে হইচই।

বিস্তারিত সাতের পাতায়

পুলিশের নজরে এক টিআইসি

চোপড়ায় ধৃত আরও ৩

অরুণ ঝা ও মনজুর আলম

চোপড়া, ২২ নভেম্বর : ট্যাব কাণ্ডে চোপড়াই যে হটস্পট, যত দিন যাচ্ছে এই তত্ত্বই আরও জোরালো হচ্ছে। পড়ুয়াদের টাকা হাপিসের ঘটনায় বৃহস্পতিবার রাতে চোপড়া থানা এলাকা থেকে আরও ৩ জনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। ফলে শুধু চোপড়া থানা এলাকাতেই এখনও পর্যন্ত ধরা পড়ল ১৫। এদিকে, মাঝিয়ালির একটি হাইস্কুলের টিচার ইনচার্জ (টিআইসি)-এর নাম ট্যাব কেলেঙ্কারি কাণ্ডে জড়িয়ে যাওয়ায় বিষয়টি অন্যমাত্রা পেয়েছে। চোপড়া থানার পুলিশকে নিয়ে তদন্তকারী সাইবার শাখা ওই শিক্ষকের খোঁজে তল্লাশি চালিয়েছে বলে পুলিশ সূত্রে দাবি করা হয়েছে। যদিও মমতাজুলকে পাওয়া যায়নি।

ওই শিক্ষক কিছুদিন আগেও পশ্চিমবঙ্গ তৃণমূল মাধ্যমিক শিক্ষক সমিতির চোপড়া ব্লকের দায়িত্বে ছিলেন। সমিতির জেলা সভাপতি সুব্রত সাহা বলছেন, 'উনি সংগঠন দেখতেন, এটা ঠিক। তবে, তদন্তে দোষী প্রমাণিত হলে প্রশাসন নিশ্চয়ই পদক্ষেপ করবে।' তিনি বিষয়টি সহজ করে দেখলেও শিক্ষক নেতার নাম জড়ানোয় অস্বস্তিতে পড়েছে তৃণমূল কংগ্রেস।

বৃহস্পতিবার রাতে হুগলি ও রানাঘাট থেকে পুলিশের একটি দল চোপড়া থানার সহযোগিতায় যৌথ অভিযান চালায়। ঘিরনিগাঁও থেকে জাহাঙ্গির আলমকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে যায় রানাঘাট পুলিশের দল। দাসপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকা থেকে গুলজার আলি ও হাপতিয়াগছ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকা থেকে ফারুক আলমকে হুগলি পুলিশের দল গ্রেপ্তার করে। শুক্রবার ইসলামপুর আদালতের বিচারক এই দুজনের দু'দিনের ট্রানজিট রিমান্ডের আবেদন মঞ্জুর করেছেন বলে জানিয়েছেন সরকারি আইনজীবী সঞ্জয় ভাওয়াল।

সূত্রের খবর, হুগলি রুরাল সাইবার ক্রাইম থানায় পড়ুয়াদের ট্যাবের টাকা হাপিসের অভিযোগ জমা পড়েছিল। তদন্তে নেমে আইপি অ্যাড্রেস খতিয়ে দেখে পুলিশ জানতে পারে, ফারুক পোর্টালে স্কুলের অ্যাকাউন্ট হ্যাক করে তথ্য ওলটপালট করেছেন। তাঁর পরিবারের আরও কোনও সদস্য সাইবার জালিয়াতি কাণ্ডে জড়িত থাকতে পারে বলে পড়শিদের অনেকে পুলিশের কাছে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন।

একই মামলায় অভিযুক্ত গুলজারের অ্যাকাউন্টে আবার ট্যাবের টাকা ঢুকেছিল। পুলিশ মনে করছে, গুলজার অ্যাকাউন্টি ভাড়ায় দিয়েছিলেন। পরিবার সূত্রে খবর, ১০ দিন পরই গুলজারের বিয়ে। তারই প্রস্তুতি চলছিল বাড়িতে। এরইমধ্যে তিনি গ্রেপ্তার হয়ে যাওয়ায় এলাকায় চর্চা চলছে।

অন্যদিকে, ধৃত জাহাঙ্গিরের দাদা ও এক তুতো ভাইকেও খুঁজছে পুলিশ। দাদাদের দেখানো পথেই নাকি সাইবার অপরাধে হাত পাকিয়েছিলেন জাহাঙ্গির, এমনটাই বলছেন তাঁর প্রতিবেশীরা।

চোপড়া থানা এলাকা থেকে ট্যাব দুর্নীতি কাণ্ডের কয়েকজন মাস্টারমাইন্ডকে ইতিমধ্যে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। লাগাতার অভিযান ও ধরপাকড়ের জেরে অভিযুক্তদের অনেকেই এখনও ঘরছাড়া।

এরপর দশের পাতায়

ধৃত দুজনকে ইসলামপুর আদালতে তোলা হচ্ছে।

আদানির গ্রেপ্তারিতে মার্কিন সক্রিয়তা

ওয়াশিংটন ও নয়াদিল্লি, ২২ নভেম্বর : শিল্পপতি গৌতম আদানিকে প্রত্যর্পণের জন্য ভারতের কাছে অনুরোধ জানাতে পারে আমেরিকা। এই জল্পনা জোরালো হয়েছে মার্কিন অ্যাটর্নি রবি বাত্রার মন্তব্যে। তাঁর কথায়, ভারতের উচিত আদানিকে আমেরিকার হাতে তুলে দেওয়া। অভিযোগের ভিত্তিতে আদানির নামে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা কার্যকর করতে পারেন অ্যাটর্নি জেনারেল ব্রেয়ন। আমেরিকার আইন অনুযায়ী, বিদেশি নাগরিকের বিরুদ্ধে মার্কিন আদালত গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করলে তা কার্যকর করে সেদেশের বিদেশ সংক্রান্ত আইন প্রণয়নকারী সংস্থা। সেই এক্তিয়ার দেন অ্যাটর্নি জেনারেল। ভারতীয় বংশোদ্ভূত বাত্রা মনে করিয়ে দিয়েছেন, ভারতের সঙ্গে আমেরিকার প্রত্যর্পণ চুক্তি রয়েছে। মার্কিন সংবাদমাধ্যম সূত্রে খবর, ইতিমধ্যে নিউ ইয়র্কের ইস্টার্ন ডিস্ট্রিক্ট কোর্টের সরকারি আইনজীবীদের এ বিষয়ে পদক্ষেপ করার নির্দেশ দিয়েছেন অ্যাটর্নি জেনারেল। তবে আদানির বিরুদ্ধে আমেরিকায় এই তৎপরতা শুরু হলেও ভারত নীরব। বিবৃতি পর্যন্ত দেয়নি।

মার্কিন আদালতের সিদ্ধান্তে কিছুটা হলেও ওয়াশিংটন-নয়াদিল্লি সম্পর্কে শীতলতা তৈরি হয়েছে। তবে দেশের মজবুত বোঝাপড়ার ভিত্তিতে এই পরিস্থিতি সামলে নেওয়া হবে বলে বাইডেন প্রশাসন ইতিমধ্যে মোদি সরকারকে আশ্বস্ত করেছে।

এরপর দশের পাতায়

সাদা চোখে সাদা কথায়

সারল্য খুইয়ে উত্তরবঙ্গে এখন ধান্দার নরকে বাস

গৌতম সরকার

নয়ের দশকের শেষ দিকটা হবে। উত্তরবঙ্গে তখন কামতাপুরি আন্দোলন তীব্র। কেএলও'র বীজ পোঁতা হচ্ছে সদ্য। সেই আন্দোলনের অন্যতম আঁতুড় ছিল অসম সীমানার কুমারগ্রাম। ফলে সংবাদমাধ্যমের নজর তখন আলিপুরদুয়ার জেলার (তখন অবশ্য অবিভক্ত জলপাইগুড়ি জেলা) ওই প্রান্তিক জনপদটির দিকে। কলকাতার এক সাংবাদিক আলিপুরদুয়ারে এসে আমাকে বললেন সেখানে নিয়ে যেতে। অনুন্নয়নের বীভৎস ছবি চারদিকে। নদীর ওপর ব্রিজ হয়েছে, কিন্তু তার অ্যাপ্রোচ রোড নেই। হনুমানের মতো বেয়ে বেয়ে ব্রিজে উঠতে হয়, নামতে হয়।

ওভাবে নদী পার হয়ে বিধ্বস্ত সেই সাংবাদিক আমাকে প্রশ্ন করেছিলেন, এখানকার লোকেরা বন্দুক হাতে নেয় না কেন বলো তো! হেসে বলেছিলাম, সর্বংসহা উত্তরবঙ্গ। দুঃখকে আপন করে বেঁচে থাকা এখানকার স্বভাব। সরল মানুষ, প্রতিবাদহীন জীবনযাত্রা। সেই উত্তরবঙ্গটা কিন্তু আর নেই। বরং উত্তরবঙ্গ এখন নানা অস্বাভাবিক কাজকর্মের আঁতুড়।

ঠিক এই মুহূর্তে রাজ্য তোলপাড় ট্যাব কেলেঙ্কারি নিয়ে। ট্যাব কেনার বরাদ্দ পড়ুয়াদের অ্যাকাউন্টে জমা না পড়ে অন্যের ঘরে চলে যাচ্ছে। এই যে জালিয়াতির জাল ফাঁদা ভুবনে, তার ভরকেন্দ্র নাকি সেই সরল, সাধারণ উত্তরবঙ্গ! উত্তর দিনাজপুরের চোপড়া ব্লক নাকি যত নষ্টের গোড়া। সেখান থেকে চক্রের অপারেশন। মূল মাথারা নাকি চোপড়ার বাসিন্দা।

তৃণমূল বিধায়ক হামিদুল রহমানের চোপড়ায় এখন নাকি উত্তরের জামতাড়া গ্যাংয়ের ডেরা। সেই সরল জীবনযাত্রার উত্তরবঙ্গজুড়ে এখন শুধুই অপরাধ! উত্তরে তোর্ষা থেকে দক্ষিণে ফুলহর-বিস্তীর্ণ ভূভাগে রোজ কোথাও না কোথাও দুর্নীতির খবর।

আলিপুরদুয়ার পুর এলাকায় আবাসের টাকায় ভূতের ভোজ, জয়গাঁর উন্নয়নের বরাদ্দ হাপিস, মালবাজারে পুরসভার চেয়ারম্যানের উদ্যোগে কোটি কোটি সরকারি টাকার মহোৎসব।

ক্রমশ দক্ষিণে চলুন। শিলিগুড়িতে অবাধে জমি দখল, বাধা দিলে হামলা, এমনকি খুন। চা বাগানের জমি দখল করে বেআইনি বাজার। তৃণমূল নেতা অলক চক্রবর্তীর বিরুদ্ধে চা বাগানের জমি

এরপর দশের পাতায়

নয়া কৌশলে দুর্ভোগ যাত্রীদের

বালুরঘাটগামী ট্রেনে চাপতে যুদ্ধ যাত্রীদের। শিলিগুড়ি জংশনে। শুক্রবার।

প্যাসেঞ্জারের কোচ জুড়ছে দূরপাল্লায়

সানি সরকার

শিলিগুড়ি, ২২ নভেম্বর : চারজনের জায়গায় বসেছেন সাতজন, কোনও সিটে আবার তারও বেশি। কামরার ভিতরে ঘুরে দাঁড়ানোর জায়গাটুকু নেই। দরজার কাছে রীতিমতো ঝুলছেন কয়েকজন। শুক্রবারের বালুরঘাট ইন্টারসিটি এক্সপ্রেসের এই ছবি মনে করাচ্ছিল কলকাতার লোকাল ট্রেনকে। ধাক্কাধাক্কি করেও ট্রেনে উঠতে না পেরে অনেকে আবার বাসে চেপে দক্ষিণ দিনাজপুরের উদ্দেশ্যে রওনা দিলেন। এমন পরিস্থিতিতে শিলিগুড়ি জংশনে একটাই প্রশ্ন ছিল, কোচ এত কম কেন? বোল্লা রক্ষাকালীর পুজো উপলক্ষ্যে কোচের সংখ্যা যেখানে বেশি থাকার কথা, সেখানে উপরন্তু পাঁচটি কোচ কমে যাওয়ায় ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন যাত্রীরা। যদিও এ ব্যাপারে কোনও সদুত্তর পাওয়া যায়নি শিলিগুড়ি জংশনের রেল আধিকারিকদের কাছে।

এই দুর্ভোগ কিন্তু নতুন নয় এবং শুধুমাত্র শিলিগুড়ি জংশন-বালুরঘাট ইন্টারসিটি এক্সপ্রেসে নয়। রেলের এমন 'চালাকি'তে দুর্ভোগ চলছে একাধিক ট্রেনে। স্পেশাল এবং দূরপাল্লার কিছু ট্রেনে জেনারেল সিটিং (জিএস) কোচের সংখ্যা বাড়াতে একাধিক প্যাসেঞ্জার ট্রেন থেকে কোচ কমিয়ে দিতেই এই পরিস্থিতি। উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেল সূত্রে খবর, নভেম্বরে ৩৬টি ট্রেনে ২৭৬টি জিএস কোচ যুক্ত করা হয়েছে। পরিকল্পনায় রয়েছে, ডিসেম্বরে আরও তিনটি অতিরিক্ত ট্রেনে নতুন করে ১৬টি এমন কোচ জোড়া হবে। অর্থাৎ কোচে কোপ পড়বে আরও কয়েকটি ট্রেনে।

উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক কপিঞ্জলকিশোর শর্মার বক্তব্য, 'অতিরিক্ত কোচ অন্তর্ভুক্তির ফলে দূরপাল্লার ট্রেনগুলিতে যাত্রী ভিড় সামাল দেওয়া গিয়েছে। দুশ্চিন্তামুক্ত হয়ে লম্বা সফর করতে পেরেছেন যাত্রীরা।'

উৎসবের মরশুমে স্পেশাল ট্রেন চালিয়ে একশো কোটি টাকার বেশি আয় হয়েছে বলেও তিনি জানান। ইন্টারসিটি এবং প্যাসেঞ্জার ট্রেনের কোচ কমিয়ে যে দূরপাল্লার ট্রেনে যুক্ত করা হয়েছে, তা অবশ্য সরাসরি স্বীকার করছেন না কোনও রেলকর্তা। তবে উত্তরবঙ্গে চলা একাধিক ট্রেনে নজর রাখলেই বিষয়টি স্পষ্ট হয়। যেমন, শিলিগুড়ি জংশন-কাটিহার ইন্টারসিটি এক্সপ্রেস চলছে ১২টি কোচের পরিবর্তে ৭টি কোচ নিয়ে।

এরপর দশের পাতায়

ইস্তফার হুঁশিয়ারি ১০ চিকিৎসকের

ইসলামপুর, ২২ নভেম্বর : ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতাল ও সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালের ১০ জন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ইস্তফা দেবেন বলে হাসপাতালের সুপারকে জানিয়ে দিয়েছেন। এ নিয়ে স্বাস্থ্য প্রশাসনে গুঞ্জন শুরু হয়েছে। গত এক বছরে হাসপাতালের তিনজন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক চাকরি ছেড়েছেন। চিকিৎসক সংকট এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, হাসপাতালের প্যাথলজিস্টকে দিয়ে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের কাজ করানোর ঘটনাও ইতিমধ্যে প্রকাশ্যে এসেছে। এ নিয়ে হাসপাতাল সুপার সুরজ সিনহাকে একাধিকবার ফোন করা হলেও তিনি সাড়া দেননি। সহকারী সুপার সন্দীপন মুখোপাধ্যায় 'এই বিষয়ে আমি কোনও মন্তব্য করব না' বলে প্রশ্ন এড়িয়ে গিয়েছেন।

সমস্যা যেখানে

- পেডিয়াট্রিক ওয়ার্ড (শিশু বিভাগ) সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে স্থানান্তরের নির্দেশ নিয়ে সমস্যা
- আগামী ২ ডিসেম্বর মহকুমা হাসপাতালে চলা শিশু বিভাগ স্থানান্তরিত করার দিন ধার্য করা হয়েছে
- পর্যাপ্ত মেডিকেল অফিসার ছাড়া শিশু বিভাগ স্থানান্তরিত হলে পরিষেবা বিঘ্নিত হওয়ার আশঙ্কা

সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালের সহকারী সুপার রণজিৎ বিশ্বাসও এই প্রশ্নে মুখে কুলুপ এঁটেছেন। তবে অ্যাসোসিয়েশন অফ হেলথ সার্ভিস ডক্টরস এবং ইন্ডিয়ান মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশনের (আইএমএ) ইসলামপুর শাখা, বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের 'ইন্টিমেশন অফ রেজিগনেশনের' বিষয়টি স্বীকার করেছেন।

সম্প্রতি স্বাস্থ্য প্রশাসন মহকুমা হাসপাতালে চলা পেড্রিয়াটিক ওয়ার্ড (শিশু বিভাগ) সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে স্থানান্তরিত করার নির্দেশ জারি করেছে। যা নিয়েই সমস্যার সূত্রপাত। এক বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের যুক্তি, 'পরিষেবা তো আমরাই দেব। অথচ আমাদের কনফিডেন্সে না নিয়েই এই গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। পর্যাপ্ত জেনারেল ডিউটি মেডিকেল

এরপর দশের পাতায়

এডিশন স্পেশাল

ওয়েব সিরিজ দেখেই নৃশংসতা
চারের পাতায়

জোড়া বাইপাসে সায় রেল বোর্ডের
চারের পাতায়

মেডিকেলে বিদ্যুৎ অপচয়
পাঁচের পাতায়

আজ মিলতে পারে পানীয় জল
এগারোর পাতায়

সিজার বিভ্রাটের রহস্য ফাঁস

মহম্মদ হাসিম

নকশালবাড়ি, ২২ নভেম্বর : সিজার টেবিল থেকে নাকি ম্যাজিকের মতো উধাও হয়ে গিয়েছিল 'শিশু'। মাস তিনেক আগে এই ঘটনায় নকশালবাড়ির 'গর্ভবতী'-কে নিয়ে কম হইচই হয়নি। এবার ওই দম্পতির বাড়িতেই তিন মাসের সন্তানকে দেখে ভিরমি খেলেন স্থানীয়রা। অগত্যা ডাক পড়ল পুলিশের। তারপর যা সামনে এল, তাতে চক্ষু ছানাবড়া হওয়ার জোগাড়। পুলিশের দাবি, অন্য একজনের সন্তানকে অবৈধ উপায়ে দত্তক নিতেই গোটা কাণ্ড ঘটিয়েছিলেন দম্পতি। প্রশ্ন উঠছে, দেশে আইনি দত্তক প্রক্রিয়া থাকতেও এত অনীহা কেন? ওই দম্পতি অবশ্য সংবাদমাধ্যমে মুখ খুলতে নারাজ। একাধিকবার যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও তাঁদের পাওয়া যায়নি।

নকশালবাড়ির দায়িত্বপ্রাপ্ত এক পুলিশকর্তা বলছেন, 'আমরা ওই দম্পতিকে জিজ্ঞাসাবাদ করে ছেড়ে দিয়েছি। ওঁদের কিছু ভুল ছিল, সেটা প্রকাশ্যে এসেছে। কেন করেছিল, তা নিয়ে মন্তব্য করতে চাই না।'

ঘটনার সূত্রপাত শুক্রবার বিকালে। স্থানীয়দের কয়েকজন ওই দম্পতির বাড়িতে তিন মাসের শিশু সহ এক আদিবাসী মহিলাকে দেখতে পান। কোনও কারণে সন্দেহ হয় তাঁদের। তাঁরা তরুণী ও তাঁর স্বামীর কাছে বিষয়টি জানতে চান। তরুণী স্পষ্ট জানান, এই সন্তানই নার্সিংহোম থেকে হারিয়ে গিয়েছিল। ওই মহিলা শিশুটিকে খুঁজে পেয়ে বাড়িতে দিতে এসেছেন। জবাবে কিছুতেই সন্তুষ্ট হতে পারেননি স্থানীয়রা। এরপর এককথা, দু'কথায় তুমুল বচসা শুরু হয়ে যায়। টানটান উত্তেজনা দেখে থানায় খবর দেন স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য। পুলিশ মহিলা সহ বাকিদের থানায় নিয়ে দীর্ঘ জিজ্ঞাসাবাদ করলে খোলসা হয় গোটা বিষয়টি।

ছবি : এআই

পুলিশ জানিয়েছে, আদিবাসী মহিলার একাধিক সন্তান রয়েছে। নকশালবাড়ির তরুণী যখন সিজারের নামে নার্সিংহোমে ভর্তি হন, সেসময়ই আরেক সন্তানের জন্ম দেন আদিবাসী মহিলা। দুই পরিবারের মধ্যে অবশ্য আগেই চুক্তি হয়েছিল, এই সন্তানের লালনপালনের দায়িত্ব নেবেন নকশালবাড়ির দম্পতি। দত্তক প্রক্রিয়ায় আইনি গেরো এড়াতেই তাঁরা এই শর্টকাট বেছে নিয়েছিলেন। পুরো জিনিসটিকে বিশ্বাসযোগ্য করে তুলতে গর্ভবতী সাজা এবং ভুয়ো রিপোর্ট বানানোর ছক কষা হয়েছিল বলে পুলিশের দাবি।

অগাস্ট মাসের ওই ঘটনায় অবাক হয়ে পড়েছিল গোটা শহর। বলা হয়েছিল, গর্ভবতীর সিজার করলেও সন্তান মেলেনি। প্রথমে অবশ্য নার্সিংহোম থেকে শিশু হাপিসের অভিযোগ করেছিলেন তরুণীর স্বামী।

এরপর দশের পাতায়

পরিযায়ী পাখির টানে ফুলবাড়ি ব্যারেজে ভিড়

রামপ্রসাদ মোদক

রাজগঞ্জ, ২২ নভেম্বর : শীতের শুরুতেই ফুলবাড়ি ব্যারেজে আস্তানা গেড়েছে পরিযায়ী পাখির দল। আর তাদের দেখতেই শহর সহ লাগোয়া এলাকার বাসিন্দারা রোজই সেখানে ভিড় জমাচ্ছেন।

ফুলবাড়ির বাজারের অনতিদূরেই ফুলবাড়ি ব্যারেজ। এখন সেই ব্যারেজে গেলে শুধুই ভেসে আসে পাখির কলরব। সুদূর সাইবেরিয়া, মঙ্গোলিয়া থেকে উড়ে এসে ব্যারেজের চারিদিকে রীতিমতো ঘাঁটি গেড়েছে তারা। শীত শেষে ফের সংসার গুটিয়ে পাড়ি দেবে 'অন্য কোথা, অন্য কোনওখানে'। এভাবেই ফি বছর তাদের 'নিত্য আসা যাওয়া'।

এই পরিযায়ীদের দেখতে বিকেল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত ভিড় জমাচ্ছেন ফুলবাড়ি, শিলিগুড়ির বাসিন্দারা। শুধু এ বছরই নয়,

বিগত কয়েক বছর ধরেই এখানে শীতের শুরুতেই পরিযায়ী পাখিদের আনাগোনা শুরু হয়ে যায়। বাইরে থেকে চোরাশিকারিরা এসে যাতে এই পরিযায়ীদের শিকার করতে না পারে এবং ঢিল ছুড়ে কেউ যাতে বিরক্ত না করতে পারে সেদিকে কড়া নজর রাখছেন বনকর্মীরা। এখন পর্যন্ত রডি হাঁস, ব্ল্যাক হেডেড গল, গ্রে হেরন প্রজাতির পাখি এখানে ভিড় জমিয়েছে বলে বন দপ্তর সূত্রে খবর।

ব্যারেজ সংলগ্ন জলাভূমিতে রয়েছে প্রচুর গুগলি, ছোট শামুক, নানা পতঙ্গ। এগুলি থাকছে তাদের রোজের খাদ্যতালিকায়। এছাড়া, ব্যারেজে রয়েছে নানা ধরনের প্রচুর মাছ। সারাদিন এসব মাছও শিকার করে পরিযায়ীর দল। সূর্য ডুবলেই জলাশয় ছেড়ে পাখির দল আশ্রয় নেয় লাগোয়া গাছগুলির ডালে ডালে। কিছু পাখি উড়ে যায় আশপাশের বাঁশঝাড়ে।

স্থানীয় বাসিন্দা টুম্পা ধর বলেন, 'দুর্গাপুজো শেষ হলেই আমরা ওদের অপেক্ষায় থাকি। ওরা এলে মন আনন্দে ভরে ওঠে। আবার শীতের শেষে ওরা যখন ফিরে যায় তখন কিছুটা হলেও আমাদের মন ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে।' ফুলবাড়ির বাসিন্দা রূপম ঘোষের কথায়, 'সারাদিনের কাজের ফাঁকে বিকাল হলে ওই সময় মনটা চলে যায় ফুলবাড়ি ব্যারেজে। পাখিদের কলরব শুনে মন ভরে ওঠে।'

তিস্তায় ফিরছে বোরোলি, জোগান বাড়লেও মহার্ঘ

শুভদীপ শর্মা

ময়নাগুড়ি, ২২ নভেম্বর : বর্ষা শেষ হলেও তিস্তায় ঝাঁকে ঝাঁকে সুস্বাদু বোরোলি মাছ মিলছে। ময়নাগুড়ি ব্লকের দোমোহনি থেকে ক্রান্তি ব্লকের বাসুসুবা চ্যাংমারির জেলেদের জালে ধরা পড়া বোরোলি মাছে স্থানীয় বাজার ছয়লাপ। জোগান ভালো থাকলেও ব্যাপক চাহিদা থাকায়, তিস্তার বোরোলি কিনতে মধ্যবিত্তকে বেশ বেগ পেতে হচ্ছে। তবে লোকাল বোরোলির স্বাদ নিতে ভোজনরসিক ক্রেতারা পিছপা হচ্ছেন না। মাছ বিজ্ঞানী ইন্দ্রনীল ঘোষের কথায়, 'তিস্তায় ভয়াবহ বন্যার পর জল কিছুটা দূষিত হয়ে পড়েছিল। সম্ভবত সেকারণে বোরোলি মাছেরা তাদের ঠিকানা বদলেছিল। কয়েক বছর যাওয়ার পর তিস্তা ফের স্বাভাবিক হওয়ায়, মাছেরা ফিরতে শুরু করেছে। পরিবেশের দিক থেকে চিন্তা করলে এটি একটি ভালো দিক।'

খাদ্যরসিক বাঙালির প্রিয় খাবারের মধ্যে অন্যতম তিস্তার বোরোলি। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় থেকে শুরু করে প্রয়াত প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব

ভট্টাচার্য, জ্যোতি বসু ডুয়ার্সে যতবার এসেছেন তিস্তার বোরোলির স্বাদ উপভোগ করেছেন। প্রতি বছর বর্ষার সময় বোরোলি মাছে ডুয়ার্সের বিভিন্ন বাজার ছেয়ে যায়। তবে ২০২৩ সালের সিকিমের ভয়াবহ বন্যার পর সেভাবে আর এই মাছের দেখা মিলছিল না। কিন্তু শেষ কয়েক মাসে এই ছবি পাল্টেছে। স্থানীয় বিক্রেতাদের হাত ধরে বিভিন্ন বাজারে ৬০০-৮০০ টাকা কিলো দরে এই মাছ বিক্রি হচ্ছে। মৎস্যজীবী জিতেশ দাশ বলেন, 'ময়নাগুড়ি ব্লকের দোমোহনি বাজার, বাসুসুবা, লক্ষ্মীর হাটে প্রতিদিন বিকেলে এই মাছ বিক্রি হচ্ছে। তা কিনতে ময়নাগুড়ি, লাটাগুড়ি এবং জলপাইগুড়ি থেকে ক্রেতারা আসছেন। লাটাগুড়ি রিসর্ট ওনার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক দিব্যেন্দু দেবের বক্তব্য, 'বরাবর এই মাছ পর্যটকদের প্রিয়। কিন্তু এক বছর ধরে সেভাবে এই মাছ পাওয়া যাচ্ছিল না। এখন প্রতিদিন স্থানীয় বাজারগুলিতে বোরোলি মাছ উঠছে। কিছুটা দাম হলেও চাহিদা থাকায় ক্রয় করতে হচ্ছে।'

বুকে ভালভ নিয়ে ৮ মাসে ক্যারাটেতে সাফল্য

আয়ুষ্মান চক্রবর্তী

আলিপুরদুয়ার, ২২ নভেম্বর : ডেনমার্কের ফুটবলার ক্রিশ্চান এরিকসনকে মনে আছে? ২০২২ সালে ইউরো কাপে ফিনল্যান্ডের বিরুদ্ধে খেলার সময় আচমকাই হৃদযন্ত্রের স্পন্দন থেমে যাওয়ায় মাঠের মধ্যেই চৈতন্য হারিয়েছিলেন তিনি। তার প্রায় ২৫০ দিন পর খেলার মাঠে ফিরতে পারলেও এইরকম রূপকথা লিখতে পারেন খুব কম মানুষই। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই গল্পের পরিণতিটা হয় যন্ত্রণাময়। যেমন আর্জেন্টিনার তারকা ফুটবলার সোর্জিও আগুয়েরোর কথাই চিন্তা করুন। যাকে না চাইতেও খেলা ছাড়তে হয়েছে শুধুমাত্র এই হৃদযন্ত্র সহযোগিতা না করার কারণেই।

আলিপুরদুয়ার শহরের ১১

হাত কালীবাড়ি এলাকার সাহেব রায়েরও হয়তো পরিণতি হত আগুয়েরোর গল্পের অনুকরণেই। আজ থেকে আট মাস আগে বেঙ্গালুরুতে যখন ওপেন হার্ট সার্জারির পর তাঁর দেহে অ্যারোটিক ভালভের পরিবর্তে মেকানিক্যাল ভালভ বসানো হয়েছিল, তখন এই দুশ্চিন্তা করেছিলেন অনেকেই। কিন্তু সাহেব তাঁর গল্পের জন্য বেছে নিয়েছিলেন এরিকসনের পরিণতিই। যার প্রতিফলন দেখা গেল গত ১৯ নভেম্বর দিল্লির তালকাটোরা স্টেডিয়ামে ক্যারাটে ফেডারেশন কাপ প্রিমিয়ার লিগে অনূর্ধ্ব ৫০ কেজি কুমিতে বিভাগে ব্রোঞ্জ পাওয়ার মধ্যে দিয়ে। এই মুহূর্তে দিল্লিতে রয়েছেন সাহেব। ফোনে তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে জানালেন, ছোটবেলা থেকেই জ্যাকি চ্যান, ব্রুস লি'র ভক্ত তিনি। সেখান থেকেই ক্যারাটের প্রতি ভালোবাসা। আর শেষ আট মাস সম্বন্ধে বলতে গিয়ে তিনি বলেন, 'এই কয়েক মাসে জীবন সম্বন্ধে অনেক কিছু শিখতে পেরেছি। আর এই শিক্ষা ভবিষ্যতে আমার খেলাতেও সাহায্য করবে।' আর এই সবকিছুর জন্য তিনি কৃতিত্ব দিয়েছেন তাঁর পরিবার এবং প্রশিক্ষক সপ্তপর্ণী চক্রবর্তীকে। সেইসঙ্গে জানাতে ভোলেননি আন্তর্জাতিক মঞ্চে দেশের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করা এবং সেখানেও সফল হওয়ার ইচ্ছার কথাও।

ট্রেন চলাচলে নিয়ন্ত্রণ

সংশোধনী

স্টেশন উন্নয়ন সংক্রান্ত কাজের জন্য **২৪.১১.২০২৪ থেকে ০৭.০১.২০২৫ তারিখ পর্যন্ত** গয়া স্টেশনে ৪৫ দিনের ব্লকের কারণে ট্রেন চলাচলে নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কিত পূর্বে প্রকাশিত উপরোক্ত শীর্ষস্থিত বিজ্ঞাপন সাপেক্ষে নিম্নলিখিত ট্রেনগুলির পথ পরিবর্তন নিম্নলিখিতমতো **সংশোধন** করা হয়েছে: • **সংশোধিত পথ পরিবর্তন : ০৭২৫৫ হায়দ্রাবাদ–পাটনা স্পেশাল** (যাত্রা শুরুর তারিখ ২৭.১১.২০২৪, ০৪, ১১, ১৮, ২৫.১২.২০২৪ ও ০১.০১.২০২৫) এবং **০৭২৫৬ সেকেন্দ্রাবাদ–পাটনা স্পেশাল** (যাত্রা শুরুর তারিখ ২৯.১১.২০২৪, ০৬, ১৩, ২০, ২৭.১২.২০২৪ ও ০৩.০১.২০২৫) পথ পরিবর্তন করে **চন্দ্রপুরা–ধানবাদ–প্রধানখুন্টা–ঝাঝা–পাটনা** হয়ে চলবে। অন্যান্য নির্দেশাবলী অপরিবর্তিত থাকবে। অসুবিধার জন্য দুঃখিত।

চিফ প্যাসেঞ্জার ট্রান্সপোর্টেশন ম্যানেজার

পূর্ব রেলওয়ে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

Notice Inviting e-Tender

e-Tenders are invited vide eNIT No.- 19(e)/EO/K-I PS of 2024-2025, Date-18.11.2024 by the E.O Kaliachak-I PS, Malda on behalf of P & RD Dept., Govt. West Bengal. Intending bidders are requested to visit the website www.wbtenders.gov.in/ www.malda.gov.in for details. Last date of Tender submission 02.12.2024 upto 15:00 hours.

E.O
Kaliachak-I PS, Malda

বিদ্যুতায়ন সম্পর্কে জনসাধারণের উদ্দেশ্যে বিজ্ঞপ্তি

মালদাতে স্টেবলিং লাইন-১ এবং ২-এর বৈদ্যুতিকীকরণ

পূর্ব রেলওয়ের নিম্নলিখিত শাখায় সম্পূর্ণ করা অংশে অবস্থিত সকল রেলওয়ে লাইন ও পরিসর ব্যবহারকারীদের এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি মারফত জানানো হচ্ছে যে **২৫.১১.২০২৪ তারিখে বা তার পরে সংশ্লিষ্ট শাখায় ২৫,০০০ ভোল্ট, ৫০ হার্ৎজ, এ.সি. ওভারহেড ট্রাকশন লাইন বিদ্যুতায়িত করা হবে।** ২৫.১১.২০২৪ তারিখ এবং তার পর থেকে, উল্লিখিত ওভারহেড ট্রাকশন লাইনটি সর্বদা বিদ্যুৎবাহী হিসেবে গণ্য করতে হবে এবং কোনও অননুমোদিত ব্যক্তি উক্ত ওভারহেড লাইনের কাছাকাছি যেতে বা কোনও কাজ করতে পারবেন না।

পূর্ব রেলওয়ের মালদা ডিভিশনের মালদাতে নিম্নলিখিত স্টেবলিং লাইন-১ এবং স্টেবলিং লাইন-২-এর বৈদ্যুতিকীকরণ। গেজ : ১৬৭৬ মিমি

মালদা	কিমি থেকে	কিমি পর্যন্ত	টিকেএম
স্টেবলিং লাইন - ১	২৯৩/০৫	২৯৪/১৭এ	১.১৯৪
স্টেবলিং লাইন - ২	২৯৩/১এ	এসটিএল১/৩১	১.২৮৩
		মোট টিকেএম :	২.৪৭৭

বিদ্যুতায়নের তারিখ : ২৫.১১.২০২৪।

সিনিয়র ডিভিশনাল ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার/টিআরডি/মালদা

পূর্ব রেলওয়ে

Corrigendum Notice

Corrigendum Notice of NIT No. DDP/N-25 of 2024-25 for SL 1

Corrigendum Notice of NIT No. DDP/N-25 of 2024-25 for SL 1 Closing date extended upto 22/11/2024 12.00 Hours. Details of NIT may be seen in the Website www.wbtenders.gov.in.

Sd/-
Additional Executive Officer
Dakshin Dinajpur Zilla Parishad

কর্মখালি

ডোনেশন ছাড়া কোম্পানিতে সিকিউরিটি গার্ড চাই। বেতন 11,500/- (PF, ESI), থাকা ফ্রি, খাওয়া মেস, মাসে ছুটি। M:- 8653710700. (C/113449)

•

ডিস্ট্রিবিউটার ফার্মে Sales-এর জন্য Fresher ও Experienced boys and Girls প্রয়োজন। শিক্ষাগত যোগ্যতা- Madhyamik Pass থেকে Graduate. Age 20-35, শিলিগুড়ি স্থানীয় বাসিন্দা হতে হবে, মাসিক আয় - 12000K-20,000K. M : 9932449780, 8967539949. (C/113508)

•

JRD Motor Service Centre Tulshipara, Rupahar, Raiganj U/D. Job vacancy- Telecaller Female-2, Marketing Manager-3. M-9332021356/ 9046555141.

জ্যোতিষ

সনাতন ও কৃষ্ণমূর্তি জ্যোতিষ শিখে সার্টিফিকেট নিয়ে প্র্যাকটিস করুন। অভিজ্ঞ ডঃ গৌতম আচার্য্য। M : 9749396806. (C/112885)

কিডনি চাই

মুমূর্ষু রোগীর প্রাণ বাঁচাতে 0+কিডনিদাতা চাই। 25-45 বছরের মধ্যে বয়স হলে সঠিক পরিচয়পত্র ও অভিভাবক সহ অতিসত্বর যোগাযোগ করুন। M : 9093791940. (C/113545)

বিক্রয়

কোচবিহার Bang Chatra Road-এ রাস্তার পাশে তিন কাঠা বাস্তুজমি বিক্রয় হবে। M : 9832091558. (C/111897)

অ্যাফিডেভিট

গত 21/11/24 তারিখে শিলিগুড়ি E.M কোর্ট দ্বারা অ্যাফিডেভিট বলে Bablu Rahaman ও Md. Bablu একই ও অভিন্ন ব্যক্তিরূপে পরিচিত হলাম। (C/113546)

•

আমার ভোটার এপিক নং WB/01/005/1327 নাম ভুল থাকায় গত 20-11-24, সদর, কোচবিহার E.M. কোর্টে অ্যাফিডেভিট বলে আমি Nirmal Kumar Pal এবং Nirmal Chandra Pal এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলাম। উত্তর খাগড়াবাড়ি, পোঃ খাগড়াবাড়ি, থানা-পুণ্ডিবাড়ি, জেলা-কোচবিহার। (C/113102)

•

আমার ভোটার এপিক নং WB/01/005/1327 আমার নাম এবং স্বামীর নাম ভুল থাকায় গত 20-11-24, সদর, কোচবিহার E.M. কোর্টে অ্যাফিডেভিট বলে আমি Mira Paul, W/O. Nirmal Kumar Pal এবং Dali Pal, W/o. Nirmal Chandra Pal এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলাম। উত্তর খাগড়াবাড়ি, পোঃ খাগড়াবাড়ি, P.S. পুণ্ডিবাড়ি, জেলা-কোচবিহার। (C/113103)

ইন্ডিয়ান ব্যাংক Indian Bank
ইলাহাবাদ ALLAHABAD

আঞ্চলিক কার্যালয় : ২, চার্চ রোড, শিলিগুড়ি -৭৩৪০০১ (পশ্চিমবঙ্গ)
টেলি : (০৩৫৩) ২৪৩১১৪৮, ২৫২৫৫৩৮, ২৫২১২৯৪ * ই-মেল : Z748@indianbank.co.in
পরিশিষ্ট - IV-A (রুল ৮ (৬) এর প্রতি অনুবিধি দেখুন)

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় নোটিশ

সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২-এর রুল ৮(৬)-এর অনুবিধি সহ পঠিত সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২-এর অধীন স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য ই-অকশন বিক্রয় নোটিশ।

সাধারণভাবে জনসাধারণ এবং নির্দিষ্টভাবে ঋণগ্রহীতা (গণ) এবং জামিনদাতা (গণ)-কে এতদ্বারা নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে নিম্নে বর্ণিত স্থাবর সম্পত্তি বন্ধকী ঋণদাতাকে বন্ধক দেওয়া/চার্জ দেওয়া সম্পত্তির বাস্তবিক দখল ইন্ডিয়ান ব্যাংকের শিলিগুড়ি প্রধান শাখার অনুমোদিত আধিকারিক বন্ধকী ঋণদাতা নিয়েছেন ১১/১২/২০২৪ তারিখে 'যেখানে যেমন আছে', 'যেখানে যা কিছু আছে', 'যেখানে যাই থাকুক' ভিত্তিতে টাঃ ২১,৪০,৫০১.০০ (টাকা একুশ লক্ষ চল্লিশ হাজার পাঁচশত এক মাত্র) পুনরুদ্ধারের জন্য যা বন্ধকী ঋণদাতা ইন্ডিয়ান ব্যাংক (পূর্বে এলাহাবাদ ব্যাংক) শিলিগুড়ি বর্ধমান রোড শাখার কাছে **মেসার্স সিকিম জুয়েলার্স** (লাবণী পালের মালিকানাধীন), হোল্ডিং/প্রেমিসেস নং এইচ/৩৯৮/৭/১৪২/১, আরামবাগ চিকেনের পিছনে, এইচ.সি. রোড, ওয়ার্ড নং ৬, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ -এ ব্যবসা করেন, **শ্রীমতী লাবণী পাল, শ্রী সজল পালের স্ত্রী (ঋণগ্রহীতা এবং বন্ধকদাতা)** ঘোগোমালি মেইন রোড, নিরঞ্জন নগর, ওয়ার্ড নং-৩৬, থানা-ভক্তিনগর, ডাবগ্রাম, জলপাইগুড়ি, পশ্চিমবঙ্গ ৭৩৪০০৬ এ বসবাসরত এবং **শ্রী সজল পাল, শ্রী রামজয় পালের পুত্র (জামিনদাতা)** রামকৃষ্ণ সাইকেল স্টোর, ঘোগোমালি মেইন রোড, নিরঞ্জন নগর, ওয়ার্ড নং-৩৬, থানা-ভক্তিনগর, ডাবগ্রাম, জলপাইগুড়ি, পশ্চিমবঙ্গ ৭৩৪০০৬ -এ বসবাসরত ব্যক্তির কাছে ২০.১১.২০২৪ তারিখের হিসেবে পাওনা আছে।

ই-অকশন পদ্ধতিতে বিক্রয়ের জন্য আনীত সম্পত্তির বিস্তারিত বিবরণ নিম্নে তালিকাভুক্ত :

সম্পত্তির বিস্তারিত বিবরণ :-	দোকানটির সমস্ত অবিভাজ্য অংশের পরিমাপ ৯০ স্কোয়ার ফিট, দ্বিতীয় তলায় অবস্থিত, ১১/২ কাঠা পরিমাপের জমির উপর প্রতিষ্ঠাপিত, প্লট নং (আরএস) ৮০৪০, খতিয়ান নং ২১৯১, মৌজা- শিলিগুড়ি, জে.এল নং ১১০ (নতুন-৮৮) তৌজি নং-৩ (জেএ), শিলিগুড়ি পুরনিগমের অন্তর্ভুক্ত ওয়ার্ড নং -VI,হোল্ডিং নং-৩৯৮/৭/১৪২/০১, পরগনা-বৈকুণ্ঠপুর, থানা-শিলিগুড়ি, জেলা - দার্জিলিং, পশ্চিমবঙ্গ-৭৩৪০০১ শ্রীমতী লাবণী পাল শ্রী সজল পালের স্ত্রী স্বত্বাধিকরণে করনে অবস্থিত। সম্পূর্ণ জমির (দলিলের হিসেবে) সীমানা : উত্তর : শ্রী এস দাসের জমি, দক্ষিণ : শ্রী এইচ দাসের জমি, পূর্ব : পিডব্লিউডি-এর রাস্তা, পশ্চিম : শ্রী বি. মিসির জমি। দোকানের সীমানা : উত্তর : ইউকো ব্যাংকের দেওয়াল, দক্ষিণ : সর্বজনীন প্যাসেজ। পূর্ব : আরামবাগ চিকেনের দোকান, পশ্চিম : বিক্রেতাদের বিক্রিত জমি
সম্পত্তির উপর দায়বদ্ধতা	জানা নেই
সংরক্ষিত অর্থমূল্য	টাঃ ৮,৫০,০০০/- (টাকা আট লক্ষ পঞ্চাশ হাজার মাত্র)
ইএমডি অর্থমূল্য	টাঃ ৮৫,০০০/- টাকা (পঁচাশি হাজার মাত্র)
দর বৃদ্ধির পরিমাপ	টাঃ ১০,০০০/- (টাকা দশ হাজার মাত্র)
ই-অকশন সেবা প্রদানকারী প্ল্যাটফর্মে ই-অকশনের তারিখ এবং সময় https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ ibap	১১.১২.২০২৪ সকাল ১১ : ০০ থেকে বিকেল ৫ : ০০
সম্পত্তির আইডি নং	আইডিআইবি ৫০৪৫১৪৫৫১২৪

দরদাতাদের আমাদের ই-অকশন পরিষেবা প্রদানকারীর ওয়েবসাইট (https://www.ebkray.in) PSB Alliance Pvt. Ltd. অনলাইন দর দেওয়ার জন্য পরিদর্শন করার অনুরোধ করা হচ্ছে। কারিগরি সহায়তার জন্য অনুগ্রহ করে ফোন করুন ৮২৯১২২০২২০ এতে, রেজিস্ট্রেশন স্থিতি এবং ইএমডি স্থিতির জন্য ই-মেল করুন suport.ebkray@psballiance.com-এ সম্পত্তির বিবরণ এবং সম্পত্তির ছবি এবং নিলামের নিয়ম এবং শর্তাবলির জন্য পরিদর্শন করুন https://www.ebkray.in এবং এই পোর্টাল সংক্রান্ত ব্যাখ্যার জন্য অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করুন PSB Alliance Pvt. Ltd., যোগাযোগ করুন ৮২৯১২২০২২০।

দরদাতাদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে ওয়েবসাইট https://www.ebkray.in -এ সম্পত্তিটি খুঁজে পাওয়ার জন্য উপরোক্ত সম্পত্তি আইডি নম্বরটি ব্যবহার করুন।

তারিখ : ২১.১১.২০২৪
স্থান : শিলিগুড়ি
অনুমোদিত আধিকারিক

যোগাযোগের ব্যক্তি : ১) (সুমন কুমার, অনুমোদিত আধিকারিক, মোবাইল নং : ৯০৮৩৭০১৮১৫)
২) (সঞ্জীব ভগৎ, ব্রাঞ্চ ম্যানেজার, মোবাইল নং : ৭০০৯৯৫৮৭০৪)

ইন্ডিয়ান ব্যাংক Indian Bank
ইলাহাবাদ ALLAHABAD

আঞ্চলিক কার্যালয় : ২, চার্চ রোড, শিলিগুড়ি -৭৩৪০০১ (পশ্চিমবঙ্গ)
টেলি : (০৩৫৩) ২৪৩১১৪৮, ২৫২৫৫৩৮, ২৫২১২৯৪ * ই-মেল : Z748@indianbank.co.in
পরিশিষ্ট - IV-A (রুল ৮ (৬) এর প্রতি অনুবিধি দেখুন)

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় নোটিশ

সিকিউরিটি ইন্টারনেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২'এর রুল ৮(৬)-এর প্রতি অনুবিধি সহ পঠিত সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রকশন অফ ফিনানসিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট ২০০২'এর অধীন স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য ই-অকশন সেল নোটিশ এতদ্বারা জনসাধারণ এবং নির্দিষ্টভাবে ঋণগ্রহীতা (গণ) এবং জামিনদাতাদের কাছে এতদ্বারা নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে বন্ধকী ঋণদাতাকে চার্জযুক্ত/বন্ধক দেওয়া নিম্নবর্ণিত স্থাবর সম্পত্তি বন্ধকী ঋণদাতা শিলিগুড়ি মেইন ব্রাঞ্চের ইন্ডিয়ান ব্যাংকের অনুমোদিত আধিকারিক কর্তৃক বাস্তবিক দখল নিয়েছেন, 'যেখানে যেমন আছে', 'যেখানে যা কিছু আছে,' 'যেখানে যতটুকু আছে, **১১/১২/২০২৪** তারিখে **টাঃ ২২,৮৮,২৫১.০০ (বাইশ লক্ষ অষ্টআশি হাজার দুইশত একান্ন টাকা)** পুনরুদ্ধারের জন্য বিক্রয় করা হবে যা ইন্ডিয়ান ব্যাংক (সাবেক এলাহাবাদ ব্যাংক), আলিপুরদুয়ার ব্রাঞ্চ বন্ধকী, ঋণদাতা এর কাছে **শ্রীমতী তানিয়া সরকার প্রযত্নে দীপক শ্যাম চৌধুরি**, সুরজনগর, সুরজনগর গ্রাউন্ডের পিছনে, ওয়ার্ড নং-০৮, পোঃঅঃ আলিপুরদুয়ার কোর্ট, আলিপুরদুয়ার – ৭৩৬১২২'এর পাওনা আছে।

নিম্নে গণনাকৃত ই-অকশন মোডের মাধ্যমে বিক্রয়ার্থে আনীত সম্পত্তির বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া হল :

সম্পত্তির বিস্তারিত বিবরণ :-	দিশারী নিলয় ব্লক নং ২-এর তৃতীয় তলে ফ্ল্যাট নং ২/কে-এর সকল এবং অপরিহার্য অংশ যা শ্রীমতী তানিয়া সরকার এবং শ্রী পুষণ সরকারের নামে আছে দ্রষ্টব্য দলিল নং ১৫০১ ২০১৮ বৎসরে মৌজা দমনপুর, পরগণা বক্সা একখণ্ড জমির উপর অবস্থিত যার এলআর প্লট নং ৭৯০. আর এস প্লট নং ৮৫, এল আর খতিয়ান নং ৬৫৩২, ৬৫৩৩ ও ৬৫৩৪, শিট নং ২৪০৮। ২৪০৯ জে এল নং ৫১, হোল্ডিং নং ৩৯৮/১২৯ ও ৩৯ / ১২৮ আয়তন ৬৯ বর্গফুট যার সঙ্গে অবিভাজ্য আনুপাতিক অবিভাজ্য জমির অংশ তৎসহ এজমালি এলাকা এবং অবিভক্ত সুবিধাদি গ্রামঃ কলেজপাড়া, জামাইয়ের দোকানের কাছে, আলিপুরদুয়ার মিউনিসিপ্যালিটি ওয়ার্ড নং ০৩, আলিপুরদুয়ার জমিটি দ্বারা আবদ্ধ এবং সীমাবদ্ধ উত্তর : হেমেন্দ্র চৌধুরি ও যোগেশ মজুমদার দক্ষিণ : ১২' মিউনিসিপ্যাল রোড, পূর্ব : মনেন্দ্র সাহা, পশ্চিম : অনিল ধর।
সম্পত্তির উপর দায়বদ্ধতা	জানা নেই
সংরক্ষিত অর্থমূল্য	টাঃ ১৫,০০,০০০/- (পনেরো লক্ষ টাকা মাত্র)
ইএমডি অর্থমূল্য	টাঃ ১,৫০,০০০/- (একলক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা)
দর বৃদ্ধির পরিমাপ	টাঃ ১০,০০০/- (টাকা দশ হাজার মাত্র)
ই-অকশন সেবা প্রদানকারী প্ল্যাটফর্মে ই-অকশনের তারিখ এবং সময় https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi	১১.১২.২০২৪ সকাল ১১ : ০০ থেকে বিকেল ৫ : ০০
সম্পত্তি আইডি নং	আইডিআইবি ৩০১৭১৬৯৫৬৬২

দরদাতাদের আমাদের ই-অকশন পরিসেবা প্রদানকারী পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাইভেট লিমিটেডের ওয়েবসাইট (https://www.ebkray.in) পরিদর্শন করতে হবে অনলাইনের দর দিতে অংশগ্রহণকারীদের কারিগরি সহায়তার জন্য অনুগ্রহ করে ৮২৯১২২০২২০' এতে ফোন করুন। রেজিস্ট্রেশন স্ট্যাটাস এবং ইএমডি স্ট্যাটাসের জন্য অনুগ্রহ করে ই-মেল করুন support. ebkray@passballiance.com. সম্পত্তির বিবরণ এবং সম্পত্তির ছবি ও নিলামের নিয়ম ও শর্তাবলির জন্য অনুগ্রহ করে https://www.ebkray.in ভিজিট করুন এবং এই পোর্টাল সংক্রান্ত ব্যাখ্যার জন্য অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করুন পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাইভেট লিমিটেড যোগাযোগ নং ৮২৯১২২০২২০ দরদাতাদের https://www.ebkray.in সম্পত্তি খোঁজ করার জন্য উপরোক্ত সম্পত্তি আইডি নম্বর ব্যবহার করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

তারিখ : ২১.১১.২০২৪
স্থান : আলিপুরদুয়ার
অনুমোদিত আধিকারিক

যোগাযোগের ব্যক্তি : ১) (কুমারি ধরমবীর, অনুমোদিত আধিকারিক, মোবাইল নং : ৬০০৩৪৩৪৪৪৯)
২) (কুণাল কুমার, ব্রাঞ্চ ম্যানেজার, মোবাইল নং : ৮০৮৪৪১৭৫৪৭)

ABRIDGED E-TENDER NOTICE

Tender are hereby invited vide Tender Reference e- NIT No. **DHUPGURI/EO/NIT-003/2024-25** & **DHUPGURI/BDO/NIT-003/2024-25** from the undersigned. Details of works and tender conditions are available in the office of the undersigned in any working day during office hours.

visit www.wbetendres.gov.in and Office Notice Board for further details.

Executive Officer
Dhupguri Panchayat Samiti

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং : ইএল/২৯/১৮_২০২৪/কে/৯৪৮, তারিখ : ১৪-১১-২০২৪-এর সংশোধনী

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং: ইএল/২৯/১৮_২০২৪/কে/৯৪৮, তারিখ: ১৪-১১-২০২৪-এর দ্বারা প্রকাশিত টেন্ডার নং. ১৮_২০২৪-এর মধ্যে নিম্নলিখিত পরিবর্তনগুলি করা হয়েছে। **কাজের নাম :** কাটিহার ডিভিশনে "গ্রিড সংযুক্ত" (গ্রিডের উপর) সোলার ফটো ভোল্টাইক মডিউল-এর ইনস্টলেশন (ফেজ-II)। **অনুগ্রহ করে পড়ুন :** টেন্ডার মূল্য: ৯,০৩,৮৪,১৬৩.৬৩ টাকার পরিবর্তে ৮,২৭,৩৪,৮৩৭.০০ টাকা ; বায়নার ধনঃ ৬,০২,০০০.০০ টাকার পরিবর্তে ৫,৬৩,৭০০.০০ টাকা। অন্যান্য নিয়ম ও শর্তাবলি অপরিবর্তিত থাকবে।

সিনি. ডিইই/জি অ্যান্ড সিএইচজি./কাটিহার

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. : ইএল/২৯/১৭_২০২৪/কে/৯৪৭; তারিখ : ১৪-১১-২০২৪ -এর জন্য সংশোধনী

প্রযুক্তিগত সমস্যা, ত্রুটির কারণে নিম্নলিখিত পরিবর্তনগুলি এতদ্বারা করা হয়েছে। যা সংশোধন করে আইআরইপিএস-এ প্রকাশিত হয়েছে।

এখন টেন্ডার মূল্য ₹ ৯,০৭,৩৪,৩৭৬.৬৩/- এর পরিবর্তে ₹ ৮,৩০,৮৫,০৫০/-হিসাবে পড়তে হবে এবং বায়না মূল্য ₹৬,০৩,৭০০/- এর পরিবর্তে ₹ ৫,৬৫,৫০০/- হিসাবে পড়তে হবে, বিস্তারিত জানার জন্য অনুগ্রহ করে **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে দেখুন।

সিনিয়র ডিইই (জি এন্ড সিএইচজি.), কাটিহার

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

আজ টিভিতে

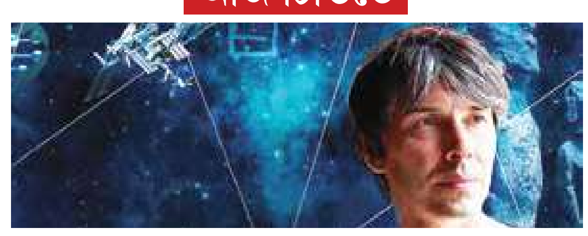

হিউম্যান ইউনিভার্স রাত ৯ সোনি বিবিসি আর্থ এইচডি

ধারাবাহিক

জি বাংলা : বিকেল ৩.৩০ অমর সঙ্গী, ৪.০০ রান্নাঘর, ৪.৩০ দিদি নাম্বার ১, ৫.৩০ পুবের ময়না, সন্ধ্যা ৬.০০ নিমফুলের মধু, ৬.৩০ আনন্দী, ৭.০০ জগদ্ধাত্রী, ৭.৩০ ফুলকি, রাত ৮.০০ পরিণীতা, ৮.৩০ কোন গোপনে মন ভেসেছে, ৯.০০ ডায়মন্ড দিদি জিন্দাবাদ, ৯.৩০ সারেগামাপা

স্টার জলসা : বিকেল ৫.৩০ দুই শালিক, সন্ধ্যা ৬.০০ তেঁতুলপাতা, ৬.৩০ গীতা এলএলবি, ৭.০০ কথা, ৭.৩০ রাঙামতি তীরন্দাজ, রাত ৮.০০ উড়ান, ৮.৩০ রোশনাই, ৯.০০ শুভ বিবাহ, ৯.৩০ অনুরাগের ছোঁয়া, ১০.০০ হরগৌরী পাইস হোটেল, ১০.৩০ চিনি

কালার্স বাংলা : বিকেল ৫.০০ টুম্পা অটোওয়ালি, সন্ধ্যা ৬.০০ রাম কৃষ্ণা, ৭.০০ প্রেরণা -আত্মমর্যাদার লড়াই, ৭.৩০ ফেরারি মন, রাত ৮.০০ শিবশক্তি, ৮.৩০ স্বপ্নডানা, ৯.৩০ মৌ এর বাড়ি, ১০.০০ শিবশক্তি (রিপিট), রাত ১১.০০ শুভদৃষ্টি

আকাশ আট : সকাল ৭.০০ গুড মর্নিং আকাশ, দুপুর ১.৩০ রাঁধুনি, দুপুর ২.০০ আকাশে সুপারস্টার, সন্ধ্যা ৬.০০ আকাশ বার্তা, ৭.০০ চ্যাটার্জী বাড়ির মেয়েরা, ৭.৩০ সাহিত্যের সেরা সময় – অনুপমার প্রেম, রাত ৮.০০ পুলিশ ফাইলস

সান বাংলা : সন্ধ্যা ৭.০০ বসু পরিবার, ৭.৩০ আকাশ কুসুম, রাত ৮.০০ কোন সে আলোর স্বপ্ন নিয়ে, ৮.৩০ দেবীবরণ

সিনেমা

জলসা মুভিজ : দুপুর ১.৩০ বলো না তুমি আমার, বিকেল ৪.৪৫ শুধু তোমারই জন্য, সন্ধ্যা ৭.৫৫ কি করে তোকে বলবো, ১১.০০ ফাটাফাটি

জি বাংলা সিনেমা : দুপুর ১২.০০ মায়ের আশীর্বাদ, বিকেল ৩.০০ সিঁদুর নিয়ে খেলা, সন্ধ্যা ৬.০০ বাবা তারকনাথ, রাত ৮.৫০ বন্দী, রাত ১২.০০ এফআইআর নম্বর ৩৩৯/০৭/০৬

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ১০.০০ বন্ধু, দুপুর ১.০০ ছোট বউ, বিকেল ৪.০০ গ্যাঁড়াকল, সন্ধ্যা ৭.০০ প্রেমের কাহিনী, রাত ১০.০০ ইন্দ্রজিৎ

কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ মায়ের আঁচল

ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ বাঘ বন্দী খেলা, সন্ধ্যা ৭.৩০ প্রতিদান

আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ জ্যোতি

বস্তার – দ্য নকশাল স্টোরি রাত ৯.৩২ অ্যান্ড পিকচার্স

জওয়ান রাত ৮ জি সিনেমা

লন্ডন হ্যাজ ফলেন রাত ৯ সোনি পিক্স এইচডি

ইন্দ্রজিৎ রাত ১০ কালার্স বাংলা সিনেমা

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৭৭৮৫০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৭৮২৫০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৭৪৪০০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	৯১৩৫০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	৯১৪৫০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজারদর

জন্মদিনে অথবা বিবাহবার্ষিকীতে শুভেচ্ছা জানাতে, হবু জামাই অথবা পুত্রবধূ খুঁজতে, চাকরির খোঁজ পেতে অথবা শূন্যপদের জন্য প্রার্থী খুঁজতে, কখনও বা হারিয়ে যাওয়া প্রিয়জনকে খুঁজে পেতে বিজ্ঞাপন দেওয়ার প্রয়োজন হয়।

আর বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য উত্তরবঙ্গের বাসিন্দাদের একমাত্র পছন্দ উত্তরবঙ্গ সংবাদ। আমরা সেই বিজ্ঞাপন দেওয়ার পথ অনেক সহজ করে দিচ্ছি।

আপনাকে আসতে হবে না। শুধু আপনি যেমন ভাষায় বিজ্ঞাপন দিতে চান লিখে পাঠিয়ে দিন আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে। আমাদের প্রতিনিধি যোগাযোগ করবেন আপনার সঙ্গে।

ভেবে দেখুন, আমাদের কাছে একটি হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ পাঠিয়ে আপনি কত সহজে কত লক্ষ মানুষের কাছে পৌঁছে যেতে পারছেন।

হোয়াটসঅ্যাপ অথবা মেসেজ করুন
৯০৬৪৮৪৯০৯৬
এই নম্বরে

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : সংসারে সামান্য কারণে অশান্তি। বাড়িতে পুজোর উদ্যোগ নিতে পারেন। **বৃষ :** আজ সাবধানে চলাফেরা করুন। হারানো জিনিস ফিরে পেয়ে স্বস্তি। **মিথুন :** অন্যায় কাজের বিরোধিতা করে সমস্যায়। আপনার উদাসীন স্বভাবের কারণে ঠকতে হতে পারে। **কর্কট :** অতিরিক্ত চাহিদায় অর্থ নষ্ট। বাড়িতে কোনও উৎসবের আয়োজনে নিজেকে শামিল করুন। **সিংহ :** ব্যবসার জন্যে ধার করতে হতে পারে। অর্থ বিনিয়োগে লাভবান হবেন। **কন্যা :** যে পরিকল্পনা আগে নিয়েছিলেন, তা আজ সফল হবে। বিনাকারণে অপমানিত হতে পারেন। **তুলা :** আজ আর্থিক সমস্যায় পড়তে পারেন। শরীর নিয়ে সারাদিন উৎকণ্ঠায় কাটবে। **বৃশ্চিক :** বহু মূল্যবান কোনও দ্রব্য হারিয়ে যেতে পারে। সারাদিন উৎকণ্ঠায় কাটবে। **ধনু :** পথে চলতে খুব সতর্ক থাকুন। নতুন কোনও চাকরির সুযোগ আসতে পারে। **মকর :** পরিবার নিয়ে বেড়ানোর সুযোগ আসবে। প্রেমের সঙ্গীকে সময় না দিলে ভুল করবেন। **কুম্ভ :** অন্যায়ের প্রতিবাদ করে আজ সমস্যায়। অতিরিক্ত চাহিদায় প্রচুর অর্থ ক্ষতি। **মীন :** পাওনা আদায় হওয়ায় নিশ্চিন্ত। বাবার পরামর্শে সংকট কাটবে।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে আজ ৭ অগ্রহায়ণ ১৪৩১, ভাঃ ২ অগ্রহায়ণ, ২৩ নভেম্বর ২০২৪, ৭ অঘোন, সংবৎ ৮ মার্গশীর্ষ বদি, ২০ জমাঃ আউ। সূঃ উঃ ৬।১, অঃ ৪।৪৭। শনিবার, অষ্টমী রাত্রি ১০।২৬। মঘানক্ষত্র রাত্রি ১০।৩৮। ইন্দ্রযোগ দিবা ৩।৩৮। বালবকরণ দিবা ৯।৫৩ গতে কৌলবকরণ রাত্রি ১০।২৬ গতে তৈতিলকরণ। জন্মে- সিংহরাশি ক্ষত্রিয়বর্ণ রাক্ষসগণ অষ্টোত্তরী মঙ্গলের ও বিংশোত্তরী কেতুর দশা, রাত্রি ১০।৩৮ গতে নরগণ বিংশোত্তরী শুক্রের দশা। মৃতে- একপাদদোষ। যোগিনী- ঈশানে, রাত্রি ১০।২৬ গতে পূর্বে। কালবেলাদি ৭।২১ মধ্যে ও ১২।৪৫ গতে ২।৬ মধ্যে ও ৩।২৬ গতে ৪।৪৭ মধ্যে। কালরাত্রি ৬।২৬ মধ্যে ও ৪।২১ গতে ৬।১ মধ্যে। যাত্রা- নাই। শুভকর্ম- নাই। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)- অষ্টমীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। অমৃতযোগ- দিবা ৬।৫৩ মধ্যে ও ৭।৩৫ গতে ৯।৪৩ মধ্যে ও ১১।৫১ গতে ২। ৪১ মধ্যে ও ৩।২৩ গতে ৪।৪৭ মধ্যে এবং রাত্রি ও ৭।৩৫ গতে ৯।৪৩ মধ্যে ও ১১।৫১ গতে ২।৪১ মধ্যে ও ৩।২৩ গতে ৪।৪৭ মধ্যে এবং রাত্রি ১২।৫০ গতে ২।৩৬ মধ্যে। মাহেন্দ্রযোগ- রাত্রি ২।৩৬ গতে ৩।৩০ মধ্যে।

সতর্কীকরণ : উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সত্যতা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

অভিকা মালাকার।

হিন্দি ধারাবাহিকে শিলিগুড়ির 'রাণী'

তমালিকা দে

শিলিগুড়ি, ২২ নভেম্বর : ইচ্ছে ছিল সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার হওয়ার। তবে স্কুলের গণ্ডি না পেরোতেই ডাক্তার হয়ে যায় শিলিগুড়ির অভিকা মালাকার। স্কুল পাশ না করেই ডাক্তার! এমনটা আবার হয় নাকি? হয়। বাস্তবে নয়, রিলে। প্রথাগত অভিনয় শিক্ষা না থাকা সত্ত্বেও বাংলা ধারাবাহিক 'তোমাদের রাণী'-তে মুখ্য চরিত্রে অভিনয়ের সুযোগ পায় স্কুলছাত্রী অভিকা। এবার কলকাতা ছাড়িয়ে আরব সাগরের তীরে পাড়ি জমিয়েছে সে। তার অভিনীত বাংলা ধারাবাহিকের হিন্দি রিমেকেও সে-ই মুখ্য চরিত্র।

স্টার জলসায় 'তোমাদের রাণী' সিরিয়ালে রাণী চরিত্রে অভিনয় করেছিল অভিকা। তার অভিনীত সেই চরিত্রটি টেলিভিশন দর্শকদের প্রশংসা কুড়িয়েছিল। এবার আরও একধাপ এগিয়ে সুদূর মুম্বইয়ে অভিনয় জীবন শুরু করতে চলেছে অভিকা। ইতিমধ্যেই জোরকদমে চলছে তার হিন্দি ধারাবাহিকের শুটিং।

'তোমাদের রাণী' সিরিয়ালে অভিকাকে একজন চিকিৎসকের ভূমিকায় দেখা গিয়েছিল। লক্ষ্য স্থির থাকলে মা হয়ে যাওয়ার পরেও কীভাবে নিজের স্বপ্নপূরণ করা যায়, তা শিখিয়েছিল রাণী চরিত্রটি। এবার সেই চরিত্রে অভিনয় করে হিন্দি সিরিয়ালের দর্শকদের প্রশংসা কুড়োতে চলেছে চম্পাসারির এই স্কুল ছাত্রী। অভিকা ফোনে জানাল, দ্রুত স্টার প্লাসে হিন্দি ধারাবাহিক টেলিকাস্ট হতে চলেছে।

মডেলিংয়ের প্রতি তার ভালোবাসা ছিল অগাধ। কিন্তু অভিনয় নিয়ে সেভাবে কোনওদিন ভাবেনি অভিকা। তবে মাঝেমধ্যেই বাড়িতে টেলিভিশন, সিনেমার নায়িকাদের অভিনয় অনুকরণ করত সে। প্রশিক্ষণ বলতে ওটুকুই। বাংলা ধারাবাহিকে অভিনয় করার সময় থেকে প্রতিদিন একটু একটু করে নিজেকে গড়েপিঠে নিয়েছে সে। শুটিং ফ্লোরে মন দিয়ে সহ অভিনেতাদের কাজ দেখেছে, শিখেছে। মুম্বইতে পা রেখে নিজের অভিনয় আরও উন্নত করার চেষ্টা চালাচ্ছে এই স্কুল ছাত্রী। বরাবর রানি মুখোপাধ্যায়ের ভক্ত অভিকা। ভবিষ্যতে বঙ্গ তনয়া রানির সঙ্গে কাজ করার স্বপ্ন রয়েছে তার। এত অল্প বয়সে মেয়ের সাফল্যে খুশি অভিকার বাবা স্বপন মালাকার, মা সোনালি মালাকার। তাঁদের পাশাপাশি ছোট বোনকে মুম্বাইয়ে কাজ করতে দেখে গর্বিত দিদি আবিরা মালাকার। আপাতত পরিবারের পাশাপাশি অভিকার ভক্তরা এখন অধীর আগ্রহে তার হিন্দি ধারাবাহিকের টেলিকাস্টের অপেক্ষায়।

রিভিউ মিটিং

জলপাইগুড়ি, ২২ নভেম্বর : কৃষি ও কৃষি বিপণন দপ্তরের বিভিন্ন কাজকর্ম নিয়ে রিভিউ মিটিং করলেন জেলা শাসক শামা পারভিন। কৃষি বিপণন দপ্তরকে বাজারে খাদ্য, সবজির দাম নিয়ন্ত্রণে নজরদারি বাড়ানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কৃষকদের কাছে শস্যবিমার বিষয়ে বেশি করে প্রচার করা এবং নাম রেজিস্ট্রেশন করানোর উপর জোর দিতে বলা হয়েছে ওই বৈঠকে। এদিনের বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত জেলা শাসক (উন্নয়ন) পুষ্পক রায়, সহকারী কৃষি অধিকর্তা গোপাল সাহা প্রমুখ।

ধান কাটায় দেরি, প্রভাব আলু চাষে

প্রণব সূত্রধর

আলিপুরদুয়ার, ২২ নভেম্বর : আলু নিয়ে তোলপাড় রাজ্য। বিশেষ করে মুখ্যমন্ত্রী নিজে আলুর দাম নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করার পর সব মহলই নড়েচড়ে বসেছে। শীতের এই সময়টায় সাধারণত নতুন আলু বাজারে আসতে শুরু করে। আর পুরোনো আলুর দাম কমতে থাকে। এবছর তা হচ্ছে না-ই বা কেন? চাষিরা বলছেন, এবছর আলুর চাষ হয়েছে দেরিতে। আর এর জন্য তাঁরা দায়ী করেছেন অক্টোবরের ঘূর্ণিঝড় ডানাকে।

নভেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহেও আলু চাষ শুরু করতে পারেননি আলিপুরদুয়ার জেলার আলুচাষিদের একটা বড় অংশ। অন্যান্য বছর এই সময় জমি তৈরি করে ফেলেন। এবছর তা সম্ভব হয়নি। এসব জায়গায় সাধারণত ধান কাটার পর আলু চাষ শুরু হয়। অক্টোবরে আমন ধান পাকার শেষমুহূর্তে বৃষ্টির ফলে আলু চাষ প্রায় দুই সপ্তাহ পিছিয়ে গিয়েছে। এখন ধান কাটা চলছে। তারপর আলু চাষের জমি তৈরি করতে আরও সময় লাগবে। এর মধ্যে শীত শুরু হয়ে গেলে তার প্রভাব আবার পড়বে আলু চাষে।

গত বছর জেলায় ২১ হাজার হেক্টরেরও বেশি জমিতে আলু চাষ করা হয়েছিল। তবে এখনও মাঠে ধান থাকায় এবছর কতখানি জমিতে আলু চাষ হচ্ছে, তা কৃষি দপ্তর বলতে পারছে না। কৃষি দপ্তরের ডেপুটি ডিরেক্টর নিখিলকুমার মণ্ডল বলেন, 'এখানে আমন ধান কাটা শেষ হলেই আলু চাষ করবেন কৃষকরা। আমন তো ওঠেনি। তাই আলু চাষে দেরি হয়েছে বলে মনে করছি না।'

তবে কৃষিকর্তা মনে না করলে কী হবে, কিরণ বিশ্বাস, সুজন বিশ্বাস বা অভিজিৎ বিশ্বাসের মতো চাষিরা মনে করছেন, এমনিতেই এবছর বিঘা প্রতি কম করে চার থেকে পাঁচ মন করে ধান কম উৎপাদিত হয়েছে। এছাড়া শেষে বৃষ্টির জন্য এখনও ধান কাটা সম্ভব হয়নি। তাই আলু চাষে দেরি।

এদিকে, আলুর দাম বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে আলুর বীজের দাম বৃদ্ধি পাবে বলে মনে করছেন কৃষকরা। তাহলে আবার আলু চাষের খরচ বৃদ্ধি পাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।

সাধারণত নভেম্বর মাসের শেষে আলুর দাম অনেকটাই কম থাকে। তবে স্থানীয় আলুর জোগানের অভাবে আলিপুরদুয়ারের বাজারে এখন আলুর দাম চড়া। খোলাবাজারে আলুর দাম ৩৫ থেকে ৬০ টাকা প্রতি কেজি।

হলদিবাড়ি রোড এলাকায় আলুর খেত তৈরি হচ্ছে। ছবি : আয়ুষ্মান চক্রবর্তী

মৃত্যু তদন্তে নয়া মোড়, গ্রেপ্তার বন্ধু

রিল তৈরির সময় পিস্তলের গুলিতেই মৃত্যু

সেনাউল হক

কালিয়াচক, ২২ নভেম্বর : কালিয়াচকের স্কুল পড়ুয়ার মৃত্যুর তদন্তে নেমে চাঞ্চল্যকর তথ্য উঠে এল পুলিশের হাতে। সোশ্যাল মিডিয়ার জন্য রিল তৈরির সময় পিস্তলের গুলিতেই মৃত্যু হয়েছে ওই ছাত্রের। বন্ধুর ছোড়া গুলিতে মৃত্যু হয়েছে অষ্টম শ্রেণির পড়ুয়া সামিউল ইসলামের। এই ঘটনায় তার এক বন্ধুকে গ্রেপ্তার করেছে কালিয়াচক থানার পুলিশ। তার কাছ থেকেই উদ্ধার হয়েছে একটি সেভেন এমএম পিস্তল। ধৃতের নাম সাফি আলি (১৮)। তার বাড়ি কালিয়াচকের গয়েশবাড়ির কালাপাহাড় গ্রামে।

তদন্তকারী পুলিশ আধিকারিক জানান, সেভেন এমএম পিস্তল নিয়ে সামিউল ও তার বন্ধু সাফি রিল করছিল। সামিউলের মোবাইল থেকে কয়েকটি ভিডিও উদ্ধার হয়েছে। তবে কীভাবে গুলি চলল, তা দেখা যায়নি। তবে পুলিশের জেলায় ধৃত পড়ুয়া স্বীকার করে নিয়েছে পিস্তলটি সেই নিয়ে এসেছিল। শুক্রবার এই ঘটনা সামনে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে কালিয়াচকের জালুয়াবাধাল পঞ্চায়েতের শ্রীরামপুর গ্রামে।

উল্লেখ্য, বুধবার সকালে সামিউলের মা-বাবা বাড়ির বাইরে কাজে গিয়েছিলেন। সেই সময় বাড়িতে সামিউল ও তার বন্ধু সাফি আলি দুজনেই বাড়িতে ছিল। বাড়ির ছাদে রিল করছিল। সেভেন এমএম পিস্তল নিয়ে শুটিং করছিল। হঠাৎই বিকট শব্দে কেঁপে ওঠে এলাকা। এরপরই প্রতিবেশীরা বাড়িতে ঢুকে সামিউলের রক্তাক্ত দেহ দেখতে পান। মাথায় বুলেটের চিহ্ন দেখে ঘটনা ঘিরে রহস্য দানা বাঁধে। আত্মহত্যা না খুন, তা নিয়ে ধন্দে পড়েন পুলিশকর্তারা। এরপর শুরু হয় তদন্ত। সাফি আলি সহ মৃতের এক দাদাকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য থানায় নিয়ে আসা হয়। পরে মৃতের দাদাকে ছেড়ে দেওয়া হয়।

সাফি আলির ছোড়া গুলিতেই সামিউলের মৃত্যু হয়। এই কথা প্রথমে পুলিশের কাছে অস্বীকার করলেও পরে স্বীকার করে নেয়। সাফি পুলিশকে জানায়, সেদিন টিকটক করার জন্যই সে পিস্তল নিয়ে এসেছিল। সামিউল পিস্তল নিয়ে কয়েকটা রিল তৈরি করে। তারপর পিস্তল শূন্যে উঁচিয়ে দুই -তিনবার ফায়ার করে। কিন্তু একটি ফায়ারও হয়নি। তারপরেই সাফিকে বলে, কেমন পিস্তল একবারও ফায়ার হচ্ছে না? সাফি পিস্তল নিয়ে বলে কেন ফায়ার হবে না? অবশ্যই ফায়ার হবে। তোর মাথাতে ফায়ার করব? ইয়ার্কির ছলে সামিউল বলে কর দেখি। তখনই সাফি তার মাথায় ঠেকিয়ে ফায়ার করে। আর সঙ্গে সঙ্গে ফায়ার হয়ে যায়। বুলেটের আঘাতে লুটিয়ে পড়ে সামিউল। তারপরেই ভয় পেয়ে যায় সাফি। মৃত ছাত্রের বাবা রাজিকুল ইসলাম কালিয়াচক থানায় এই ঘটনায় লিখিত অভিযোগ করেছেন। অভিযোগের ভিত্তিতে সাফিকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। ধৃতকে শুক্রবার দুপুরে দশদিনের পুলিশ হেপাজত চেয়ে মালদা জেলা আদালতে পেশ করা হয়।

কালিয়াচকের এসডিপিও ফয়সাল রাজা বলেন, 'আগ্নেয়াস্ত্রটি উদ্ধার করা হয়েছে। এই ঘটনাস্থল থেকে আরও বেশ কিছু জিনিসপত্র উদ্ধার করা হয়েছে। মৃতের বন্ধু সাফিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ঘটনার তদন্ত চলছে।'

আলু নিয়ে পুলিশি তৎপরতা ময়নাগুড়িতে। শুক্রবার।

দাম কমাতে তৎপর পুলিশ ও প্রশাসন

সপ্তর্ষি সরকার ও অভিরূপ দে

ধূপগুড়ি ও ময়নাগুড়ি, ২২ নভেম্বর : আলুর চড়া দাম নিয়ে বৃহস্পতিবার মুখ্যমন্ত্রীর উদ্বেগ প্রকাশ এবং ভিনরাজ্যে আলু পাঠানো আটকানোর নিদান কানে পৌঁছাতেই পুলিশ কার্যত ময়দানে নেমে পড়েছে। রাজপথে আলুবোঝাই লরি আটকে জিজ্ঞাসাবাদ, হিমঘরে গিয়ে আলু মজুতের খোঁজ নেওয়া থেকে শুরু করে জেলা স্তরে হিমঘর মালিক ও ব্যবসায়িক সংগঠনদের নিয়ে বৈঠক কোনওটা বাদ রাখেনি। এদিন জেলার সবথেকে বড় পাইকারি মান্ডি ধূপগুড়িতে হিমঘরে মজুত আলুর সঙ্গে ভুটান, পঞ্জাব ও হিমাচলের পোখরাজ আলু বিক্রি হয়েছে। নতুন আলু ঢুকতেই হিমঘর থেকে বের হওয়া স্থানীয় আলুর চাহিদা অনেকটা কমেছে বলে ব্যবসায়ীদের দাবি। ধূপগুড়ি বাজারের খুচরো ব্যবসায়ী ভক্ত সাহা বলেন, 'আমাদের এদিকে নতুন আলু উঠে গেলে হিমঘরের আলু কেউ সেভাবে খেতে চায় না। আগামী দুই সপ্তাহে স্থানীয় পোখরাজ আলু বাজারে চলে এলে দাম নেমে যাবে বলে মনে হয়।'

আলুর দাম কমাতে শুক্রবার জলপাইগুড়ি জেলা শাসকের দপ্তরে ব্যবসায়ী, হিমঘর মালিকদের প্রশাসনের সভায় যে কোনও উপায়ে দাম কমানোর নিদান দেওয়া হয় বলে খবর। সভায় হাজির উত্তরবঙ্গ আলু ব্যবসায়ী সমিতির সাধারণ সম্পাদক বাবলু চৌধুরীর বক্তব্য, 'হিমঘরে আলু রাখার সময়সীমা বাড়ানো হবে না বলে নির্দেশিকা পেয়ে প্রায় সমস্ত ব্যবসায়ী আলু বের করে ফেলেছেন। এই মুহূর্তে হিমঘরে যেটুকু আলু আছে তার বেশিরভাগ সাধারণ কৃষকের। এই আলু বেচে নতুন চাষের জন্য তাঁরা বীজ ও সার কিনবেন। আমরা আধিকারিকদের জানিয়েছি, প্রশাসনিক কড়াকড়ি চরমে উঠলে আখেরে চাষিদের সর্বনাশ হবে।'

রাজ্যের উত্তর ও দক্ষিণ অংশে আলুর চাহিদা ও খুচরো বাজারের চাহিদায় ব্যাপক ফারাক রয়েছে। দক্ষিণবঙ্গের তুলনায় উত্তরের বাজারে প্রাক মরশুমি আলু অনেক তাড়াতাড়ি পৌঁছায়। জেলা প্রশাসনের হাতে থাকা তথ্য অনুযায়ী, এই মুহূর্তে জলপাইগুড়ি জেলার ২৩টি হিমঘরে ১০ শতাংশ আলু মজুত আছে। তবে বাস্তবে সেই পরিমাণ অন্তত আরও পাঁচ শতাংশ বেশি।

বৃহস্পতিবার রাত ও শুক্রবার সারাদিন ধূপগুড়ি ও ময়নাগুড়ি থানা এলাকায় আলুবোঝাই লরি দাঁড় করিয়ে খোঁজখবর নেওয়ার পাশাপাশি হিমঘরগুলিতে পুলিশ আধিকারিকদের হানা দিতে দেখা গিয়েছে। পুলিশ সূত্রে খবর, এমন অভিযান টানা চালিয়ে যাওয়ার নির্দেশ মিলেছে কর্তাদের তরফ থেকে। রাজ্য হিমঘর মালিক সমিতির উত্তরবঙ্গ আঞ্চলিক কমিটির সম্পাদক মনোজ সাহার বক্তব্য, নীতিগত সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকার রাজ্য সরকারের। প্রশাসনিকভাবে যা নির্দেশ আসবে সেভাবে সমস্ত হিমঘর কাজ করব। আমরা চাই সমস্ত আলু নির্দিষ্ট সময়ে বেরিয়ে যাক।'

সংকটে পাহাড় ও সমতলের শিক্ষা অর্থনীতি

সপ্তর্ষি সরকার

ধূপগুড়ি, ২২ নভেম্বর : শুধু কয়েকটা পরিসংখ্যান তুলে ধরলেই অনেক সহজে আঁচ করা যাবে পরিস্থিতিটা। দার্জিলিংয়ের কোলে আন্তর্জাতিক মানের একটি নামী বেসরকারি আবাসিক স্কুলে অতিমারির আগে পড়ুয়া ছিল ৭৫০ জন। যা অতিমারির পর এক ধাক্কায় নেমে দাঁড়িয়েছিল ৬৩ জনে। একইভাবে পাহাড়ের অন্য আবাসিক স্কুলগুলির অবস্থাও খুব একটা আশাব্যঞ্জক নয়। আর অতিমারির সময় থেকে শুরু হওয়া এই ভয়ানক মন্দার ছবি শুধু এখানেই সীমিত নয়, বরং গোটা উত্তরবঙ্গের। সেইসঙ্গে গোদের ওপর বিষফোড়ার মতো হাজির বাংলাদেশি পড়ুয়াদের সংখ্যা মোটামুটি শূন্যে পৌঁছে যাওয়া। এই ধাক্কায় পাহাড় ও সমতল মিলিয়ে গত এক বছরে মালিকানা হাতবদল হয়েছে অন্তত গোটা সাতেক স্কুলের। লোকসানের বোঝা সহ অধিগ্রহণে রাজি না হওয়ায় ঝাঁপ বন্ধ হয়েছে আরও অন্তত পাঁচটির।

অস্তিত্বের সংকট কাটাতে চলতি শিক্ষাবর্ষে পাহাড় ও সমতলের স্কুলগুলি জোর প্রচার চালিয়েছিল বাংলাদেশের ঢাকা, খুলনা, বরিশাল, রংপুর, দিনাজপুরের মতো শহরগুলোয়। কিন্তু গত অগাস্টে সেদেশের রাজনৈতিক উত্তেজনা এবং পালাবদলের পর আপাতত ওদেশ থেকে এপারে পড়ুয়া আসার সম্ভাবনা কার্যত শূন্য বলেই মনে করছে স্কুলগুলি। এই অবস্থায় আগামী শিক্ষাবর্ষের শুরুতে জোর ধাক্কা খেতে পারে পাহাড় ও সমতলের শিক্ষা অর্থনীতি। যার প্রভাব সরাসরি পড়বে সেখানকার কর্মরত শিক্ষক থেকে সাধারণ কর্মী সকলের ওপরেই।

পাহাড়ের এক স্কুলের দীর্ঘদিনের শিক্ষক সুরজ সোনার বলেন, 'এক সময় আবাসিক হস্টেলে বাংলাদেশের

লোকসানের বোঝা

পড়ুয়ার সংখ্যা থাকত ১০০ জনের বেশি। এক বছরে তাদের ফেরানোর বিষয়ে আলোচনা অনেকটাই এগিয়েছিল। কিন্তু বর্তমানে যা অবস্থা তাতে ওদের আর ফেরার সম্ভাবনা আছে বলে মনে হয় না।'

বিভিন্ন সূত্র জানাচ্ছে, কমবেশি ৬৫০০ থেকে ৭০০০ জন বাংলাদেশি পড়ুয়া উত্তরবঙ্গজুড়ে হস্টেলে থেকে পড়াশোনা করত। জলপাইগুড়ি জেলার এক বেসরকারি স্কুলের অন্যতম কর্ণধারের কথায়, 'একাদশ শ্রেণি অবধি একটা স্কুল মানে প্রায় ৫০ থেকে ৬০টি পরিবারের অন্নের সংস্থান। আবাসিক হলে সংখ্যাটা আরও বেশি। বাংলাদেশ থেকে আসা আবাসিক পড়ুয়ারা ছিল এই শিল্পের বড় অংশীদার।'

তবে শুধু আর্থিক কারণেই নয়, বাংলাদেশের বর্তমান পরিস্থিতিতে ওদেশের পড়ুয়াদের ভবিষ্যৎ নিয়েও চিন্তিত এপারের স্কুল পরিচালক ও শিক্ষকরা। রায়গঞ্জ থেকে কোচবিহার পর্যন্ত ৯০টি ইংরেজিমাধ্যম স্কুলের যৌথ মঞ্চ উত্তরবঙ্গ সহোদয়া স্কুল কমপ্লেক্সের সভাপতি শ্যামসুন্দর আগরওয়ালের কথায়, 'সমস্যাটা দ্বিপাক্ষিক এবং গুরুতর। একদিকে ওপারে চলে যাওয়া পড়ুয়াদের ভবিষ্যৎ, আবার এদিকে ধুঁকতে থাকা স্কুলের কর্মী ও শিক্ষকদের পেশার অনিশ্চয়তা। দু'দেশের সম্পর্ক যেমনই থাকুক ওপারের পড়ুয়ারা ফিরে আসুক নিজেদের স্কুলের পরিসরে। আর এতে সকলেরই মঙ্গল।'

বাংলাদেশের আর্থিকভাবে সচ্ছল বহু পরিবারের সন্তানদেরই এপারের আবাসিক স্কুলে পাঠানোর পেছনে অন্যতম কারণ ছিল নিরাপত্তা এবং উন্নত ইংরেজি শিক্ষা। যার মধ্যে থাকত বহু সেলেব্রিটি, অভিনেতা, রাজনৈতিক নেতা এবং তাবড় সরকারি আধিকারিকদের সন্তানরাও। এরা ছিল স্কুলগুলির আয়ের অন্যতম বড় মাধ্যম। আপাতত দিন ঘোরার আশা হারিয়ে দিশাহীন উত্তরের 'শিক্ষাশিল্প' এবং তার সঙ্গে জড়িত সকলেই।

আলু পাঠানো রুখতে নেই নজরদারি

সায়নদীপ ভট্টাচার্য

বক্সিরহাট, ২২ নভেম্বর : সংকট মেটাতে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিদান দিয়েছিলেন রাজ্য থেকে আলু, পেঁয়াজ যেন ভিনরাজ্যে না যায়। তারপরেও কোচবিহার থেকে কমবেশি লরিবোঝাই আলু অসম সহ উত্তর-পূর্ব ভারতের ভিনরাজ্যগুলিতে যাচ্ছে। বক্সিরহাটে অসম-বাংলা সীমানার নাকা চেকিংয়ে বিশেষ কোনও তদারকির ছবি ধরা পড়েনি। যদিও সীমানায় নজরদারি সম্পর্কে পুলিশ জানিয়েছে, সীমানায় নাকা চেকিং পয়েন্টে চালানো হচ্ছে। তুফানগঞ্জ মহকুমা পুলিশ আধিকারিক বৈভব বাঙ্গারকে ফোন করা হলেও তাঁর কোনও প্রতিক্রিয়া মেলেনি।

ক্রমাগত আলু ও পেঁয়াজের মূল্যবৃদ্ধি রোধে বৃহস্পতিবার নবান্নে প্রশাসনিক সভা থেকে মুখ্যমন্ত্রী একদিকে যেমন টাস্ক ফোর্স গঠনের কথা বলেছেন, তেমন রাজ্যের আলু, পেঁয়াজ আপাতত যাতে বাইরে না যায় সেকথাও বলেছিলেন। তাই রাজ্য পুলিশের ডিজিকে অবিলম্বে অন্তঃরাজ্য সীমানায় নাকা চেকিং বসানোর নির্দেশ দিয়েছেন। বাংলার আলু বাইরে পাঠানো রুখতে রাজ্যের অন্য আন্তঃরাজ্য সীমানায় নজরদারি শুরু হলেও কোচবিহারে এরকম কোনও নিয়ম মানা হচ্ছে না বলে অভিযোগ। কোচবিহার, ধূপগুড়ি ও ফালাকাটার হিমঘরগুলি থেকে মূলত আলু অসম সহ পার্শ্ববর্তী রাজ্যগুলিতে পাঠানো হয়। এখনও নিয়মিত আলু পাঠানো হচ্ছে। জেলা আলু ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি প্রদীপকুমার সাহা বলেন, 'ভিনরাজ্যে আলু বিক্রি করা যাবে না এরকম তো আইনে নেই। আপাতত আলু অসমে পাঠানো হচ্ছে।'

কোচবিহার জেলায় যা আলু উৎপাদন হয় তার কিছু অংশ এখানকার হিমঘরে ঢোকার আগে দক্ষিণবঙ্গ সহ বেশ কয়েকটি জায়গায় যায়। বাকি আলু এখানকার হিমঘরে রাখা হয়। বিগত দুটি মরশুমে আলুর দাম না পেয়ে চাষিরা এখানে ক্ষতির মুখে পড়েছিলেন বলে তাঁরা জানিয়েছেন। এমনকি মূল্যবৃদ্ধির উপরে মুখ্যমন্ত্রী নির্দেশে গোটা জুলাই মাস ধরে রাজ্যের আলু বাইরে পাঠাতে পারেননি চাষি ও ব্যবসায়ীরা। তাতে চাষিদের অনেকটা লোকসানের মুখে পড়তে হয়। আর কয়েকদিনের মধ্যে বাজারে নতুন আলু উঠবে। তখন আর পুরোনো আলুর দাম পাওয়া যাবে না। তবে সেই আলুর দাম বেড়ে যাওয়ায় মধ্যবিত্তদের পকেটে টান পড়ছে।

সমস্যা যেখানে

- কোচবিহার থেকে লরিবোঝাই আলু অসম সহ উত্তর-পূর্ব ভারতের ভিনরাজ্যগুলিতে যাচ্ছে
- বক্সিরহাটে অসম-বাংলা সীমানার নাকা চেকিংয়ে বিশেষ কোনও তদারকির ছবি ধরা পড়েনি
- আলুর দাম বেড়ে যাওয়ায় মধ্যবিত্তদের পকেটে টান পড়ছে

মদনমোহন ঠাকুরবাড়িতে রাসচক্র ঘোরানোর জন্য ভিড়। -অপর্ণা গুহ রায়

শিক্ষা ও শান্তির বার্তা

সাইকেলে লে পাড়ি

শিলিগুড়ি, ২২ নভেম্বর : শিশুকন্যাদের শিক্ষার প্রসার এবং শান্তির বার্তা দিতে সাইকেল নিয়ে শিলিগুড়ি থেকে লাদাখের লে-তে পাড়ি দিলেন বলরাম নাথ। ৬৩ বছরের বলরাম পেশায় বায়ুসেনার প্রাক্তন কর্মী। তাঁর যাত্রার মূল থিম ছিল, 'হেল্প গার্ল চাইল্ড' এবং 'পৃথিবী একটি পরিবার'। এছাড়া প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণ নিয়ে সচেতনতা প্রচার করেছেন তিনি। শিলিগুড়ি থেকে যাত্রা শুরু করে ৫ অগাস্ট লে-তে পৌঁছান। এই সফরে মোট সময় লেগেছে ৯৮ দিন। ২০ নভেম্বর ফিরেছেন বাড়িতে। বলরামের ইচ্ছাশক্তি, দৃঢ়সংকল্প মনোভাব এবং ঝুঁকি নেওয়ার মানসিকতার প্রশংসা সকলের মুখে।

এই প্রথম নয়, এর আগে ৫ বার তিনি দীর্ঘপথে সাইকেল যাত্রা করেছেন। ১৯৮৯ সালে অরুণাচলপ্রদেশ যার মধ্যে অন্যতম। তবে তাঁর কাছে এবারের সফর ছিল সবচাইতে বেশি কঠিন, জানালেন বলরাম।

তাঁর কথায়, 'এতে ভীষণ পরিশ্রম হয়। সময় অনেকটা লেগেছে। তবে যাত্রাপথের প্রাকৃতিক দৃশ্য এতটাই মনোরম ছিল যে, সব কষ্ট আর পরিশ্রম এক নিমেষে ভুলে গিয়েছিলাম।' রাস্তায় রাত কাটানো থেকে শুরু করে একাধিক রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতাও হয়েছে এই ক'দিনে। বললেন, 'এই রোমাঞ্চ আমাকে বারবার অজানার খোঁজে বেরিয়ে পড়ার উৎসাহ জোগায়।'

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১ কোটির বিজয়ী হলেন মালদা-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, মালদা - এর একজন বাসিন্দা নুর ইসলাম - কে 22.08.2024 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 56H 76385 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "সাধারণ মানুষকে কোটিপতিতে রূপান্তরিত করার জন্য ডিয়ার লটারির প্রশংসা করা উচিত। ডিয়ার লটারি একটি অনন্য পদ্ধতি প্রদান করেছে যা যে কেউ পরীক্ষা করে দেখতে পারে এবং একজন কোটিপতি হতে পারে, স্বল্প পরিমাণ কিছু অর্থ খরচ করে। আমি আমার সমস্ত আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ডিয়ার লটারি এবং নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারিকে জানাই।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয়।

* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

১০ হাজার জিএস ও নন-এসি স্লিপার কোচ রেলের

গৌরহরি দাস

কোচবিহার, ২২ নভেম্বর : ট্রেনে চলাচলকারী সাধারণ শ্রেণির যাত্রীদের সুবিধার্থে ভারতীয় রেলওয়ে আগামী দু'বছরের মধ্যে ট্রেনগুলিতে আরও ছয় হাজার জিএস কোচ লাগানোর পরিকল্পনা নিয়েছে। এছাড়া চার হাজারের বেশি স্লিপার নন এসি কোচ লাগানো হবে বলে খবর। গত জুলাই ও অক্টোবর মাসে ৩৭০টি ট্রেনে ৬০০ জিএস কোচ লাগানো হয়েছে। ট্রেনগুলিতে নতুন করে এই ১০ হাজার জিএস কোচ ও স্লিপার নন এসি কোচ লাগানো হলে দৈনিক আরও আট লক্ষ যাত্রী ট্রেনে যাতায়াত করতে পারবেন।

যদিও ভারতীয় রেলওয়ের এই কর্মযজ্ঞে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে পিছিয়ে নেই। তাঁরাও চলতি বছরের নভেম্বর মাসের মধ্যে ৩৭০টি নিয়মিত ট্রেনে ১ হাজারের বেশি জিএস (জেনারেল সিটিং) কোচ চালুর পরিকল্পনা নিয়েছে। পরিকল্পনা সম্পূর্ণ হলে প্রতিদিন এক লক্ষ অতিরিক্ত যাত্রী জিএস কোচে যাত্রা করতে পারবেন। ইতিমধ্যে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে তাঁদের ৩৬টি ট্রেনে ২৭৬টি জিএস কোচ যুক্ত করেছে। ২০২৪ সালের ডিসেম্বর মাসের মধ্যে তিনটি অতিরিক্ত ট্রেনে ১৬টি জিএস কোচ যুক্ত করার পরিকল্পনা আছে। এনএফ রেলওয়ের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক কপিঞ্জলকিশোর শর্মা বলেন, 'আমাদের বিভিন্ন ট্রেনে নতুন জিএস কোচ যুক্ত করা শুরু করেছি। কোচগুলি অত্যাধুনিকভাবে তৈরি করা হচ্ছে। কাজ সম্পূর্ণ হলে এতে ট্রেনে চলাচলকারী সাধারণ শ্রেণির যাত্রীদের খুব সুবিধা হবে। পাশাপাশি কোচগুলি অত্যাধুনিকভাবে তৈরি হওয়ার ফলে যাত্রীরা সুরক্ষিত থাকবেন।

রেল সূত্রে খবর, ভারতীয় পরিবহণ ব্যবস্থা মূলত ট্রেনের উপর নির্ভরশীল। কিন্তু আর্থিক সমস্যার কারণে যাত্রীদের সকলের শীতাতপনিয়ন্ত্রিত বা সংরক্ষিত কোচে যাতায়াত করা সম্ভব হয় না। এই অবস্থায় ট্রেনগুলিতে সাধারণ শ্রেণির কোচ তুলনামূলক অনেকটা কম থাকায় একটা বড় অংশের যাত্রী সাধারণ কামরায় গাদাগাদি করে যাতায়াত করেন। অনেকে বাধ্য হয়ে ট্রেনের সংরক্ষিত কামরায় বা শীতাতপনিয়ন্ত্রিত কামরাগুলিতে ভিড় জমান। সেই কামরাগুলির শৌচাগার ব্যবহার করেন। এতে তাঁদের পাশাপাশি শীতাতপনিয়ন্ত্রিত কোচের যাত্রীরা সমস্যায় পড়েন। অনেক দিন থেকে তাঁরা রেলের কাছে এই সমস্যার কথা জানিয়ে আসছেন। এদিকে, ট্রেনে যাতায়াতকারী যাত্রীদের মূল অংশ সাধারণত ট্রেনের নন এসি স্লিপার কোচে যাতায়াত করেন। অধিকাংশ সময়ে রিজার্ভেশন না পাওয়া যার অন্যতম কারণ। এইসব সমস্যা মেটাতে রেলের তরফে ট্রেনগুলিতে নতুন করে ১০ হাজার জিএস ও নন এসি স্লিপার কোচ লাগানোর পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে।

> আমাদের বিভিন্ন ট্রেনে নতুন জিএস কোচ যুক্ত করা শুরু করেছি। কোচগুলি অত্যাধুনিকভাবে তৈরি করা হচ্ছে। কাজ সম্পূর্ণ হলে এতে ট্রেনে চলাচলকারী সাধারণ শ্রেণির যাত্রীদের খুব সুবিধা হবে।
>
> **- কপিঞ্জলকিশোর শর্মা**
> *মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক, এনএফ রেলওয়ে*

ওয়েব সিরিজের সঙ্গে নৃশংসতার সাদৃশ্য

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ২২ নভেম্বর : পুষ্পা ছেত্রী খুনের ঘটনায় ওয়েব সিরিজ ভায়োলেন্সের ছায়া দেখছেন তদন্তকারীদের একাংশ। সম্প্রতি 'ব্যাড কপ' নামে একটি ওয়েব সিরিজের ক্রাইম সিনে গলা কাটার দৃশ্যে অভিনয় করতে গিয়ে রীতিমতো হাত কেঁপে উঠেছিল অনুরাগ কাশ্যপের। সেই দৃশ্য নিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় কম চর্চা হয়নি। পুষ্পা খুনে তেমন নৃশংসতা খুঁজে পাচ্ছেন তদন্তকারীরা। অভিষেক দোরজি ও রুস্তম বিশ্বকর্মাকে জেরা করে পুলিশ যা তথ্য পেয়েছে, তার ভিত্তিতে কর্তাদের প্রতিক্রিয়া, 'মেয়েটাকে নৃশংসভাবে খুন করা হয়।'

প্রাথমিকভাবে ধৃত দুজনকে জিজ্ঞাসাবাদ করে জানা গিয়েছে, ওই তরুণীকে প্রথমে গলা টিপে খুনের চেষ্টা করা হয়। তারপর মৃত্যু নিশ্চিত করতে কেটে দেওয়া হয় গলা। গলা কেটে খুনের দৃশ্য গ্যাংস অফ ওয়াসিপুর থেকে শুরু করে হালের একাধিক ওয়েব সিরিজে দেখানো হয়েছে। এমন সাদৃশ্য অবাক করছে তদন্তকারীদের। কারণ, এর আগে কোনও ধরনের অপরাধের সঙ্গে ধৃত দুজনের জড়িত থাকার বিষয় সামনে আসেনি।

এই ওয়েব সিরিজের একটি দৃশ্যের সঙ্গে পুষ্পা খুনের মিল পাচ্ছেন তদন্তকারীরা।

জিজ্ঞাসাবাদ পর্বে অভিষেক ও রুস্তম জানিয়েছে, গলা টিপে মারার পর মৃত্যু নিশ্চিত করতেই তাদের মধ্যে একজন ধারালো অস্ত্র চালিয়েছিল। দুজনের অবশ্য এতদিন ধারণা ছিল, গলা টেপার ফলে মৃত্যু হয়েছে পুষ্পার। যদিও ময়নাতদন্তের রিপোর্ট বলছে, গলা টেপার কারণে তরুণী অজ্ঞান হয়েছিলেন শুধুমাত্র। ওরা যদি গলায় অস্ত্র না চালাত, তাহলে হয়তো তিনি প্রাণ হারাতেন না।

প্রশ্ন উঠছে, এমন নৃশংসতা শিখলেন কোথায় দুই তরুণ? কারণ, প্রীতিকা প্রোটেলকে জিজ্ঞাসাবাদ করে পুলিশ জানতে পেরেছে, সে ও তার স্বামী অরুণ প্রোটেল শুধুমাত্র খুনের 'সুপারি' দিয়েছিল। খুন কীভাবে করতে হবে, তেমন কিছু বলে দেয়নি। যাবতীয় পরিকল্পনা করেছিল এই দুজন। প্রশ্ন, একজনের মৃত্যু নিশ্চিত করতে এমন ভাবনা অভিষেক এবং রুস্তমের মাথায় এল কীভাবে? এমনকি মারার পর 'কুকরি' চালানোর পরিকল্পনা ওরা আগে থেকেই করে রেখেছিল বলে জানা গিয়েছে।

সেব্যাপারে শুক্রবার কথা হচ্ছিল ঘটনার তদন্তের সঙ্গে যুক্ত এক পুলিশকর্তার সঙ্গে। বলছিলেন, 'ওয়েব সিরিজগুলোতে ভায়োলেন্স দৃশ্য অনেকটা এমনই দেখানো হয়। সেখানে কাউকে মেরে ফেলা জলভাত। এমনকি মেরে ফেলার পর গলা কাটার দৃশ্যও বহু ক্রাইম ওয়েব সিরিজে রয়েছে।'

তদন্তকারীদের ভাবনা আরও পোক্ত করছে, ধৃত তরুণদের অপরাধমূলক ওয়েব সিরিজ দেখার অভ্যাস। জানা গিয়েছে, নিয়মিত তারা সেসব দেখত। এই সূত্র ধরে চর্চায় এসেছে 'আই অ্যাম এ কিলার' নামে আরেকটি সিরিজ। কোন পরিস্থিতিতে খুনিরা কীভাবে খুন করেছে, সেব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে একাধিক সেশনে।

তবে কোনও দৃশ্য দেখে পরিকল্পনা করলেও দাগি অপরাধী না হলে ঘরে ঢুকে এভাবে খুন করে বেরিয়ে আসা মোটেই সহজ নয় বলে মনে করছেন অনেকে। প্রশ্ন আরও রয়েছে, শুধু কি টাকার জন্য খুন? নাকি আত্মীয়কে নৃশংসভাবে হত্যার পেছনে কাজ করেছে জমে থাকা ক্ষোভ? পুষ্পা এবং অভিষেক-রুস্তমের মধ্যে সম্পর্ক কেমন ছিল, সেটা জানার চেষ্টা চলছে। এপ্রসঙ্গে শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের ডিসিপি (ইস্ট) রাকেশ সিং বলছেন, 'টাকার জন্য খুনের বিষয়টি স্পষ্ট হয়েছে। তবে আরও কিছু রয়েছে কি না, সেটা তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।'

এদিন কমিশনারেটের ক্রাইম মিটিংয়ে ঘটনার তদন্তের সঙ্গে জড়িত এসওজি ও ভক্তিনগর থানা মিলিয়ে কুড়িজনকে সংবর্ধনা জানানো হয়।

উদ্বেগজনক

- বিভিন্ন ওয়েব সিরিজে নৃশংসভাবে গলা কেটে খুনের দৃশ্য
- অভিষেক ও রুস্তমের সিরিজ দেখার অভ্যেস ছিল
- এর আগে কোনও অপরাধের সঙ্গে এদের জড়িত থাকার অভিযোগ সামনে আসেনি
- গলা টেপার পর মৃত্যু নিশ্চিত করতে তারা কেটে দিয়েছিল পুষ্পার গলা
- শুধু কি টাকার জন্য খুন নাকি অন্য রহস্য, তা নিয়ে ধোঁয়াশা রয়েছে

শিলিগুড়িতে চক্রের হাতিয়ার 'বিস্কুট'

লোভের সুযোগ নিয়ে প্রতারণা

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ২২ নভেম্বর : ধরুন, আপনি শহর কিংবা শহর সংলগ্ন কোনও শপিং মলে গিয়েছেন। আচমকা এক তরুণ ছুটতে ছুটতে এসে দাঁড়াল সামনে। বিধ্বস্ত চেহারা। আপাতদৃষ্টিতে দেখে মনে হবে, সে কোনও বড় বিপদে পড়েছে। তারপর আপনার পরা গয়না দেখিয়ে সে বলতে শুরু করল, 'আমি নেপাল থেকে এসেছি। সর্বস্বান্ত হয়ে পড়েছি। সীমান্ত পেরিয়ে বাড়ি ফিরতে চাই। কিন্তু আমার আর্থিক পরিস্থিতি ভালো নয়। শুধু সোনার বিস্কুট রয়েছে হাতে। আপনি কিছু সোনা আমাকে দিন, বদলে এই বিস্কুট নিন। গয়না বিক্রি করা সহজ। যা টাকা আসবে, সেটা নিয়ে ফেরার চেষ্টা করব।'

কথা বলতে বলতেই মলের একপাশে নিয়ে গিয়ে সোনার বিস্কুটটি পকেট থেকে বের করে দেখাতেই চোখ চকচক করে উঠল আপনার। সেই চকচকে বস্তুটি অবশ্য আপনার জন্য পাতা ফাঁদ। প্রলোভনে সাড়া দিয়ে গায়ের গয়না খুলে দিয়ে ওই 'বিস্কুট' নিলেই বিপদ। পরে পরীক্ষা করলে দেখা যাবে, সেটা আদৌ সোনার নয়। তখন কপাল চাপড়েও লাভ নেই, প্রতারক ততক্ষণে হয়তো ধরাছোঁয়ার বাইরে।

শহর ও সংলগ্ন এলাকায় এমন একটি চক্র সক্রিয় হয়ে উঠেছে। অভিযুক্তরা মূলত ফাঁকা সময়কে বেছে নিচ্ছেন 'শিকার' ধরার জন্য। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে টার্গেট হচ্ছেন, পাহাড়ের মানুষ। কথার জালে জড়িয়ে ফাঁদে ফেলছেন মহিলাদের। শপিং মলগুলোকে কেন্দ্র করে কারবার চালানো চক্রের অস্তিত্ব পুলিশকর্তারা প্রকাশ্যে স্বীকার না করলেও শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশ গোপনে খোঁজখবর শুরু করে দিয়েছে বলে সূত্রের খবর। সম্প্রতি প্রতারকদের ব্যবহার করা নকল সোনার বিস্কুট হাতে এসেছে তাদের। যদিও শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের ডিসিপি (ওয়েস্ট) বিশ্বচাঁদ ঠাকুরের বক্তব্য, 'আমাদের কাছে এখনও পর্যন্ত এমন অভিযোগ আসেনি। সেরকম কিছু এলে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

এধরনের নকল সোনার বিস্কুটের প্রলোভন দেখাচ্ছে প্রতারকরা।

এর আগেও 'বিস্কুট'-কে হাতিয়ার করে বেআইনি কারবারের অভিযোগ সামনে এসেছে। রিকশাচালকদের একাংশকে দলে শামিল করত প্রতারকরা। সেখানেও মূলত বেছে নেওয়া হত পাহাড়ের বাসিন্দাদের। ওই রিকশাচালক 'শিকার'-কে নিয়ে মূল রাস্তা থেকে নেমে খালি গলিতে চলতে চলতে আচমকা নীচে পড়ে থাকা কোনও সামগ্রী দেখার ভান করে নেমে যেতেন। তারপর 'সোনার বিস্কুট'টি কুড়িয়ে নিয়ে যাত্রীকে প্রস্তাব দিতেন সেটা রেখে বদলে কিছু টাকা দিতে। লোভের বশে কয়েকশো থেকে কয়েক হাজার টাকা পর্যন্ত খুইয়েছেন অনেকে। মাসকয়েক আগে এমন অভিযোগ নিয়ে পাহাড়ের এক বাসিন্দা এসেছিলেন সেবক মোড় ট্রাফিক পুলিশদের কাছে।

সময় পালটেছে, বদলেছে প্রতারণার ধরন। চক্রটি ঘাঁটি গেড়েছে শপিং মলে। নজর রাখা হচ্ছে সবসময়। ভিড় হালকা হতেই শুরু হচ্ছে নাটক। যাঁর সাজসজ্জা বা পোশাকপরিচ্ছদ দেখে মনে হবে, আর্থিকভাবে যথেষ্ট সচ্ছল, তাঁদের সামনে গিয়ে প্রতারকদের একজন গল্প ফাঁদছেন। অভিযোগ, পাহাড়েরই কিছু তরুণ জড়িয়ে চক্রের সঙ্গে। তাই সচেতন হওয়াটা জরুরি। ভীষণভাবে।

জেলার খেলা

পরিষদের প্রিমিয়ার লিগ শুরু আজ

ম্যাচ পরিচালনায় শিলিগুড়ি রেফারি ও আম্পায়ার সংস্থা

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২২ নভেম্বর : মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের শিলিগুড়ি প্রিমিয়ার লিগ ফুটবল শনিবার কাঞ্চনজঙ্ঘা ক্রীড়াঙ্গনে শুরু হবে। পরিষদের কার্যনির্বাহী সভাপতি জয়ন্ত সাহা জানিয়েছেন, দুপুর দেড়টায় উদ্বোধনী ম্যাচে বিবেকানন্দ ক্লাব মুখোমুখি হবে নেতাজি সুভাষ স্পোর্টিং ক্লাবের। পরিষদের তরফে আগেই জানানো হয়েছিল প্রিমিয়ার লিগে অংশগ্রহণকারী ১০টি দলকে দুই গ্রুপে ভাগ করে প্রতিযোগিতা শুরু হবে। এরপর সেরা চার দলকে নিয়ে সুপার ফোর করে চ্যাম্পিয়ন বেছে নেওয়া হবে।

পরিষদের সচিব কুন্তল গোস্বামী বলেছেন, 'এবারও চ্যাম্পিয়ন দল পিসি মিত্তাল ট্রফি পাবে। রানার্সদের জন্য থাকছে নীতীশ তরফদার ট্রফি। ম্যাজিস্ট্রাল ফার্মা ট্রফি দেওয়া হবে ফেয়ার প্লে-র জন্য। এছাড়া প্রতিটি ম্যাচের সেরার জন্য থাকছে বাসন্তী দে সরকার ট্রফি।' ফুটবল সচিব সৌরভ ভট্টাচার্য বলেছেন, 'প্রিমিয়ার লিগে ম্যাচ পরিচালনার দায়িত্বে থাকছে শিলিগুড়ি রেফারি ও আম্পায়ার সংস্থা। অংশগ্রহণকারী ক্লাবগুলি ভালো রেফারিং নিশ্চিত করার জন্য সভায় বলেছিল। তাদের কথা অনুযায়ী প্রতিটি ম্যাচে উচ্চমানের রেফারি দেওয়ার শর্ত রাখা হয়েছে। অন্যথায় আমাদের বিকল্প ভাবতে হবে।'

একটা মহল থেকে অভিযোগ তোলা হচ্ছিল প্রথম ডিভিশনের পর দীর্ঘ বিরতিতে প্রিমিয়ার লিগ করতে গিয়ে ক্রীড়া পরিষদ অন্যতম আকর্ষণ নৈশ ফুটবলকে বাতিল করে দিচ্ছে। তাঁদের উদ্দেশে সৌরভের মন্তব্য, 'জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি মাসে নৈশ ফুটবল আয়োজনে সবরকম চেষ্টা করা হবে।'

সেমিতে বিএসএফ, রয়্যাল অ্যাকাডেমি

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২২ নভেম্বর : এইচবি বিদ্যাপীঠের পালিরাম আগরওয়াল মেমোরিয়াল আন্তঃস্কুল ছেলেদের ভলিবলে সেমিফাইনালে উঠল রয়্যাল অ্যাকাডেমি ও বিএসএফ কদমতলা। শুক্রবার বিএসএফ হারিয়েছে শ্রীকৃষ্ণ প্রণামী বিদ্যানিকেতন ও অলিভিয়া এনলাইটমেন্ট স্কুলকে। রয়্যাল জিতেছে মোদি পাবলিক স্কুল ও বিড়লা দিব্যজ্যোতির বিরুদ্ধে।

রাজ্য তাইকোন্ডো

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২২ নভেম্বর : শিলিগুড়ি পুরনিগমের সহযোগিতায় তাইকোন-ডো অ্যাসোসিয়েশন অফ বেঙ্গল আইআইটিএফ ইন্ডোর স্টেডিয়ামে শনি ও রবিবার পঞ্চম রাজ্য তাইকোন্ডো প্রতিযোগিতা আয়োজন করবে। অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি বিপ্লব লস্কর জানিয়েছেন, সকাল ১১টায় প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করবেন মেয়র গৌতম দেব। প্রতিযোগিতায় পুরুষ ও মহিলাদের জন্য ওজন এবং বয়স বিভাগ মিলিয়ে ৬০টি করে ক্যাটিগোরি রাখা হয়েছে।

জোড়া সোনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২২ নভেম্বর : কলকাতায় আয়োজিত ন্যাশনাল ওপেন ফুল কনট্যাক্ট কিয়োকুশিন ক্যারাটে চ্যাম্পিয়নশিপে শিলিগুড়ি মার্শাল আর্ট অ্যাসোসিয়েশনের শুভঙ্কর রায় জোড়া সোনা জিতেছেন। জোড়া সোনা এনেছেন প্রিয়লি রায়ও। জোড়া ব্রোঞ্জ পেয়েছেন প্রযুম্মিক সরকার ও ঋক রায়। তাঁদের সাফল্যে কোচ চঞ্চল সিংহ উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছেন।

দার্জিলিং মোড় সংলগ্ন এই জায়গা থেকে বাঁদিকে চলে গেল বাগডোগরার লাইন। সোজা গুলমা স্টেশন। -সূত্রধর

চাপ কমাতে ওয়াই-লেগ জংশন-এনজেপিতে

জোড়া বাইপাসে সায় রেল বোর্ডের

সানি সরকার

শিলিগুড়ি, ২২ নভেম্বর : '১৫-র প্রকল্প বাস্তবের মুখ দেখতে পারে '২৫-এ। রেল বোর্ডের সিদ্ধান্তে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভা সিলমোহর দিলেই চাপ কমবে নিউ জলপাইগুড়ি জংশন এবং শিলিগুড়ি জংশনের ওপর। অর্থাৎ ১০ বছরের ব্যবধানে তৈরি হবে দুটি 'ওয়াই-লেগ' বা বাইপাস। শিলিগুড়ি জংশনের ওপর চাপ কমাতে দার্জিলিং মোড়ে যেমন একটি ওয়াই-লেগ তৈরির সিদ্ধান্ত নিয়েছে রেল, তেমনই নিউ জলপাইগুড়ি এলাকায় তৈরি হবে আরও একটি বাইপাস। ফলে মাটিগাড়া-গুলমার মধ্যে যেমন সরাসরি ট্রেন চলবে, তেমনই শিলিগুড়ি টাউন স্টেশনের সঙ্গে আমবাড়ি-ফালাকাটা স্টেশনের দূরত্ব কমবে।

নিজস্ব জমি থাকায় এনজেপি বাইপাস নিয়ে তেমন সমস্যা না থাকলেও, দার্জিলিং মোড়ের ওয়াই-লেগের ক্ষেত্রে রেলকে নির্ভর করতে হবে রাজ্যের সহযোগিতার ওপর। উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের এক আধিকারিক বলছেন, 'দুটি প্রকল্পই রেলবোর্ড অনুমোদন দিয়েছে। জমি পাওয়ার ক্ষেত্রে রাজ্য সহযোগিতা করবে বলে আমরা আশাবাদী। দুটি ওয়াই-লেগ তৈরি হলে যাত্রীদের সময় অনেকটাই বাঁচবে। বাড়তি ট্রেন চালানোও সম্ভব হবে।'

দীর্ঘদিন ধরেই বাইপাসের দাবি জানিয়ে আসছিল শিলিগুড়ি-বাগডোগরা রেল উন্নয়ন ফোরাম। সংগঠনের সম্পাদক গোপাল দেবনাথ বলছেন, 'রেল বোর্ডের অনুমোদনের বিষয়টি আমরা জেনেছি। প্রকল্প দুটি বাস্তবের মুখ দেখলে প্রচুর মানুষ উপকৃত হবেন।'

এনজেপি এবং শিলিগুড়ি জংশনের ওপর চাপ কমাতে ২০১৫ সালে দুটি ওয়াই-লেগ তৈরির সিদ্ধান্ত নিয়ে রেল বোর্ডের কাছে প্রস্তাব পাঠিয়েছিল উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেল। কিন্তু মূলত দার্জিলিং মোড় সংলগ্ন এলাকায় জমিজটের কারণে তা বাস্তবের মুখ দেখেনি। একই কারণে ২০২২ সালেও ওই চেষ্টা মাঠে মারা পড়ে। কিন্তু ১০ বছরের পুরোনো প্রস্তাবেই গত বুধবার সিলমোহর দিয়েছে রেল বোর্ড। সিলমোহর দেওয়ার পাশাপাশি প্রকল্প দুটি অনুমোদনের জন্য কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভার কাছে পাঠানোর প্রস্তুতিও শুরু হয়েছে। কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভা অনুমোদন দিলে অর্থবরাদ্দও হবে। ফলে আগামী বছর বাইপাস তৈরির ব্যাপারে আশাবাদী উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের কর্তারা।

কিন্তু এবারও কি জমিজটে শিলিগুড়ি জংশনের বাইপাসের কাজ আটকে যাবে? রেল সূত্রে খবর, বালাসন থেকে সেবক সেনাছাউনি পর্যন্ত যে এলিভেটেড করিডরের কাজ চলছে, রাজ্যের সহযোগিতায় তাতে প্রচুর জমি পাওয়া গিয়েছে। বাইপাসটি তৈরির জন্য দার্জিলিং মোড় সংলগ্ন এলাকায় বাড়তি কিছু জমি লাগবে। তা পাওয়া অসম্ভব নয় বলে মনে করছেন রেল আধিকারিকরা। এনজেপির বাইপাস তৈরির ক্ষেত্রে অবশ্য রেলকে জমি সমস্যায় পড়তে হচ্ছে না।

কিন্তু হঠাৎ কুমেদপুরের মতো এখানেও কেন দুটি বাইপাস তৈরি করতে চাইছে রেল? রেল আধিকারিকদের বক্তব্য, আগামী বছরের ডিসেম্বরের মধ্যে সেবক-রংপো রেলপ্রকল্প চালুর লক্ষ্যমাত্রা রাখা হয়েছে। প্রকল্পটি চালুর পর বাড়তি কিছু ট্রেন চলবে। সেক্ষেত্রে প্রত্যেকটি ট্রেনকে শিলিগুড়ি জংশনে আনতে গেলে সমস্যার সৃষ্টি হবে। সময়ও নষ্ট হবে। একইরকমভাবে অত্যাধুনিক স্টেশন হিসেবে গড়ে উঠছে এনজেপি। এই রুটেও নতুন ট্রেন চালাতে হবে। ফলে কিছু ট্রেনকে যদি এনজেপি বাইপাস করে শিলিগুড়ি টাউন স্টেশন দিয়ে চালানো যায়, তবে অনেকাংশেই সমস্যা কাটিয়ে তোলা যাবে। রেল সূত্রে জানা গিয়েছে, কিছুদিন আগে রেল বোর্ডের একটি প্রতিনিধিদল জায়গা দুটি পরিদর্শন করে। তারা বৈঠক করে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের উচ্চপদস্থ আধিকারিকদের সঙ্গে। প্রতিনিধিদলের রিপোর্টের ভিত্তিতেই প্রকল্প দুটির অনুমোদন দেয় রেলবোর্ড।

রেলের ভাবনা

- এনজেপি বিশ্বমানের হলে চাপ বাড়বে ট্রেনের
- সেবক-রংপো ট্রেন চালু হলে গুরুত্ব বেড়ে যাবে জংশনের
- দুটি স্টেশনে চাপ বাড়লে কিছু ট্রেনকে বাইপাস করে চালানোর ভাবনা
- দার্জিলিং মোড় ও এনজেপিতে দুটি ওয়াই-লেগ বানাবে রেল
- রেলবোর্ডে ইতিমধ্যে অনুমোদন মিলেছে, এবার প্রস্তাব যাচ্ছে মন্ত্রীসভায়

এসপি'র সামনে পুলিশকে তোপ করিমের

ইসলামপুর, ২২ নভেম্বর : সরকারি অনুষ্ঠানের মঞ্চে বক্তব্য রাখতে গিয়ে পুলিশকে একহাত নিলেন ইসলামপুরের বিধায়ক আবদুল করিম চৌধুরী। তাৎপর্যপূর্ণ বিষয়, শুক্রবার ওই মঞ্চে ছিলেন রাজ্যের মন্ত্রী গোলাম রব্বানি, উত্তর দিনাজপুরের জেলা শাসক সুরেন্দ্রকুমার মিনা, ইসলামপুর পুলিশ জেলার পুলিশ সুপার জবি থমাস কে সহ অনেক আধিকারিক। শুক্রবার কোর্ট ময়দানে 'বাংলা মোদের গর্ব' অনুষ্ঠানে পুলিশ সুপারের সামনে পুলিশের বিরুদ্ধে করিমের একের পর এক বাক্যবাণে কার্যত অস্বস্তিতে পড়তে হল আধিকারিক এবং জনপ্রতিনিধিদের।

বক্তব্য রাখতে গিয়ে একটি খুনের মামলার উদাহরণ দেন করিম। তিনি বলেন, 'পুলিশ আটজনের মধ্যে দুজনকে আটকে বাকি ছয়জনকে ফাইনাল চার্জশিট দিয়ে খালাস করে দিয়েছে। খালাস করার অধিকার তো আদালতের। আপনারা (পুলিশ) চার্জশিট দিয়ে কাউকে বের করতে পারেন না।'

ওই মামলার এফআইআর প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'এফআইআরের মর্যাদা দিন। না হলে পশ্চিমবাংলায় এফআইআরের কোনও মূল্য থাকবে না। লোক ভাববে এফআইআর করে কী হবে? পুলিশ তো নিজের ইচ্ছেমতো কাজ করে!' তারপর পুলিশকে উদ্দেশ্য করে তাঁর মন্তব্য, 'ডোন্ট ডু ইট। এফআইআর থেকে নামগুলো সরাবেন না।'

করিমের মন্তব্য নিয়ে পুলিশ সুপারকে প্রশ্ন করা হয়। জবির সাবধানি প্রতিক্রিয়া, 'যেহেতু তিনি (করিম) একজন নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি, তাই তাঁর কোনও অভিযোগ থাকলে আমরা সেটা খতিয়ে দেখব।' অন্যদিকে, একটি সিনেমার সংলাপ উল্লেখ করে পুলিশের উদ্দেশে করিম এদিন বলেছেন, 'আপনারা এমন কিছু করবেন না যাতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম বদনাম হয়।' তাঁর এদিনের মন্তব্য ঘিরে এখন প্রশাসনিক মহলে চর্চা শুরু হয়েছে।

বাগডোগরায় রক্ষাকালী

বাগডোগরা, ২২ নভেম্বর : যাঁদের পক্ষে বালুরঘাটের বোল্লাকালী মন্দিরে গিয়ে পুজো দেওয়া সম্ভব হয় না, তাঁদের জন্য গোঁসাইপুর কমার্সিয়াল চেকপোস্টের কাছে লচকা নদীর সেতুর পাশে স্বপ্নেশ্বরী বোল্লা রক্ষাকালী মন্দির গড়ে তোলা হয়েছে। বালুরঘাটের বোল্লায় পুজোর দিন লক্ষাধিক ভক্তের সমাগম হয়। এখানে অত সংখ্যায় না হলেও লোকসমাগম নেহাত কম নয়। এবারে শুক্রবার পুজোর দিন হাজারখানেক মানুষ ভিড় জমালেন এই মন্দিরে। শিলিগুড়ি মহকুমার বিভিন্ন প্রান্তের মানুষ এদিন এখানে এসে পুজো দিলেন।

বোল্লা রক্ষাকালী মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা মৃদুল চক্রবর্তী বললেন, 'আমাদের আদিবাড়ি দক্ষিণ দিনাজপুরের বুনিয়াদপুরে। আমাদের বংশের অনেকেই বালুরঘাটের বোল্লাকালীপুজোর সঙ্গে জড়িত। ২০১০ সালে আমরা এই মন্দির তৈরির উদ্যোগ নিই। সহযোগিতা করেছিলেন পুলিশ অধিকারিক পূর্ণেন্দু কুণ্ডু।' তিনি আরও জানালেন, এখানে প্রতিবছর রাসপূর্ণিমার পরের শুক্রবার পুজো হয়। প্রথম বছর বলি দেওয়া হয়েছিল। তারপর এই মন্দিরের ট্রাস্টি বোর্ডের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বলি দেওয়া বন্ধ করা হয়।

যাত্রী আছে?? *রিকশার ফাঁক দিয়ে চালকের চোখ খোঁজে সওয়ারিকে। শুক্রবার শিলিগুড়িতে। -বিশ্বজিৎ কুণ্ডু*

নেশার টাকা সংগ্রহে চুরি, গ্রেপ্তার তিন

শিলিগুড়ি, ২২ নভেম্বর : তিনজনের কাছেই চুরি 'পেশা'। বহুদিন ধরে চুরি করে সংসার চালাত রোহিত কান্তি, মহম্মদ বিপুল এবং টিংকু ভুঁইয়া। এমনকি নেশার টাকা সংগ্রহ করতেও তারা চুরি করত। কিন্তু শেষরক্ষা হল না। গত ১৭ নভেম্বর নিউ জলপাইগুড়ি থানার (এনজেপি) সিপাহিপাড়ায় একটি বাড়িতে চুরির অভিযোগে বৃহস্পতিবার গভীর রাতে পুলিশের হাতে ধরা পড়ে তিনজন। শুক্রবার ধৃতদের জলপাইগুড়ি জেলা আদালতে তোলা হলে জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন বিচারক।

পুলিশ সূত্রে খবর, সিপাহিপাড়ার ওই বাড়িতে একাই থাকেন বছর ৬৫-র ঝর্ণা সরকার। গত রবিবার মেয়ের বাড়িতে গিয়েছিলেন তিনি। ফাঁকা বাড়ি। এই সুযোগে বাড়িতে ঢুকে সেলাই মেশিন, বাসনপত্র, সোনার গয়না এবং নগদ চুরি করে চম্পট দেয় তিনজন। পরেরদিন ঝর্ণার শিলিগুড়িনিবাসী ছেলে প্রসূন মজুমদার পুলিশে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন।

তদন্তে নেমে বৃহস্পতিবার রাতে ভোলা মোড় এবং জোরপাকুড়ি এলাকা থেকে তিনজনকে পাকড়াও করে পুলিশ। ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ করে পুলিশ জানতে পেরেছে, ঘটনায় আরও বেশ কয়েকজন জড়িত। পুলিশের দাবি, ধৃতদের থেকে বেশ কিছু চুরি যাওয়া সামগ্রী উদ্ধার হয়েছে। বাকি সামগ্রীর খোঁজ চলছে। পুলিশের দাবি, দামি বাসনপত্রগুলো ভেঙে বিক্রি করার চেষ্টা করেছিল ধৃতরা। চুরি যাওয়া একটি মিউজিক সিস্টেম, গয়না এবং নগদ এখনও উদ্ধার হয়নি। জানা যাচ্ছে, এর আগে শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনারেটের বিভিন্ন থানা এলাকায় বেশ কয়েকবার চুরির ঘটনায় নাম জড়িয়েছে ধৃতদের। পুলিশের মতে, ধৃতরা মাদকাসক্ত। গত এক মাসে এনজেপি থানা এলাকায় ১০-১২টি চুরি হয়েছে। সেই সমস্ত ঘটনায় ধৃত তিনজনের হাত রয়েছে কি না, জানার চেষ্টা করছে পুলিশ।

ইস্টার্ন বাইপাসে ট্রাফিক আইন ভেঙে ছুটছে গাড়ি

প্রিয়দর্শিনী বিশ্বাস

শিলিগুড়ি, ২২ নভেম্বর : ইস্টার্ন বাইপাসে এখন প্রাণ হাতে নিয়ে যাতায়াত করতে হয়। দুর্ঘটনা যেন নিত্যদিনের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। এমনকি মৃত্যু পর্যন্ত হয়েছে, এমন উদাহরণও মিলবে। এর কারণ কী? মূলত সচেতনতার অভাব এবং আইন না মানার প্রবণতাই বিপদ ডেকে আনছে।

ওই রাস্তায় দেখা গিয়েছে, হেলমেট ছাড়াই বাইক চালাচ্ছেন অনেকে। আইনকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে দ্রুতগতিতে ছুটছে বহু গাড়ি। বাইক চালাতে চালাতেই ফোনে কথা বলছেন অনেকে। অনেকে আবার ফোনে কথা বলতে এতটাই ব্যস্ত যে, হর্নের শব্দ কানে পৌঁছাচ্ছে না।

অভিযোগ, সব দেখেও যেন না-দেখা করে দিচ্ছে ট্রাফিক পুলিশ। শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনারেটের ডিসিপি ট্রাফিক বিশ্বজিৎ ঠাকুর অবশ্য বলেছেন, 'পুলিশের তরফে সবসময় সচেতনতামূলক কর্মসূচি নেওয়া হয়। সাধারণ মানুষকেও একটু সতর্ক হতে হবে।'

গত কয়েকমাসে ওই রাস্তায় দুর্ঘটনার সংখ্যা কম নয়। গত রবিবার বাণেশ্বর মোড়ে দুর্ঘটনা ঘটে। দুটি বাইক ক্ষতিগ্রস্ত হয়। মৃত্যু হয় একজনের। বাকিরা গুরুতর জখম হন। জানা গিয়েছে, ওই দুর্ঘটনায় বাইক আরোহীদের মাথায় হেলমেট ছিল না। শুধু ওই ঘটনাই নয়, গত এক মাসে বেশ কয়েকটি ছোটখাটো দুর্ঘটনা ঘটেছে ওই রাস্তায়। সম্প্রতি কানকাটা মোড়ে টোটোর সঙ্গে বাইকের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। সেক্ষেত্রে এক টোটোযাত্রী আহত হন। তালিকাটা লম্বা।

হেলমেটহীন বাইক আরোহীর হামেশা দেখা মেলে ইস্টার্ন বাইপাসে।

স্থানীয় বাসিন্দারাও জানাচ্ছেন তাঁদের অভিজ্ঞতার কথা। জলেশ্বরীর বাসিন্দা গোপাল দাস বলছিলেন, 'কিছুদিন আগে ওই রাস্তা দিয়ে ফিরছিলাম। সেই সময় একটা চার চাকার গাড়ি এমন বেপরোয়াভাবে ছুটে গেল, একটু হলেই চাপা পড়ে যেতাম।' আশিঘর মোড়ে দোকান রয়েছে জয়ন্ত পালের। তিনি বললেন, 'রোজ চোখের সামনে দেখি বিশ্রীভাবে গাড়ি চালাচ্ছে অনেকে। ট্রাফিক পুলিশ আটকায় না। আমরাও আর কিছু বলি না।'

স্থানীয়রা জানাচ্ছেন, রাত বাড়লে পরিস্থিতি আরও ভয়ংকর হয়ে ওঠে। দ্রুতগতির বাইকের দৌরাত্ম্য বাড়ে। বেপরোয়াভাবে চলাচল করে ট্রাকগুলি। নিত্যদিনের এই ছবিটা কবে পালটাবে? বিশ্বচাঁদের বক্তব্য, 'আমরা ট্রাফিক ইলুমিনেটর লাগানোর চেষ্টা করছি। গতিতে লাগাম টানতে স্পিড কন্ট্রোল ডিভাইস বসানো হবে।'

তারপরেও প্রশ্ন ওঠে, এতে কি দুর্ঘটনা এড়ানো যাবে? নিদেনপক্ষে সাধারণ মানুষকে আইন মানতে বাধ্য করা যাবে? ট্রাফিক পুলিশের ভূমিকা নিয়ে যে প্রশ্ন উঠছে, সেক্ষেত্রে কোনও পদক্ষেপ করা হবে? আপাতত প্রশ্নগুলির কোনও জবাব মেলেনি।

টুকরো খবর

দিনে চুরি

শিলিগুড়ি, ২২ নভেম্বর : মাটিগাড়া ব্লকের চাঁদমুনি ভাটা লেনে শুক্রবার বাবলি দেবনাথ নামে এক মহিলার বাড়িতে চুরি হয়। তিনি জানান, সকাল এগারোটা নাগাদ তিনি কাজে গেলে এবং তাঁর দুই মেয়ে স্কুলে গেলে সেই সুযোগে চুরি হয় তাঁর বাড়িতে। বাড়ির জানলা ভাঙা দেখে প্রতিবেশীরা খবর দিলে তিনি বাড়ি এসে দেখেন নগদ অর্থ, সোনার অলংকার ও বেশ কিছু জিনিস চুরি হয়েছে। মাটিগাড়া থানায় তিনি অভিযোগ জানিয়েছেন।

প্রতিবাদ সভা

খড়িবাড়ি, ২২ নভেম্বর : সংযুক্ত কিষান মোর্চা শুক্রবার খড়িবাড়ির কদমতলা মোড়ে পথসভা অনুষ্ঠিত করে কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে জনবিরোধী ও কর্পোরেট তোষণ নীতির প্রতিবাদ করে। ২৬ নভেম্বর দেশজুড়ে শ্রমিক-কৃষকের যৌথ প্রতিবাদ কর্মসূচির প্রচারের অঙ্গ হিসাবে শিলিগুড়িতেও মিছিল ও এয়ারভিউ মোড়ে পথসভা হয়। পথসভায় ভাষণ দেন কৃষক সংগঠনের জেলা সম্পাদক ঝরেন রায়, সিটু'র রাজ্য কমিটির সদস্য গৌতম ঘোষ, সারা ভারত কিষান মহাসভার রাজ্য সম্পাদক বাসুদেব বসু প্রমুখ।

রসুন উদ্ধার

ফাঁসিদেওয়া, ২২ নভেম্বর : কোনও বৈধ নথি না থাকায় ফাঁসিদেওয়া ব্লকের ঘোষপুকুর মোড়ে ২০ কুইন্টাল রসুন বাজেয়াপ্ত করে পুলিশ। গাড়িতে ওই রসুন নিয়ে যাওয়ার সময় পুলিশ একজনকে গ্রেপ্তারও করে। এই রসুন বিদেশ থেকে আনা হয়েছে বলে পুলিশের অনুমান। ধৃত সুজিত ঘোষ নকশালবাড়ির বাসিন্দা। পুলিশ লরিটি আটক করে থানায় নিয়ে যায়। জিজ্ঞাসাবাদে গাড়িচালক জানায়, নেপাল সীমান্তের পানিট্যাঙ্কি থেকে উত্তর দিনাজপুরের সোনাপুরে বিক্রির উদ্দেশ্যে রসুন নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। শিলিগুড়ি মহকুমা আদালত অবশ্য শুক্রবারই ধৃতের জামিনের আবেদন মঞ্জুর করে।

রাস্তা সংস্কার

খড়িবাড়ি, ২২ নভেম্বর : দীর্ঘদিনের দাবি মেনে খড়িবাড়ি বুড়াগঞ্জ গ্রাম পঞ্চায়েতের জোরপাকুড়ি এলাকায় রাস্তা সংস্কার শুরু করল শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদ। শুক্রবার ১.৫ কিলোমিটার পাকা রাস্তার শিলান্যাস করেন পরিষদের বন ও ভূমি কর্মাধ্যক্ষ কিশোরীমোহন সিংহ। আদিবাসী উন্নয়ন দপ্তর রাস্তাটির জন্য ১৯ লক্ষ ৭৯ হাজার টাকা বরাদ্দ করেছে। কিশোরীমোহন জানান, বাদলভিটা মোড় থেকে রাস্তাটি সংস্কার ও পুনর্নির্মাণ করা হবে। ছিলেন খড়িবাড়ি পঞ্চায়েত সমিতির সদস্যা সুষমা মার্ডি, প্রদীপ মিশ্র প্রমুখ।

দুর্ঘটনায় মৃত্যু

ইসলামপুর, ২২ নভেম্বর : ম্যাক্রো ফোটোগ্রাফিতে অল্প সময়েই সুনাম কুড়িয়েছিলেন ইসলামপুর আশ্রমপাড়ার বাসিন্দা সাগর দাস (২৯)। অসমের তেজপুরের এক চা ফ্যাক্টরিতে কর্মরত ছিলেন। বৃহস্পতিবার সেখানে রাস্তা পার হওয়ার সময় পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয় তাঁর।

প্রেম ও ফ্রেম।। চেন্নাইয়ের মেরিনা বিচে ছবিটি তুলেছেন আলিপুরদুয়ারের তন্ময় দেব।

পাঠকের লেন্সে 8597258697 picforubs@gmail.com

শিশুকন্যাকে ধর্ষণ, গ্রেপ্তার নাবালক

শিলিগুড়ি, ২২ নভেম্বর : ধর্ষণের ঘটনা যেন থামছেই না। এবার ধর্ষণের শিকার চার বছরের শিশুকন্যা। ন্যক্কারজনক ঘটনাটি ঘটেছে শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনারেটের ভক্তিনগর থানা এলাকায়। তাৎপর্যপূর্ণ বিষয়, এক্ষেত্রে অভিযোগের আঙুল ১৪ বছরের এক নাবালকের দিকে। শিশুটি শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। জানা যাচ্ছে, তার অবস্থা আশঙ্কাজনক।

জানা গিয়েছে, ওই শিশুর বাড়ির পাশেই একটি বাড়িতে ভাড়া থাকত নাবালকের পরিবার। পুলিশ জানিয়েছে, শুক্রবার 'খেলার ছলে' ওই নাবালক শিশুকন্যাটিকে নিজের ঘরে নিয়ে যায়। সেখানেই 'কুকীর্তি' করে বলে অভিযোগ। ঘটনাটি প্রথম টের পান অপর এক ভাড়াটিয়া। বিষয়টি জানাজানি হতেই এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে।

এরপর খবর পেয়ে সেখানে গিয়ে ওই নাবালককে গ্রেপ্তার করে থানায় নিয়ে যায় পুলিশ। শনিবার জলপাইগুড়ি জুভেনাইল আদালতে অভিযুক্ত নাবালককে তোলা হবে বলে পুলিশ সূত্রে খবর। শিশুকন্যার বাবা বলেছেন, 'এমন একটা ঘটনা ঘটে গেল, যা নিয়ে কিছুই বলার নেই। পুলিশকে বলেছি আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নিতে।'

উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ

বিদ্যুৎ অপচয়ে উদাসীন কর্তৃপক্ষ

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ২২ নভেম্বর : মুখ্যমন্ত্রী সরকারি দপ্তরে বিদ্যুতের অপচয় কমাতে বলেছেন। অথচ উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে মাসে মাসে বিদ্যুৎ বিলের অঙ্ক বাড়ছে। দেওয়ালে ঝুলছে বিদ্যুৎ অপচয় না করার বার্তা। সেসব তোয়াক্কা না করেই বিভিন্ন করিডর, আধিকারিকদের অফিসে দিনেও আলো জ্বলছে, অপ্রয়োজনে ঘুরছে পাখা। অনেক সময় কলেজ ও হাসপাতাল চত্বরের পথবাতিও দুপুর পর্যন্ত জ্বলে থাকছে। এভাবে লাফিয়ে লাফিয়ে বিদ্যুৎ খরচ বাড়লেও দেখার কেউ নেই। কলেজ ও হাসপাতালের ঢিলেঢালা প্রশাসনিক ব্যবস্থার জেরে এই পরিণতি হচ্ছে বলে অভিযোগ উঠছে। কলেজের অধ্যক্ষ ডাঃ ইন্দ্রজিৎ সাহা বলছেন, 'নতুন নতুন মেশিনপত্র বসছে, তাই বিদ্যুৎ বিল বাড়ছে। বিদ্যুতের অপচয় কোথায় হচ্ছে, সেটা দেখা হবে।'

সরকারি সমস্ত দপ্তরে বিদ্যুৎ সাশ্রয় করতে সচেতনতামূলক পোস্টার লাগিয়েছে পূর্ত দপ্তর। উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজেও এমন পোস্টার নজরে আসছে। অথচ তাতে কারও ভ্রূক্ষেপ নেই। পোস্টারের সামনেই শুক্রবার দুপুরে ফাঁকা করিডর এবং বারান্দায় আলো জ্বলতে দেখা গেল। ঘুরছিল পাখাও। চিকিৎসকদের অনেকেই বলছেন, এটা একটা উদাহরণ মাত্র। প্রতিটি বিভাগেই এক চিত্র। সকাল ন'টায় এসে বিভাগের কর্মী সমস্ত আলো, পাখা চালিয়ে দিচ্ছেন। সব ঘরের বাতানুকূল যন্ত্রও চালিয়ে দেওয়া হচ্ছে। যাতে বিভাগীয় প্রধান সহ অন্য অধ্যাপক চিকিৎসকরা অফিসে পৌঁছানোর আগেই সব ঘর বসার জন্য আরামদায়ক হয়ে যায়। এমনকি যেসব ঘরে বাতানুকূল যন্ত্র চালানো হচ্ছে, সেখানে বৈদ্যুতিক পাখাও একইসঙ্গে চালিয়ে রাখা হচ্ছে।

বিদ্যুৎ অপচয়। পাশেই সাঁটানো পোস্টার।

এদিন একটি বিভাগে এভাবে ফাঁকা ঘরে আলো, পাখা, বাতানুকূল যন্ত্র চলতে দেখে বিভাগের কর্মীর কাছে কারণ জানতে চাইলে তিনি বললেন, 'স্যররা আসার আগে ঘর ঠান্ডা না হলে আমাকে বকবেন। তাই সকালে এসেই সমস্ত সুইচ অন করে দিয়েছি।' বিভাগের আলো, পাখা কতক্ষণ করে চলে? ওই কর্মীর জবাব, 'বিকেলে বিভাগ বন্ধ করার সময় ভিতরে এবং বাইরের সমস্ত আলো জ্বালিয়ে দেওয়া হয়। পরদিন ন'টা, সাড়ে ন'টায় আমি এসে সেই আলোগুলি নিভিয়ে দিই। সব বিভাগে তো এই নিয়মই রয়েছে।' অর্থাৎ গোটা মেডিকেলজুড়ে সকাল হয়ে যাওয়ার পরেও প্রচুর বৈদ্যুতিক বাতি দুপুর পর্যন্ত জ্বলে থাকছে।

সূত্রের খবর, মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল মিলিয়ে বর্তমানে প্রতি মাসে গড়ে ৭০ লক্ষ টাকা বিদ্যুৎ বিল মেটাতে হচ্ছে। এর মধ্যে হাসপাতালে গড়ে ৪০ লক্ষ টাকা এবং কলেজের দিকে ৩০-৩২ লক্ষ টাকা বিল আসছে, যা নিয়ে চিকিৎসক থেকে আধিকারিক মহলে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। দু'বছর আগেও এই বিদ্যুৎ বিলের পরিমাণ মাসে ৬০ লক্ষ টাকার কাছাকাছি ছিল। কিন্তু আচমকা বিদ্যুৎ বিল এতটা কীভাবে বাড়ছে সেই প্রশ্ন তুলছেন চিকিৎসকরা।

হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের দাবি, এমআরআই, সিটি স্ক্যান, ডিজিটাল এক্স-রে সহ উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন প্রচুর মেশিনপত্র রয়েছে। সমস্ত বিভাগেই বাতানুকূল যন্ত্র, রেফ্রিজারেটরও বাড়ছে। ফলে বিদ্যুৎ বিল বাড়বেই।

বালি-পাথর তোলার বৈধ নথির আর্জি

বাগডোগরা, ২২ নভেম্বর : নদী থেকে বালি-পাথর তুলতে দেওয়ার দাবিতে বৃহস্পতিবার মাটিগাড়ায় বিডিও অফিসের সামনে বিক্ষোভ দেখিয়েছিলেন বহু বাসিন্দা। বৈধ নথি না থাকায় কোনও গাড়ি তাঁদের সংগ্রহ করা বালি-পাথর নিতে চাইছে না। এবার বৈধ নথি প্রদান করার আর্জি জানিয়ে বিডিওর দ্বারস্থ হলেন বাসিন্দারা।

শুক্রবার অফিসে গিয়ে বিডিও বিশ্বজিৎ দাসকে এই মর্মে স্মারকলিপি দিয়েছেন পাঁচকেলগুড়ি, গোয়ালজোত, নিমাইজোত, বানিয়াখাড়ি, বালাসন কলোনি, শিসাবাড়ি, মাউরিয়াবস্তি, ডুমরিগুড়িছাট, ধিমাল সহ বেশ কয়েকটি গ্রামের বাসিন্দা।

এ বিষয়ে বিডিওর মন্তব্য, 'নদীঘাট লিজ দেওয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট বিভাগ প্রক্রিয়া শুরু করেছে। এজন্য দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের ছাড়পত্র দরকার। আশা করছি দেড়-দুই মাসের মধ্যে ছাড়পত্র পাওয়া যাবে।'

স্থানীয়দের মধ্যে বিষ্ণু রায়, করুণা বর্মন, রিংকু রায় একসুরে বলেন, 'আমরা বালাসন সংলগ্ন গ্রামগুলিতে দীর্ঘদিন ধরে বসবাস করছি। আমাদের মূল জীবিকা নদীর বালি-পাথর সংগ্রহ করা। আমাদের কাছে কোনও নথি নেই। ফলে রোজগার না থাকায় প্রায় অনাহারে দিন কাটছে। এই সমস্যার দ্রুত সমাধান হোক।'

অন্যদিকে, এদিনই মাটিগাড়া পঞ্চায়েত সমিতির সহকারী সভাপতি ভোলা ঘোষ জেলা শাসককে চিঠি দিয়েছেন। চিঠিতে তিনি উল্লেখ করেছেন, বালাসন থেকে বালি-পাথর উত্তোলনের জন্য লিজ দেওয়া হয়নি। এর ফলে বহু মানুষ কর্মহীন। চিঠিতে তাঁর আর্জি, পরিস্থিতি বিবেচনা করে দ্রুত লিজ দেওয়ার ব্যবস্থা করা গেলে বাসিন্দাদের আর্থিক সংকট দূর হবে।

নারী নিগ্রহ, চুপ পুলিশ

শিলিগুড়ি, ২২ নভেম্বর : বানারহাটের এক বাসিন্দার বিরুদ্ধে শারীরিক, মানসিক নির্যাতনের অভিযোগ বানারহাট ব্লকের এক চা বাগানের মহিলার। অভিযুক্ত জয়চাঁদ আগরওয়াল এলাকায় প্রভাবশালী তাই তাঁর বিরুদ্ধে পুলিশ কোনও পদক্ষেপ করেনি বলে ক্ষোভ প্রকাশ করলেন তিনি। ভয়ে তিনি নিজের এলাকায় কিছু না বলে শিলিগুড়িতে এসে শুক্রবার তাঁর সমস্যার কথা জানান সাংবাদিকদের।

জয়চাঁদ বানারহাটের বাসিন্দা। তিনি অবশ্য টেলিফোনে সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেন। তাঁর বক্তব্য, মিথ্যা অভিযোগে ফাঁসানো হয়েছে তাঁকে। মহিলাটি জানিয়েছেন, প্রায় ১৪ বছর ধরে নির্যাতনের শিকার হয়েছেন তিনি। বিন্নাগুড়িতে গত ৫ অক্টোবর সেই অভিযোগ জানিয়েছিলেন মহিলাটি। পুলিশ কোনও পদক্ষেপ না করায় ২২ অক্টোবর নালিশ জানান জলপাইগুড়ির পুলিশ সুপারকে। জেলা শাসকের কাছেও তার আগে অভিযোগ করেছিলেন।

লোগো বানিয়ে বিতর্কে পঞ্চায়েত

শুভজিৎ চৌধুরী

ইসলামপুর, ২২ নভেম্বর : পাড়ার ক্লাব কিংবা বিভিন্ন সংগঠনকে নিজস্ব লোগো বানিয়ে তা ব্যবহার করতে দেখা যায়। কিন্তু কোনও সরকারি দপ্তর চাইলেই কি নিজের মতো করে লোগো বানিয়ে তা ব্যবহার করতে পারে? ইসলামপুর গ্রাম পঞ্চায়েতে গেলে এমনই ছবি ধরা পড়ছে। আর এ নিয়ে শুরু হয়েছে বিতর্ক।

আইনত এটা করা যায়? ব্লক প্রশাসনের দাবি, একেবারেই নয়। যদিও ব্লক প্রশাসনের দাবিকে নস্যাৎ করে গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধানের যুক্তি, পঞ্চায়েত বোর্ডে সকলের সম্মতি সাপেক্ষে সিদ্ধান্ত নিয়েই ওই লোগো বানানো হয়েছে। নিজস্ব লোগো ব্যবহার করা বা না করার ব্যাপারে পঞ্চায়েত আইনে কিছু লেখা নেই।

প্রশ্ন উঠছে, যেখানে সরকারের নিজস্ব 'বিশ্ব বাংলা' লোগো রয়েছে, সেখানে নতুন করে লোগো বানানোর কি আদৌ কোনও প্রয়োজন ছিল? এ প্রসঙ্গে প্রধান অসীমা পালের যুক্তি, 'পঞ্চায়েতের নিজস্ব পরিচয়ের জন্য ওই লোগো বানানো হয়েছে। রাজ্যে বিভিন্ন পঞ্চায়েত এমনকি খোদ ইসলামপুর পুরসভার নিজস্ব লোগো রয়েছে।'

তাঁর কথা থেকেই আরেকটি প্রশ্ন উঠছে, ভবিষ্যতে যিনি এই পঞ্চায়েতের প্রধান হবেন, তাঁর যদি এই লোগো পছন্দ না হয় তাহলে তিনিও নিজের মর্জিমাফিক বোর্ডে সিদ্ধান্ত নিয়ে আরেকটি লোগো তৈরি করিয়ে নেবেন। সরকারি দপ্তরে এমন খামখেয়ালিপনা যথেষ্ট দৃষ্টিকটু বলে মনে করছে বিভিন্ন মহল।

ইসলামপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের দপ্তরের ভেতরে রাখা একটি বোর্ডে বিগত এবং বর্তমান প্রধানের নামের যে তালিকা রয়েছে, সেই বোর্ডে সরকারি লোগোর পরিবর্তে নিজস্ব লোগো সেঁটে দেওয়া হয়েছে। লোগোর মাঝখানে দেখা যাচ্ছে ইসলামপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের নাম সংক্ষিপ্তভাবে লেখা- আইজিপি। ঠিক তার নীচে 'সত্যমেব জয়তে' লেখা রয়েছে। পাশাপাশি পঞ্চায়েতের বিভিন্ন কর্মসূচির ব্যানার, পোস্টার এবং বিজ্ঞপ্তিতেও এই লোগো ব্যবহার করতে দেখা গিয়েছে।

প্রধান অসীমার দাবি, 'পঞ্চায়েত আইনে লোগো বানানো অথবা না বানানো নিয়ে কিছু লেখা নেই। নিজস্ব পঞ্চায়েতের পরিচিতির জন্যই আমরা এই লোগো বানিয়েছি। যেহেতু এতদিন আমাদের গ্রাম পঞ্চায়েতের নিজস্ব কোনও লোগো ছিল না, তাই আমরা এই উদ্যোগ নিই।'

এদিকে ইসলামপুরের বিডিও দীপান্বিতা বর্মনের বক্তব্য, 'যেহেতু সরকারিভাবে একটি লোগো রয়েছে, তাই নিজস্ব লোগো ব্যবহার করা উচিত নয়। যদি কেউ এমনটা করে থাকে, তাহলে বিষয়টি খতিয়ে দেখা হবে।'

ইসলামপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের এই লোগো ঘিরেই বিতর্ক।

> পঞ্চায়েতের নিজস্ব পরিচয়ের জন্য ওই লোগো বানানো হয়েছে। রাজ্যে বিভিন্ন পঞ্চায়েত এমনকি খোদ ইসলামপুর পুরসভার নিজস্ব লোগো রয়েছে। পঞ্চায়েত আইনে লোগো বানানো অথবা না বানানো নিয়ে কিছু লেখা নেই।
>
> **-অসীমা পাল** *প্রধান ইসলামপুর গ্রাম পঞ্চায়েত*

> যেহেতু সরকারিভাবে একটি লোগো রয়েছে, তাই নিজস্ব লোগো ব্যবহার করা উচিত নয়। যদি কেউ এমনটা করে থাকে, তাহলে বিষয়টি খতিয়ে দেখা হবে।
>
> **-দীপান্বিতা বর্মন** *বিডিও, ইসলামপুর*

মাদক রোধে থানায় নালিশ

শিলিগুড়ি, ২২ নভেম্বর : মাদকের কারবার ঠেকানোর দাবিতে এনজেপি থানায় স্মারকলিপি দিয়েছেন শান্তিপাড়ার বাসিন্দারা। মাদক কারবারি এবং সেবনকারীদের স্বর্গরাজ্যে পরিণত হয়েছে ফুলবাড়ি ১ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের শান্তিপাড়া। এতে অতিষ্ঠ এলাকার বাসিন্দারা বহুবার প্রশাসনকে নালিশ জানিয়েছেন। কিন্তু সমস্যার সমাধান না হওয়ায় গণস্বাক্ষর সংগ্রহ করে বৃহস্পতিবার রাতে থানায় গিয়েছিলেন তাঁরা।

শান্তিপাড়া

এনজেপি থানার বক্তব্য, লাগাতার অভিযান চলছে। অভিযোগটি খতিয়ে দেখা হবে। ফুলবাড়ি ১ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের বিজেপি সদস্য দীপালি রায় বলেন, 'এলাকাকে আমরা নেশামুক্ত করতে চাই। এলাকার তরুণরা ঘরের জিনিসপত্র বিক্রি করে মাদক সেবন করছে। আমরা কঠোর পদক্ষেপ করার দাবি জানাই।' শান্তিপাড়ার বাসিন্দা রুমা দাস জানালেন, তিনি নিজের ছেলেকে এগারো মাস নেশামুক্তিকেন্দ্রে রেখেছিলেন। তাতেও লাভ হয়নি। আরেক স্থানীয় বাসিন্দা প্রভাস মণ্ডল বলেন, 'মাদক সেবনে এলাকার যুবসমাজ নষ্ট হচ্ছে।'

বিচার চেয়ে বিক্ষোভ

শিলিগুড়ি, ২২ নভেম্বর : রাজাহাউলিতে এক ব্যক্তিকে পিটিয়ে খুনের ঘটনায় প্রত্যেক অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার ও উপযুক্ত বিচারের দাবিতে শুক্রবার মৃতের পরিজন ও এলাকার শতাধিক বাসিন্দা এনজেপি থানা ঘেরাও করে বিক্ষোভ দেখালেন। পুলিশের বিরুদ্ধে তদন্তে গাফিলতির অভিযোগ তুলে স্লোগান দিতে থাকেন তাঁরা। বিক্ষোভের খবর আগে থেকে থাকায় থানা চত্বরে বিশাল পুলিশবাহিনী মোতায়েন করা হয়েছিল। মৃতের আত্মীয় আঞ্জুমা বেগমের অভিযোগ, 'যারা এখনও গ্রেপ্তার হয়নি, তারা এবং অন্যরা মিলে আমাদের হুমকি দিচ্ছে। পুলিশ ঠিকমতো তদন্ত করছে না।' ১ নভেম্বর এনজেপির রাজাহাউলিতে জুয়ার আসরে গণ্ডগোলকে কেন্দ্র করে খুন হন ৬৫ বছরের মহম্মদ জহুরি। মহম্মদ আলাউদ্দিন, মহম্মদ সালাউদ্দিন সহ দশজনের বিরুদ্ধে জহুরিকে পিটিয়ে খুনের অভিযোগ ওঠে। এরপর এদের নামে অভিযোগ দায়ের করে জহুরির পরিবার।

বিষয়টি নিয়ে শিলিগুড়ি কমিশনারেটের এক আধিকারিক জানিয়েছেন, পুলিশ ঘটনার তদন্ত করছে। তিনজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। খুন এবং পরবর্তীতে এলাকায় হওয়া গণ্ডগোলের ঘটনায় ২৫-এরও বেশি ব্যক্তির নামে অভিযোগ জমা পড়েছে। এদিন দীর্ঘক্ষণ বিক্ষোভ দেখানোর পাশাপাশি থানায় একটি স্মারকলিপি জমা দেন বিক্ষোভকারীরা।

দুটি ঘটনায় এনজেপি থানার ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন

মিঠুন ভট্টাচার্য

শিলিগুড়ি, ২২ নভেম্বর : সম্প্রতি নিউ জলপাইগুড়ি থানা এলাকায় ঘটে যাওয়া দুটি ঘটনায় পুলিশের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে।

গত বুধবার রাতে ইভটিজিংয়ের প্রতিবাদ করতে গিয়ে বেধড়ক মার খেতে হয় শিলিগুড়ির এক আইনজীবী চঞ্চল দাশগুপ্তকে। তাঁকে এমনভাবে মারা হয় যে তাঁর কান দিয়ে রক্ত বের হতে থাকে। সেই রাতে এনজেপি থানার দ্বারস্থ হন তিনি। কিন্তু পুলিশ অভিযোগ জমা নেয়নি বলে জানা যায়। এরপর শুক্রবার সকালে তিনি মেয়র গৌতম দেবের কাছে যান। মেয়রের হস্তক্ষেপে শেষমেশ এদিন সন্ধ্যায় পুলিশ অভিযোগ জমা নেয়।

বুধবার রাত আটটা নাগাদ রেল হাসপাতাল মোড় থেকে অম্বিকানগরের দিকে যাচ্ছিলেন দুই তরুণী। সেই সময় কয়েকজন তাঁদের উত্ত্যক্ত করে। অম্বিকানগর আন্ডারপাস দিয়ে যাওয়ার সময় দুই তরুণীর গায়ে জল ছিটিয়ে দেয় ওই ব্যক্তিরা। দুজনে আতঙ্কিত হয়ে পড়েন।

ঠিক সেইসময় আন্ডারপাস দিয়ে বাড়ি ফিরছিলেন হরিপুরের বাসিন্দা চঞ্চল। তিনি বিষয়টির প্রতিবাদ করেন। ধমক দিয়ে ওই ব্যক্তিদের সেখান থেকে সরিয়ে দেন। এতে রেগে গিয়ে চঞ্চলের পিছু ধাওয়া করে তারা। হরিপুরের কাছে পৌঁছাতেই একটি ফাঁকা জায়গায় চঞ্চলকে আক্রমণ করে তারা।

চঞ্চল এদিন বলেছেন, 'কান নিয়ে সমস্যায় রয়েছি। চিকিৎসা চলছে। পুলিশ সেদিন কেন অভিযোগ নেয়নি বলতে পারব না।' এ প্রসঙ্গে স্থানীয় এক ব্যক্তির বক্তব্য, 'থানায় গেলে পুলিশ এলাকা থেকে সিসিটিভি ফুটেজ সংগ্রহ করে নিয়ে আসার কথা বলেছে।' তিনি প্রশ্ন তুলেছেন, এটা কি সাধারণ মানুষ কিংবা আক্রান্তের কাজ?

ঘটনায় স্তম্ভিত শিলিগুড়ি বার অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক অলোক ধারা। তিনি বলেন, 'শহরে আইনশৃঙ্খলা বলে কিছু নেই। ইভটিজিংয়ের প্রতিবাদ করতে গিয়ে আইনজীবীকে মার খেতে হয়েছে। সেই অভিযোগ নেয়নি পুলিশ। এর থেকে নিন্দাজনক ঘটনা আর কিছু হতে পারে না।'

পড়ে রয়েছে বিশ্বজিৎ। উপার্জন বন্ধ। সংসার চলবে কী করে জানি না।'

ওই ঘটনার প্রতিবাদে ১৯ নভেম্বর তিনবাত্তি মোড় ব্যবসায়ী সমিতির তরফে থানায় স্মারকলিপি জমা দেওয়া হয়। সেই ঘটনায় এনজেপি থানার পুলিশ ভুল স্বীকার করেছে বলে ব্যবসায়ী সমিতি সূত্রে খবর। যদিও এই ঘটনায় আক্রান্ত তরুণের পরিবারের তরফে পুলিশে কোনও অভিযোগ জানানো হয়নি।

আকাশের বক্তব্য, 'মানুষ আক্রান্ত হয়ে পুলিশের কাছে যায়।

ঘটনা-১

- ইভটিজিংয়ের প্রতিবাদ করতে গিয়ে বেধড়ক মার খান এক আইনজীবী
- এনজেপি থানার দ্বারস্থ হলেও পুলিশ অভিযোগ জমা নেয়নি
- শেষমেশ মেয়রের হস্তক্ষেপে অভিযোগ জমা নেয় পুলিশ

ঘটনা-২

- অনেক রাত হয়ে গেলেও অনুষ্ঠান বন্ধ করেননি আয়োজকরা
- অভিযোগ আসতেই অনুষ্ঠান বন্ধ করতে যায় পুলিশ
- সেখানে স্থানীয় এক ব্যক্তিকে 'বিনা কারণে' মারধর করে পুলিশ

কয়েকদিন আগে তিনবাত্তি মোড় এলাকায় রাতে একটি গানের অনুষ্ঠান চলছিল। রাত অনেকটা বেশি হলেও অনুষ্ঠান বন্ধ করেননি আয়োজকরা। এরপর আশপাশ থেকে অভিযোগ যায় এনজেপি থানায়। অনুষ্ঠান বন্ধ করতে যায় পুলিশ। সেইসময় নিজের বাড়ির পাশে রাস্তায় দাঁড়িয়েছিলেন বিশ্বজিৎ চক্রবর্তী। তাঁকে মারধর করে পুলিশ। এমনটাই অভিযোগ তাঁর দাদা আকাশ চক্রবর্তীর। তিনি বলেন, 'বিনা কারণে ভাইকে মেরেছে পুলিশ। হাত ভেঙে বিছানায় সেই পুলিশই যদি আক্রমণ করে, তাহলে মনে থাকাই স্বাভাবিক। আমরা খুব সাধারণ পরিবারের মানুষ। বুঝতে পারছি না কী করব।'

ঘটনা দুটির কথা নাকি পুলিশের ওপরমহল জানেই না, এমনটাই বক্তব্য শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনারেটের ডিসিপি (ইস্ট) রাকেশ সিংয়ের। তিনি বলেন, 'এমনটা তো হওয়ার কথা নয়। থানায় অভিযোগ আসলে সেটা নিতেই হবে। কেন এমনটা হয়েছে খোঁজ নিয়ে দেখছি।'

পথচলতিদের ভয়ের কারণ দশাসই ষাঁড়

মাম্পি চৌধুরী

শিলিগুড়ি, ২২ নভেম্বর : শিলিগুড়ি শহর এবং শহরতলিতে প্রত্যেকদিন রাস্তায় তেনাদের দেখা মেলে। যত্রতত্র মর্জিমাফিক ঘুরে বেড়ায় দশাসই চেহারার ষাঁড়। তাদের ভয়ে আতঙ্কিত পথচলতি মানুষ। অথচ নজর নেই প্রশাসনের।

ষাঁড়ের আক্রমণে প্রাণ হারানো কিংবা আহত হওয়ার ঘটনা শিলিগুড়িতে নতুন নয়। বর্তমানে শিলিগুড়ির বিভিন্ন বাজারে বেড়েছে ষাঁড়ের আনাগোনা। গেটবাজারে আসা হেমলতা বিশ্বাস বলছিলেন, 'দিন ১৫ আগে বাজার করতে এসে ষাঁড়ের ধাক্কায় কোমরে চোট পাই। দীর্ঘদিন ধরে এখানে বাজার করতে আসি। বর্তমানে ষাঁড় এত বেড়ে গিয়েছে, বাজারে আসা কমিয়ে দিয়েছি।'

গেট বাজারের সবজি ব্যবসায়ী রমেশ সাহা বলছিলেন, 'বাজারে ষাঁড়ের সংখ্যা সত্যিই বেড়েছে। তবে তার কারণ জানা নেই।' একই কথা বললেন আরেক ব্যবসায়ী সুভাষ দাস। মূলত খাবারের খোঁজে ষাঁড়গুলি বাজারে ঘুরেফিরে আসে। শিলিগুড়ি উড়ালপুলের নীচে সবজি বাজারেও এখন একই ছবি দেখা যাচ্ছে।

শিলিগুড়িতে ২৪ ও ২৯ নম্বর ওয়ার্ডে রাস্তায় ঘুরে বেড়াচ্ছে ষাঁড়। - সংবাদচিত্র

বৃহস্পতিবার সকালে ফুলবাড়ি-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের ভালোবাসা মোড় এলাকায় ব্যাংকে যাওয়ার পথে ষাঁড়ের গুঁতোয় গুরুতর আহত হন মনোতোষ বর্মন। সেদিনই ওই একই জায়গায় দুপুরে ষাঁড়ের আক্রমণে আহত হন চা ব্যবসায়ী বাবলু ঝা।

উল্লেখ্য, কয়েকমাস আগে বাঘা যতীন পার্কের কাছে এক ব্যক্তিকে ষাঁড় আক্রমণ করে। হাসপাতালে ভর্তি করা হলেও সেই ব্যক্তিকে আর বাঁচানো সম্ভব হয়নি। এর আগে ২০২২ সালে খালপাড়া ফাঁড়ির সামনে ষাঁড়ের ধাক্কায় আহত হয়ে প্রাণ হারান এক ব্যক্তি।

শিলিগুড়ি গোশালার সদস্য শিবচন্দ্র রায় বলেন, 'আমাদের কাছে যত গোরু, ষাঁড় রয়েছে সবটাই নথিভুক্ত। রাস্তায় ঘুরে বেড়ানো ষাঁড়গুলি গ্রামাঞ্চল থেকে ছেড়ে দেওয়া হয়।'

এই বিষয়ে শিলিগুড়ি পুরনিগমের ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার বলেন, 'মালবাজারের একটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের সঙ্গে কথা হয়েছে। তিন-চার মাস আগে শিলিগুড়ি থেকে ৫-৬টি ষাঁড় পাঠানো হয়েছে সেখানে। মাঝে পুজোর জন্য কিছুদিন বন্ধ ছিল। কয়েকদিনের মধ্যেই ষাঁড়দের পাঠানোর ব্যবস্থা করা হবে।'

শহরের বিভিন্ন ওয়ার্ডে দেখা যাচ্ছে, বাসিন্দাদের ফেলে দেওয়া সবজির খোসা, খাবার ইত্যাদি খেতে ভিড় জমায় ষাঁড়ের দল। রঞ্জন এই প্রসঙ্গে বলেছেন, 'বাসিন্দাদের সচেতন হতে হবে। যেখানে-সেখানে সবজির খোসা ফেলা বন্ধ করা উচিত।'

> মালবাজারের একটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের সঙ্গে কথা হয়েছে। তিন-চার মাস আগে শিলিগুড়ি থেকে ৫-৬টি ষাঁড় পাঠানো হয়েছে সেখানে। মাঝে পুজোর জন্য কিছুদিন বন্ধ ছিল। কয়েকদিনের মধ্যেই ষাঁড়দের পাঠানোর ব্যবস্থা করা হবে।
>
> **-রঞ্জন সরকার,** *ডেপুটি মেয়র*

শনিবার, ৭ অগ্রহায়ণ ১৪৩১, ২৩ নভেম্বর ২০২৪

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

■ ৪৫ বর্ষ ■ ১৮৪ সংখ্যা

আদানি রহস্য

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একটি আদালতের ভারতীয় শিল্পপতি গৌতম আদানি এবং তাঁর ভাইপো সাগর আদানির বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি নিয়ে এখন প্রবল হইচই। অভিযোগ, একটি সৌরবিদ্যুৎ প্রকল্পের বরাত পাওয়ার জন্য এ দেশের কেন্দ্রীয় সরকারের আধিকারিকদের ২ হাজার কোটি টাকারও বেশি অঙ্কের ঘুষ দেওয়ার প্রস্তাব দিয়েছিল আদানির সংস্থা। তার জন্য আমেরিকার ঋণদাতা এবং লগ্নিকারীদের কাছ থেকে মোটা অঙ্কের অর্থ ঘরে তুলেছিল এই গোষ্ঠী।

দুটি মামলায় অভিযুক্ত আদানিরা। প্রথমটি ঘুষ ও আর্থিক প্রতারণার অভিযোগ। দ্বিতীয়টি ফেডারাল সিকিউরিটি আইন লঙ্ঘনের মামলা। আদানিরা পত্রপাঠ যাবতীয় অভিযোগ খারিজ করে দিলেও এই প্রথম কোনও ভারতীয় সংস্থাকে ফরেন কোরাপ্ট প্র্যাকটিসেস আইনে আমেরিকার কাঠগড়ায় দাঁড় করানো হয়েছে। যা বিদেশের মাটিতে ভারতের সম্মানহানির শামিল।

ঘটনাটি আবার ভারতের মাটিতে বিজেপি এবং খোদ প্রধানমন্ত্রীর চরম অস্বস্তির লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি ইতিমধ্যে আদানিকে সামনে রেখে সরাসরি বিদ্ধ করেছেন নরেন্দ্র মোদিকে। দুজনের ঘনিষ্ঠতা নিয়ে তিনি বরাবরই ভিন্ন ইঙ্গিত করে থাকেন। লোকসভার অন্দরে, নির্বাচনি প্রচারে কিংবা সাংবাদিক বৈঠকে, সর্বত্র মোদি-আদানি আঁতাতকে চাঁচাছোলা ভাষায় আক্রমণ করেন তিনি। এবার তিনি গৌতম আদানিকে গ্রেপ্তারের দাবি তুলেছেন।

যদিও আদানিকে কেন্দ্রীয় সরকার কিছুতেই গ্রেপ্তার করতে পারবে না বলেও মন্তব্য করেছেন তিনি। তাঁর মতে, প্রধানমন্ত্রী স্বয়ং আদানিকে রক্ষা করছেন। রাহুলের রণংদেহী আক্রমণের মুখে পালটা রে রে করে উঠেছেন বিজেপির সম্বিত পাত্র, অমিত মালব্যরা। গৌতম আদানি দুর্নীতিগ্রস্ত শিল্পপতি হলে তাঁর কাছে কংগ্রেস শাসিত রাজ্য সরকারগুলি কেনও বিনিয়োগ চাইতে যায়, সেই প্রশ্ন তুলেছে বিজেপি।

অন্যদিকে, আদানির বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি হওয়ায় ভারতের শেয়ারবাজারে তাঁর গোষ্ঠীর সংস্থাগুলির শেয়ারদর হু হু করে পড়ে যাওয়ায় লগ্নিকারীদের ক্ষতির জন্যও কংগ্রেসকে দায়ী করেছে বিজেপি। তবে মোদি-আদানির ঘনিষ্ঠতা নিয়ে রাহুলের তোলা প্রশ্নগুলি নিয়ে বিজেপি টুঁ শব্দ করেনি। দোষী সাব্যস্ত না হওয়া পর্যন্ত কাউকে অপরাধী বলা যায় না বলে নীতিবাক্য আওড়াচ্ছেন গেরুয়া শিবিরের নেতারা।

আদানির বিবৃতি সেই একইসুরে বাঁধা। ভারতের শেয়ারবাজারে কারচুপির অভিযোগ বা মার্কিন আদালতে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারির জন্য আদানি গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে ভারতে তদন্ত করার ইঙ্গিত এখনও পর্যন্ত নেই। বিজেপিও এ ব্যাপারে নীরব। যাঁর জন্য বিদেশের মাটিতে দেশের মান-সম্মান ভূলুণ্ঠিত হল, তাঁকে তদন্তের বাইরে রাখায় সন্দেহ ঘনীভূত হচ্ছে সন্দেহ নেই।

কেনিয়া সরকার ইতিমধ্যে আদানির সঙ্গে চুক্তি বাতিল করেছে। এতেও দেশের সম্মান নষ্ট হয়েছে। কিছুদিন আগে হিন্ডেনবার্গ রিপোর্টে আদানিকে কাঠগড়ায় তোলা হয়েছিল। সেবি প্রধান মাধবী পুরী বুচের সঙ্গে আদানির সম্পর্ক নিয়েও হইচই চলছে। কিন্তু সেখানে স্বার্থের সংঘাত কেমন, কোন উদ্দেশ্য কাজ করছে, সেসব নিয়ে চুপ শাসকদলের নেতারা।

একজন শিল্পপতির হাতে দেশের সিংহভাগ বন্দর, বিমানবন্দরের পাশাপাশি পরিকাঠামো বিকাশের প্রায় সমস্ত ক্ষেত্র তুলে দেওয়া হচ্ছে। এতে তাঁর একচেটিয়া আধিপত্য বেড়ে চললেও কোনও প্রশ্ন তুলতে দেওয়া হচ্ছে না। অথচ মোদি জমানায় আদানির যে বাড়বাড়ন্ত নিছক কাকতালীয় বলে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। ভারতে এর আগে কখনও কোনও শিল্পপতিকে কেন্দ্র করে এত বিতর্কের ঝড় ওঠেনি। দেশের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে কোনও শিল্পপতির ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক এত প্রশ্নবাণে বিদ্ধ হয়নি কখনও।

ঠাকুরঘরে কে ঢুকেছে সেটা জানতে চাওয়ার আগে আমি কলা খাইনি গোছের সাফাই দেওয়া চলছে। তাতে সত্যিটা চিরকাল ধামাচাপা দিয়ে রাখা সম্ভব নয়।

অমৃতধারা

যজ্ঞ, দান এবং তপস্যা কখনোই পরিত্যাগ করা উচিত নয়, এগুলি বরাবর চালু রাখা উচিত। বাস্তবিকপক্ষে যজ্ঞ, দান এবং তপস্যা এগুলি এমনকি বিশিষ্ট মুনিঋষিদেরকেও পর্যন্ত পবিত্র করায়। তাই এইসব আলোচনা থেকে আমরা সহজেই উপলব্ধি করতে পারি যে, তপস্যা মানব মাত্রেরই অবশ্য করণীয়। তবে তপস্যা সম্বন্ধে বহু কথা বলা যেতে পারে। তপস্যা সম্বন্ধে কারও কারও ক্ষেত্রে ভ্রম ধারণা জাত হতে পারে। কেউ এরূপ মনে করতে পারে যে, গৃহ ত্যাগ করে বনে গিয়ে বায়ু আহার, জলাহার করে কিংবা অগ্নির মধ্যে প্রবেশ করে তপস্যা করতে হয়। অবশ্য সেরকম তপস্যা আছে। তা হচ্ছে কঠিন তপস্যা। কিন্তু এক্ষেত্রে সাধারণ মানুষের জন্য যে তপস্যার কথা বলা হয়েছে, তা হচ্ছে সহজ ও সরল তপস্যা।

-**ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ**

পদ্মের নাম বদলের রাজনীতিতে হিন্দুত্ববাদ

অসমের করিমগঞ্জ জেলা ও শহরের নাম পালটে দিল রাজ্য সরকার। নানা ছুতোয় বিজেপি এটা অভ্যাস করে ফেলেছে।

রূপায়ণ ভট্টাচার্য

নামে কী এসে যায়? নাম বদলে কি কিছু এসে যায়? একেবারে না। গোলাপকে যে নামে ডাকো, সে তো গোলাপই। কবে শেক্সপিয়রের রোমিও-জুলিয়েট জানিয়ে দিয়েছে আমাদের।

অথচ আমরা একের পর এক নাম বদলে দিতে থাকি হাতে ক্ষমতা থাকলেই।

দু'দিন আগে বরাক উপত্যকার বড় জেলা করিমগঞ্জের নাম পালটে করে দেওয়া হল শ্রীভূমি। খবরটা শুনে মুহূর্তে পরপর কয়েকটা শহরের নাম ভেসে উঠল মনের অভিধানে। ঔরঙ্গাবাদ, ফৈজাবাদ, মুঘলসরাই, আহমেদনগর, ওসমানাবাদ, মুস্তাফাবাদ, হোসাঙ্গাবাদ, এলাহাবাদ। সব শহরের নামে খেয়াল করে দেখুন ইসলামের ছোঁয়া। সবই পালটে ফেলেছে উত্তরপ্রদেশ ও মহারাষ্ট্রের বিজেপি সরকার।

প্রশ্ন উঠবে, বেছে বেছে এই নামগুলোই কেন মুছে দেওয়া? কেনই বা সব নতুন নামে হিন্দুত্বের গন্ধ? ঔরঙ্গাবাদ হয়ে গিয়েছে ছত্রপতি সম্ভাজিনগর। ওসমানাবাদ হল ধারাশিব। হোসাঙ্গাবাদ নাম বদলে নর্মদাপুরম। ফৈজাবাদ এখন অযোধ্যা ক্যান্টনমেন্ট। আহমেদনগর হয়ে গেল অহল্যানগর। মুস্তাফাবাদ যেভাবে সরস্বতীনগর। মুঘলসরাই ৬ বছর আগে হয়ে গিয়েছে পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়। এলাহাবাদ যেমন প্রয়াগরাজ। পোর্ট ব্লেয়ার পালটে হল শ্রী বিজয়পুরম।

নাম বদলের খেলায় দক্ষিণ ভারতের রাজ্যগুলো অতীতে টেক্কা দিত অন্যদের। এখন বিজেপির কল্যাণে অন্য রাজ্যও দেখছে নামবদলের হিড়িক। আগ্রার অদূরে ফিরোজাবাদ বদলে গেল চন্দ্রনগরে। ফিরোজ শাহ ছিলেন আকবরের মন্ত্রী, তিনি এসে ওখানে ছিলেন বলে তাঁর নামে নাম। তাঁকে মুছে বহু বহু যুগ আগের এক রাজা চন্দ্র সেনের নামে হয়ে গেল শহর।

বিজেপির হাস্যকর যুক্তি, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী চিহ্ন মোছার জন্য নাম বদল। তা হলে বেছে বেছে মুসলিম নামগুলোই পালটে ফেলা কেন? কেনই বা অমুসলিম নাম রাখতে যাওয়া? জনসংঘ পালটে তৈরি হওয়া বিজেপি মজা পেয়েছে যেন। রাজধানীতেই বহু পরিচিত বাবর লেন, তুঘলক লেন পালটে ফেলার দাবি উঠেছে। ফিরোজ শা কোটলার প্রাচীন ইতিহাস মুছে করা হল অরুণ জেটলি স্টেডিয়াম।

বরাক উপত্যকার বাঙালি অধ্যুষিত জেলা করিমগঞ্জের নাম বদল আরও তাৎপর্যের একটাই কারণে। মঞ্চে বলা না হলেও পরে জানা গেল, করিমগঞ্জ শহরের নামও পালটে গিয়েছে। নাম বদলের ক্ষেত্রে এখানে রবীন্দ্রনাথকে টেনে আনা হয়েছে অশ্বত্থামা হত ইতি গজ স্টাইলে।

অসম এখন চলে হিমন্ত বিশ্বশর্মার কথায়। রাজ্যে এখনও তিনিই মোদি, তিনিই যোগী। মুখ্যমন্ত্রী যুক্তি দিয়েছেন, ১৯১৯ সালে করিমগঞ্জ হয়ে সিলেট যাওয়ার সময় কোনও অটোগ্রাফে এই অঞ্চলের প্রশংসায় শ্রীভূমি শব্দটি ব্যবহার করেন রবীন্দ্রনাথ। সে কারণেই করিমগঞ্জ হচ্ছে শ্রীভূমি। মাথায় রাখা ভালো, শ্রীভূমি শব্দটা রবীন্দ্রনাথের কোনও কবিতার লাইনে ছিল না। তিনি এটা করিমগঞ্জে বসেও লেখেননি।

করিমগঞ্জে কি নাম বদলের দাবিতে মিছিলের পর মিছিল হয়েছিল? বরাক উপত্যকার চেনা সাংবাদিকদের কাছে শুনলাম, তেমন বড় প্রতিবাদ হয়নি। বিজেপির এক মাঝারি নেতা বছর পাঁচেক আগে এই কথাটা বলছিলেন। আরএসএস প্রচারকরা করিমগঞ্জের বদলে শ্রীভূমি ব্যবহার করতেন অনেকদিন। শেষ সেনসাস বলে করিমগঞ্জ জেলায় ৫৪.৩৬ শতাংশ মুসলিম, হিন্দু ৪৪.৪৮ শতাংশ। প্রবল মুসলিমবিরোধী হিমন্ত তাই নাম বদল দ্রুত করে ফেললেন সংখ্যালঘুদের চাপে রাখতে।

অথচ শিলচরের বাঙালিরা বহু বছর শিলচর স্টেশনের নাম ভাষা আন্দোলনের শহিদদের নামে করার কথা বলছেন। তাতে

রবীন্দ্রনাথ সত্যিই কি করিমগঞ্জকে শ্রীভূমি বলেছিলেন? বরাক উপত্যকার রবীন্দ্র অনুরাগীরা বলছেন, একেবারেই না। তখন জায়গাটার নাম ছিল সুরমা ভ্যালি ডিভিশন। সুরমা মেল ট্রেনে যেতে যেতে সুরমা ভ্যালির সৌন্দর্য দেখে মুগ্ধ রবীন্দ্রনাথ ওই শব্দটি ব্যবহার করেন। বাংলা থেকে সিলেট ও কাছাড়কে বের করে অসমে মেলানোকে মানতে পারেননি কবি। মনঃকষ্টই বেরিয়ে এসেছিল ওই ছোট্ট কবিতায়।

কর্ণপাত করেননি হিমন্ত। করিমগঞ্জ হয়েছিল ১৮৮৪ সালে। স্থানীয় এক জমিদার মুহম্মদ করিম চৌধুরীর নামে। ১৪০ বছর পরে সেই স্মৃতি একেবারে মুছে দেওয়া হল।

আরও একটা বড় প্রশ্ন উঠেছে রবীন্দ্রনাথকে অস্ত্র করে নাম বদলের রাজনীতি উসকে দেওয়ার ব্যাপারে। রবীন্দ্রনাথ সত্যিই কি করিমগঞ্জকে শ্রীভূমি বলেছিলেন? বরাক উপত্যকার রবীন্দ্র অনুরাগীরা বলছেন, একেবারেই না। তখন জায়গাটার নাম ছিল সুরমা ভ্যালি ডিভিশন। সুরমা মেল ট্রেনে যেতে যেতে সুরমা ভ্যালির সৌন্দর্য দেখে মুগ্ধ রবীন্দ্রনাথ ওই শব্দটি ব্যবহার করেন। বাংলা থেকে সিলেট ও কাছাড়কে বের করে অসমে মেলানোর ঘটনা মানতে পারেননি কবি। মনঃকষ্টই বেরিয়ে এসেছিল ওই ছোট্ট কবিতায়।

কবির সংবর্ধনার জন্য করিমগঞ্জ স্টেশনে বাড়তি ২২ মিনিট দাঁড়িয়েছিল ট্রেন। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে করিমগঞ্জের যোগসূত্র এটুকুই। রবীন্দ্রনাথ বরং সেই সফরে রাত কাটিয়েছিলেন কুলাউড়া স্টেশনে, এখন যা বাংলাদেশে।

বরাক উপত্যকার বাঙালিরা একশো বছর ধরে ওই শ্রীভূমি শব্দটা ব্যবহার করতেন গর্বভরে। এখন সেই শ্রীভূমি শব্দ শুধু করিমগঞ্জের সঙ্গে মিশে যাওয়ায় শিলচর বা হাইলাকান্দির বাঙালিদের গর্ব করার কিছু থাকল না। তাঁরা এক ইতিহাসের অঙ্গ হওয়ার গর্ব থেকে বঞ্চিত হলেন। তাতে কী? বিশ্বশর্মার তো চাই ভোট। নাম বদলে হিন্দুরা খুশি, মুসলিমরা অখুশি। বরাক উপত্যকায় গত ভোটে ভালো হয়নি বিজেপির ফল। এবার কেন্দ্র এমনভাবে করা হয়েছে, যাতে হিন্দু ভোট এককাট্টা হয়।

শিলচর স্টেশনের নাম বদলে ভাষা শহীদ স্টেশন করার দাবিতে বহুবার বহু মানুষ রাস্তায় নেমেছেন। প্রস্তাব মেনে নিয়েছে কেন্দ্র। অসম সরকারই সেটা বদলাতে চায়নি। বিজেপির নাম বদলের রাজনীতি এখন স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। যোগীর প্রদেশে যে সব চেনা শহরের নাম বদলের প্রস্তাব এসেছে, তা শুনলে স্পষ্ট হবে হিন্দুত্বকরণের চেষ্টা কত সক্রিয়। এখনও নাম বদল চূড়ান্ত হয়নি, তবে হতে কতক্ষণ?

বর্তমান নাম ও প্রস্তাবিত নামগুলো পাশাপাশি রাখলে বোঝা যায়, বিজেপির নাম বদলের সমীকরণটা ঠিক কী। আলিগড়, হরিগড়। আগ্রা অগস্ত্যনগর। আজমগড় আর্যগড়। আকবরপুর মহারাণা প্রতাপপুর। গাজিপুর বিশ্বামিত্রনগর। হাথরস মহামায়ানগর। কানপুর কানাইয়াপুর। বুলন্দশর, বজরংবালিপুর। গাজিপুর বিশ্বামিত্রনগর। লখনউ লখনপুর বা লখনপুরী। মোরাদাবাদ মাধবনগর। মুজাফফরনগর লক্ষ্মীনগর। জৌনপুর জীবনপুর।

এভাবে এত নাম বদলে ঠিক কী লাভ? সমস্ত বদল ভোটকে ভেবেই। পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে বাংলা নামটা আটকে রেখেছে কেন্দ্র। কেরলম চেয়েছে কেরল, আটকে আছে সেটাও। তবে নাম বদলের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বিপজ্জনক হল ইতিহাস নিঃসংকোচে বদলে দেওয়া। উত্তরপ্রদেশে যা ব্যাপক হারে চলেছে।

রবীন্দ্রনাথের শ্রীভূমি শব্দটাকে অস্ত্র করে করিমগঞ্জকে মুছে ফেলা আর একটা গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণ হয়ে থাকল। হিমন্ত হেমন্তে বার্তা দিয়েছেন, এই তো সবে শুরু...।

আজ

১৯৩৭

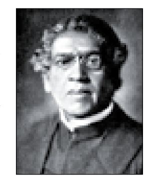

আজকের দিনে প্রয়াত হন বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্র বসু।

১৯৩০

কিংবদন্তি গায়িকা গীতা দত্তের জন্ম আজকের দিনে।

আলোচিত

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভার কমানো, বিকল্প খোঁজা- এসব হয় না। তাঁর বিকল্প আসবে না। যাঁরা স্বার্থান্বেষী, তাঁরা পরিকল্পনা করে এসব করছেন। দলের প্রথম দিন থেকে যাঁরা আছেন, তাঁরা এসব ভাবতেও যাবেন না।

- শোভন চট্টোপাধ্যায়

ভাইরাল/১

দোকানে আইসক্রিম কিনতে গিয়েছিলেন একজন। দেখেন, এক তরুণ প্যাকেজিংয়ের সময় আইসক্রিমের কাঠিগুলি চেটেপুটে প্যাকেটে ভরছেন। সেই ঘটনার ভিডিও করেন ওই ক্রেতা। যা ভাইরাল সোশ্যাল মিডিয়ায়। প্রশাসন দোকানের রেজিস্ট্রেশন বাতিল করেছে।

ভাইরাল/২

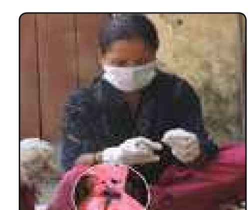

সিগারেট খেয়ে তার ফিল্টারটি ফেলে দেওয়া হয়। কিন্তু জানেন কি, সেটাও কাজে লাগে। নয়ডার এক তরুণ সিগারেটের পরিত্যক্ত ফিল্টারগুলি রিসাইকেল করে টেডি বিয়ার বানিয়ে অবাক করেছেন। সেগুলি বানানোর ভিডিও ঝড় তুলেছে সমাজমাধ্যমে।

উত্তরের পাঁচালি

গানের সুরে

স্বপ্না উপাধ্যায়।

স্বপ্না উপাধ্যায়। ইসলামপুরের সাংস্কৃতিক জগতে খুবই পরিচিত মুখ। বর্ষীয়ান এই শিল্পীর জন্ম দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার গঙ্গারামপুরে। পরবর্তীতে বাবার চাকরি সূত্রে ইসলামপুরে চলে আসেন। গানের প্রতি স্বপ্নার আগ্রহ দেখে গানের শিক্ষাগুরু রথীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী তাঁকে গান শেখাতে উদ্যোগী হন। মধ্যবিত্ত পরিবারে সেসময় সাংস্কৃতিক পরিবেশ ছিল না বললেই চলে। মেয়ের গান গাওয়াটা বাবার পছন্দ ছিল না। কিন্তু স্বপ্না কোনওমতেই থামতে চাননি। নয় বছর বয়সে এলাকার এক গানের স্কুল থেকে এই শিল্পে কিছুটা দখল আসার পর আর ফিরে তাকাতে হয়নি। এরপর থেকে গান গেয়ে শ্রোতাদের সমানে মুগ্ধ করা। একের পর এক পুরস্কারপ্রাপ্তি। সে সবের মধ্যে শিলিগুড়ি রোটারি ক্লাব কর্তৃক উত্তরণ সম্মান, পর্যাস পত্রিকা সম্মান, মায়া মঙ্গল স্মৃতি সম্মান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সদা মিতভাষী এই শিল্পী নির্দিষ্ট কোনও গানের মধ্যে নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখেননি। সব ধরনের গানই তিনি গেয়ে থাকেন। দুঃস্থ ঘরের ছেলেমেয়েরা যাতে ভালোভাবে গান গাইতে পারে সেজন্য তিনি সদাই সচেষ্ট।

–পম্পা দাস

নাচের ছন্দে

স্বাতী মুখোপাধ্যায়। নকশালবাড়ি নন্দপ্রসাদ উচ্চমাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষিকা। পড়াতে ভালোবাসেন। আর ধ্যানজ্ঞান বলতে শিক্ষার্থীদের মানসিক চাপ ও উদ্বেগ কমিয়ে তাদের মূল লক্ষ্যে চালিত করা, এছাড়া দুঃস্থ শিক্ষার্থীদের সাংস্কৃতিক মানোন্নয়নে সহায়তা করা। নাচতেও খুব ভালোবাসেন। মায়ের কাছেই প্রথম নাচ শেখা। রবীন্দ্রনৃত্যে পারদর্শিতার পাশাপাশি ভরতনাট্যম, লোকনৃত্য ও সৃজনশীল নৃত্যে সড়োগড়ো। স্কুলের ছাত্রীদের মন ও শরীর ভালো রাখতে তাদের নিয়মিতভাবে নৃত্যের প্রশিক্ষণ দিয়ে চলেছেন। নিজস্ব একটি প্রতিষ্ঠান আছে। যেসব শিশু নাচ ভালোবাসে কিন্তু অর্থাভাবে তা শিখতে পারে না, পোশাক ও গয়না জোগাড় করতে পারে না, তাদের সাহায্য করে পথ চলার দিশা দেখায় স্বাতীর প্রতিষ্ঠান। স্বাতী সম্প্রতি অ্যাসোসিয়েশন অফ লিবারেল লার্নিং অ্যান্ড রিসার্চ থেকে 'রাষ্ট্রীয় শিক্ষা সম্মান' পেয়েছেন। স্বাতী এভাবেই পথ চলতে চান।

– শুভজিৎ বোস

'উত্তরের পাঁচালি' বিভাগে অভিনব যে কোনও বিষয়ে অনধিক ১৫০ শব্দে লেখা পাঠান। নির্বাচিত লেখা এই বিভাগে ছাপা হবে। পুরো নাম, ঠিকানা সহ লেখা পাঠান : বিভাগীয় সম্পাদক, উত্তরের পাঁচালি, উত্তরবঙ্গ সংবাদ, সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, বাগরাকোট, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি–এই ঠিকানায়। অনলাইনে (ইউনিকোড ফন্ট) লেখা পাঠানোর ঠিকানা : uttorerlekha@gmail.com

ভয়াবহ নিঃসঙ্গতার মাঝে ভাসে শৈশব

গবেষণায় স্পষ্ট, নিউক্লিয়ার পরিবারে একাকিত্বের কারণে শিশুদের উদ্বেগ, বিষণ্ণতা, আত্মবিশ্বাসের অভাব বেড়েই চলেছে।

রুদ্র সান্যাল

ফেসবুক স্ক্রল করতে করতে একটা ভিডিওতে চোখ আটকে গেল। একটা ছোট্ট বাচ্চা মেয়ে খেলার মাঠে খেলার কোনও সঙ্গীসাথি না পেয়ে নিজের ছোট্ট জুতো জোড়াকে পুতুল সাজিয়ে একমনে পুতুলখেলা খেলে যাচ্ছে। দেখতে মজা লাগলেও, এর মধ্যে একটা নির্মম বাস্তবতা রয়েছে। যা ক্রমশ এক গভীর সমস্যার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করছে। এক অসম্ভব ভয়াবহ নিঃসঙ্গতা!

আধুনিক সময়ে বাচ্চাদের জীবনে একাকিত্ব ক্রমশ বাড়ছে। আগের দিনে পরিবারের ভিতর কিংবা পাড়ায় অনেক শিশু একসঙ্গে খেলত, মেলামেশা করত এবং তাদের মন-মানসিকতা বিকশিত হত। কিন্তু আজকের সমাজে এই চিত্র অনেকটাই বদলে গিয়েছে।

আজকের সমাজ জীবনে যৌথ পরিবার ধারণাটাই পালটে গিয়েছে, এখন সব নিউক্লিয়ার ছোট পরিবার। সেইসব পরিবারে বড়জোর একটি বা দুটি সন্তান। সেই আগেকার যৌথ পরিবারের দাদা, ভাইবোন এবং তাদের সঙ্গে হইহই করে খেলা, একসঙ্গে পড়াশোনা, খাওয়াদাওয়া- সবকিছুই এখন নেই বললেই চলে। এই কারণে খেলার সঙ্গী পাওয়া বিশেষ করে শহুরে জীবনযাত্রায় অনেকটাই কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে। ফলে বাচ্চাদের একাকিত্ব তাদের অজান্তেই বড় একটা সমস্যায় পরিণত হয়েছে।

বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থায় বাচ্চাদের উপর পড়াশোনার এক অস্বাভাবিক চাপ বাড়ছে। অভিভাবকরা তাদের সন্তানদের পড়াশোনার পিছনে এতটাই সময় ব্যয় করেন যে খেলার জন্য সময় আর অবশিষ্ট থাকে না। স্কুলের পর বাচ্চাদের সময় কাটে কোচিং সেন্টারে বা টিউশনে বা বিভিন্ন অ্যাকাডেমিক কর্মসূচিতে, যেখানে সামাজিক মেলামেশার সুযোগ খুবই কম। এই কারণেই বাচ্চারা তাদের শৈশবের আনন্দঘন মুহূর্তগুলো থেকে বঞ্চিত হয় এবং সেই কারণেই তারা ধীরে ধীরে একাকিত্বের দিকে এগিয়ে যায়।

এছাড়াও প্রযুক্তির ব্যাপক বিস্তার বাচ্চাদের পারস্পরিক বন্ধনকে ভেঙে দিয়েছে খুব দ্রুত। করোনা পরবর্তী সময়ে স্মার্টফোন ভিডিও গেম এবং স্মার্ট টিভি এখন বাচ্চাদের প্রধান সঙ্গী হয়ে দাঁড়িয়েছে। তারা ক্রমশ হয়ে উঠছে আত্মকেন্দ্রিক স্বার্থপর।

শিশুর এই একাকিত্ব মানসিক বিকাশের উপর বড় ধরনের নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে। বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গিয়েছে, একাকিত্বের কারণে শিশুদের মধ্যে উদ্বেগ, বিষণ্ণতা আত্মবিশ্বাসের অভাব এবং আচরণগত সমস্যার প্রবণতা বাড়তে পারে। তারা ধীরে ধীরে সামাজিক বিচ্ছিন্নতায় ভুগতে শুরু করে এবং এই কারণে তাদের স্বাভাবিক জীবনের ছন্দও হারিয়ে যায়। এমনকি স্কুলেও তাদের অংশগ্রহণ কমে যায়, যা পড়াশোনার উপরেও নেতিবাচক প্রভাব ফেলে।

এ সমস্যা সমাধানে অভিভাবকদের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শিশুর নিঃসঙ্গতা কাটাতে বাবা-মা'র শিশুকে সামাজিক মেলামেশার সুযোগ তৈরি করে দেওয়ার চেষ্টা করতে হবে। নিজেদের পর্যাপ্ত সময় দিতে হবে শিশুকে। পার্ক, খেলাধুলার ক্লাব বা সাংস্কৃতিক কার্যক্রমে নিয়ে গিয়ে তাকে অন্য শিশুদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে উৎসাহ দেওয়ার প্রচেষ্টা শুরু করতে হবে। সৃজনশীল কাজে যেমন আঁকা, গান, বা নাচে তাকে যুক্ত করা, একা বেশি সময় গ্যাজেট ব্যবহারের বদলে তাকে বই পড়া বা দলগত খেলায় উৎসাহ দেওয়া, এই ধরনের প্রচেষ্টা যত দ্রুত শুরু করা যাবে, ততই বাচ্চার নিঃসঙ্গতা কাটানোর সহায়ক হবে।

শিশুর একাকিত্বকে ছোট বিষয় বলে অবহেলা না করে এই সমস্যা মোকাবিলায় কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা উচিত, যাতে তারা সুস্থসবল মন নিয়ে সমাজের গর্বিত অংশীদার হতে পারে।

(লেখক শিক্ষক। শিলিগুড়ির বাসিন্দা)

সম্পাদকীয় বিভাগে লেখা পাঠান। ৪০০ শব্দের মধ্যে। ইউনিকোডে ডক ফাইলে লেখা পাঠান। মেল—ubsedit@gmail.com এবং uttarbangaedit@gmail.com

শব্দরঙ্গ ■ ৩৯৯৫

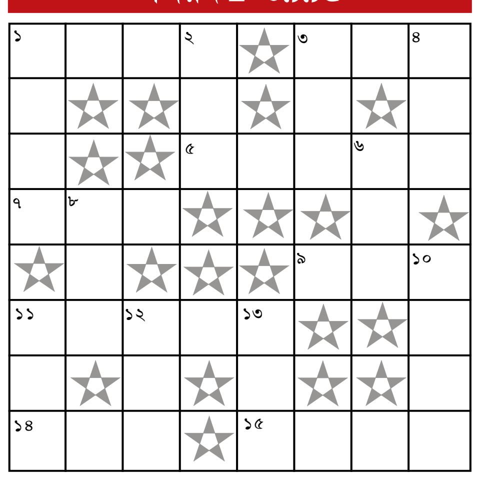

পাশাপাশি : ১। শর্তভঙ্গ সম্পর্কে লিখিত অঙ্গীকারপত্র ৩। উইপোকা, মৌমাছি ৫। নবাবের পুত্র ৭। দেবরাজ ইন্দ্র ৯। মৃগনাভি ইত্যাদির সুরভিত তেল ১১। পূর্বপুরুষদের উদ্দেশে কার্তিক মাসের প্রতি সন্ধ্যায় দীপদান ১৪। পুরাণোক্ত রাজা ১৫। বাংলাদেশের জাতীয় কবি।

উপর-নীচ : ১। পাপী, অপরাধী, আসামি ২। বন, অরণ্য ৩। পূর্ব-এর কোমল রূপ ৪। কৌশল, ব্যবহার, আচার-আচরণ ৬। স্বর্গোদ্যান, স্বর্গ ৮। ছোট ঘণ্টা, আলজিভ ১০। পুরাণে বর্ণিত সপ্তপাতালের নিম্নতমটি, অধঃপাত, ধ্বংস ১১। স্বাধীন, মুক্ত ১২। শামুক, শূদ্র হয়েও তপস্যা করার অপরাধে রামচন্দ্রের দ্বারা নিহত পৌরাণিক তাপসবিশেষ ১৩। বায়ু, বায়ুর অধিদেবতা।

সমাধান ■ ৩৯৯৪

পাশাপাশি : ১। বসুধা ৩। মাঘ ৫। মার্কা ৬। বনিতা ৮। মন্দিরা ১০। পরশ ১২। বদান্য ১৪। হাবা ১৫। নীলা ১৬। দর্শন।

উপর-নীচ : ১। বদনাম ২। ধামাধরা ৪। ঘরনি ৭। তামা ৯। দাব ১০। পরবাদ ১১। শরিকান ১৩। দামিনী।

বিন্দুবিসর্গ

সম্পাদক : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারী মঞ্জুশ্রী তালুকদারের পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : মিউনিসিপ্যাল মার্কেট কমপ্লেক্স, তৃতীয় তল, নেতাজি মোড়-৭৩২১০১, ফোন : ০৩৫১২-২২১৬৯৩ (সংবাদ), ৯৮০০৫৮৫৯৫০ (বিজ্ঞাপন ও অফিস)। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Manjusree Talukdar from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Editor: Sabyasachi Talukdar, Regn. No. 35012/1980 and Postal Regn. No. WB/NBSR/D-03/2003-08. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

সিবিআই তল্লাশি

প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরের আধিকারিক পরিচয় দিয়ে সরকারি চাকরির টোপ দেওয়া প্রতারণাচক্রের খোঁজে দিল্লি থেকে আসা সিবিআইয়ের বিশেষ দল সল্টলেক ও নরেন্দ্রপুরে হানা দিল। আটক এক।

বাতিল ট্রেন

শিয়ালদা শাখার নৈহাটি ও গরিফা স্টেশন সংস্কারকাজের জন্য শনিবার ও রবিবার বেশ কিছু ট্রেন বাতিল করা হয়েছে। উত্তরবঙ্গগামী ট্রেনগুলিকে নৈহাটির পরিবর্তে ডানকুনি দিয়ে পাঠানো হচ্ছে।

শেষ স্টেশন

শনি ও রবিবার দমদমগামী সমস্ত মেট্রোর শেষ স্টেশন নোয়াপাড়া পর্যন্ত করা হল। নোয়াপাড়া থেকে প্রথম মেট্রো চলবে সকাল ৬টা ৫০-এ এবং শেষ মেট্রো রাত ৯টা ৪০ মিনিটে ছাড়বে।

বোমাতঙ্ক

শুক্রবার সকালে সোনারপুরের একটি স্কুলে বোমাতঙ্ক দেখা দেয়। একটি গোল জিনিস দেখে স্থানীয় লোকজন আতঙ্কিত হন। খবর পেয়েই ঘটনাস্থলে যায় পুলিশ ও বম্ব স্কোয়াড।

রাজ্যে কেন্দ্রীয় প্রকল্পের হাল জানতে সার্কুলার

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ২২ নভেম্বর : সব দপ্তরকে সার্কুলার পাঠিয়ে নবান্নের অর্থ দপ্তর কেন্দ্রীয় প্রকল্পগুলির খুঁটিনাটি হিসাব জানতে চেয়েছে। এজন্য দপ্তরগুলির তৎপরতা বাড়াতে অতিরিক্ত সময় বার করে নেওয়ার কথাও বলা হয়েছে। আগামী সোমবারের মধ্যে এই সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য জরুরি ভিত্তিতে অর্থ দপ্তরে জমা দিতে নির্দেশ দিয়েছেন রাজ্যের অর্থসচিব। প্রকল্পগুলির হালহকিকত জানার পিছনে রাজ্য সরকারের বিশেষ উদ্দেশ্য আছে বলেই নবান্নে অর্থ দপ্তরের আধিকারিকদের একাংশ মনে করছেন। এই তথ্য একদিকে যেমন রাজ্যের প্রতি কেন্দ্রীয় বঞ্চনার অঙ্গ হিসাবে কাজে লাগানো হবে, তেমনই বিভিন্ন প্রকল্প বাবদ দিল্লির কাছে রাজ্যের বিশাল পরিমাণ অর্থের বকেয়া মেটাতে চাপ সৃষ্টি করার কাজ সহজ হবে নবান্নের পক্ষে।

অর্থ দপ্তর সূত্রের খবর, সরকারের বিভিন্ন দপ্তরের কয়েকশো চলতি প্রকল্পে প্রস্তাবিত আর্থিক ব্যয়ের পরিমাণ হাজার কোটি ছাড়াবে। চলতি প্রকল্পগুলির সর্বশেষ অবস্থা জানতে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশেই অর্থ দপ্তরের এই তৎপরতা। প্রকল্পগুলির বর্তমান অবস্থার খুঁটিনাটি বিষয় জানতে অর্থ দপ্তর একটি 'ফরম্যাট' তৈরি করে দপ্তরগুলির কাছে পাঠিয়েছে। কোন প্রকল্পের কী অবস্থা, কেন্দ্রের আর্থিক অনুদানের পরিমাণ, এখনও পর্যন্ত কেন্দ্রের কাছ থেকে কত টাকা পাওয়া গিয়েছে, বকেয়ার পরিমাণ কত, কেন্দ্র অর্থ অনুদান দিয়ে থাকলে দপ্তর তার কী পরিমাণ এ পর্যন্ত খরচ করতে পেরেছে, প্রকল্প শুরু ও শেষ করার নির্দিষ্ট সময়সীমাই বা কী- সেইসব তথ্য উল্লেখ করতে হবে দপ্তরগুলিকে। ওই প্রকল্প কেন্দ্রের আর্থিক অনুদানের অভাবে বন্ধ নাকি শুরুই করা যায়নি, তাও জানাতে বলা হয়েছে সব দপ্তরকে।

ওয়াকফ বিলের বিরুদ্ধে প্রস্তাব আনছে তৃণমূল

কলকাতা, ২২ নভেম্বর : কেন্দ্রীয় সরকারের প্রস্তাবিত ওয়াকফ বিলের বিরোধিতায় যৌথ সংসদীয় কমিটিতে তুলকালামের পর এবার বিধানসভাতেও বিলের বিরোধিতা করে প্রস্তাব আনছে রাজ্য সরকার। শুক্রবার বিধানসভায় বিজনেস অ্যাডভাইজারি কমিটির বৈঠকের পর এই কথা জানিয়েছেন অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বলেন, 'ওয়াকফ নিয়ে আমরা একটা প্রস্তাব পেয়েছি, সেটা নিয়ে পরে সিদ্ধান্ত হবে।' ২৫ নভেম্বর থেকে বিধানসভার শীতকালীন অধিবেশন শুরু হচ্ছে। তার আগে এদিন বিধানসভার অ্যাডভাইজারি কমিটি ও সর্বদলীয় বৈঠক ডেকেছিলেন অধ্যক্ষ। বৈঠক শেষে বিমানবাবু বলেন, 'সর্বদল বৈঠকে উপস্থিত থাকতে সকলকেই অনুরোধ করা হয়েছিল। বিরোধী দলের কোনও সদস্য আসেননি। বিধানসভা যাতে সুষ্ঠুভাবে চলে, সেই জন্য সকলের কাছে অনুরোধ করেছি। বিরোধীদের ওয়াকআউট করার অধিকার রয়েছে।'

শ্লীলতাহানির অভিযোগ বাম নেতার বিরুদ্ধে

কলকাতা, ২২ নভেম্বর : এবার উত্তর ২৪ পরগনা জেলার বিলকান্দা এরিয়া কমিটির এক সিপিএম নেতার বিরুদ্ধে দলের মহিলা সদস্যকে শ্লীলতাহানি ও হুমকির অভিযোগ উঠল। ওই মহিলাকর্মীকে কুপ্রস্তাব দেন বিলকান্দা এরিয়া কমিটির সিপিএম নেতা অসীম সাহা। অভিযোগ, মহিলাকে কুপ্রস্তাব দিতেন ওই সিপিএম নেতা। রাতে অশালীন বার্তা পাঠাতেন। দলীয় অফিসে তাঁর সঙ্গে অশালীন আচরণ করেছেন অসীম। তাঁকে দলের মিছিলে নিয়ে যাওয়ার নাম করে ক্যাফেতে নিয়ে গিয়ে অশালীন আচরণ করা হয়। বিষয়টি দীর্ঘদিন ধরে চলতে থাকায় বিলকান্দা এরিয়া কমিটির সম্পাদকের কাছে অভিযোগ জানিয়েছেন ওই মহিলা।

অনুমতি

কলকাতা, ২২ নভেম্বর : র‍্যাশন দুর্নীতি মামলায় সম্প্রতি জামিন পেয়েছিলেন জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক ঘনিষ্ঠ ব্যবসায়ী বাকিবুর রহমান। শুক্রবার তাঁকে ১০ দিনের জন্য দুবাই যাত্রার অনুমতি দিল ইডির বিশেষ আদালত। সোমবার তিনি দুবাই যেতে পারবেন। তবে তাঁকে ৫ ডিসেম্বর ফিরতে হবে।

উৎসব।। *শুক্রবার থেকে কলকাতার মোহরকুঞ্জে শুরু হয়েছে তিনদিনের জঙ্গলমহল উৎসব। এদিন বাঁকুড়া, পুরুলিয়া ও ঝাড়গ্রামের লোকশিল্পীরা রবীন্দ্র সদন, ভিক্টোরিয়া এলাকায় ধামসা-মাদল বাজিয়ে, ছৌ ও মুন্ডারি নাচের তালে তালে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা করেন। তথ্য : চিত্ত মাহাতো, ছবি : আবির চৌধুরী*

ভোট জিততে ভাড়ায় লোক খুঁজছে সিপিএম

রিমি শীল

কলকাতা, ২২ নভেম্বর : নির্বাচনের বৈতরণি পার হতে গেলে শুধুমাত্র সাংগঠনিক দক্ষতা নয়, প্রয়োজন হয় কর্পোরেটের ধাঁচে সুসজ্জিত দপ্তরেরও। একসময় আদর্শের লড়াইয়ে সাংগঠনিক কাঠামোই যথেষ্ট ছিল। তবে সময়ের পরিবর্তন হয়েছে। ৩৪ বছরের প্রেক্ষাপটের থেকে বর্তমানে পরিস্থিতি ভিন্ন। তাই কর্পোরেটের আদলে দপ্তর সাজাতে চাইছে আলিমুদ্দিন। ইতিমধ্যেই সমাজমাধ্যমে পোস্ট করে সিপিএমের তরফে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়েছে। তাতে লেখা হয়েছে, ৪ থেকে ৮ বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন রাজনৈতিক বিশ্লেষক, ১ থেকে ৩ বছরের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ইন্টার্ন, ২ থেকে ৫ বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন গণজ্ঞাপন বিশেষজ্ঞ ও লেখক, ২ থেকে ৭ বছরের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন গ্রাফিক্স ডিজাইনার, ৫ বছরের বেশি অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ডিজিটাল মার্কেটিং এগজিকিউটিভ দরকার। তবে এই নিয়ে দলের অন্দরেই চর্চা, প্রথম সারির নেতারা আদৌ এই ধাঁচের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে পারবেন কি না তা নিয়ে সংশয় রয়েছে।

রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের বক্তব্য, ২০২১ সালে রাজ্যের শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেসের জয়ের নেপথ্যে ভোটকুশলী পিকের অবদান ছিল। জনকল্যাণমুখী সামাজিক প্রকল্প ও দলের সাংগঠনিক কাঠামো গড়ে তুলতে প্রশান্ত কিশোরের পরিকল্পনা কাজে লাগায় শাসকদল। তারপর একের পর এক নির্বাচনে সিপিএম ধরাশায়ী হওয়ার পর একসময় দলীয় নেতাদের মধ্যেই আলোচনা চলে, এই পরিস্থিতিতে ভোটকুশলীর প্রয়োজন রয়েছে। তবে দলীয় নৈতিকতা ও আদর্শগত দিক থেকে কখনই সিপিএমের তরফে কর্পোরেটের ধাঁচে ভোটকুশলী কথাটির ব্যবহার করা হয় না। রাজ্যের দলীয় সম্পাদক হিসাবে মহম্মদ সেলিম দায়িত্ব পাওয়ার পরেই তরুণ ব্রিগেডকে সামনে এনেছেন। এমনকি সমাজমাধ্যমেও নানা ইস্যু নিয়ে যথেষ্ট তৎপর হয় সিপিএম। সংবাদমাধ্যমের কায়দায় রাজ্য ও কেন্দ্রের শাসকদলের বিরুদ্ধে প্রচারও করা হয়। রাজনৈতিক মহলের ধারণা, সিপিএমের সম্মেলনের আগেই দল পেশাদারিত্ব কায়দা আনতে চাইছে। এতে দলের তরুণ কর্মী-সমর্থকদের উজ্জীবিত করা যাবে। আবার বামমনস্ক

ও গণজ্ঞাপনের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ব্যক্তিদের পরিকল্পনাও দলের খোলনলচে বদলাতে কাজে লাগবে। এতে পরবর্তী নির্বাচনের আগে থেকে প্রস্তুতিও শুরু হয়ে যাবে এবং পার্টি কংগ্রেসের আগে দলের পন্থাতেও বদল আসবে। সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম বলেন, 'মানুষ এতদিন সিপিএম ডিজিটাল দেখেছেন। এবার অন্য কিছু আসতে চলেছে। এতে দলেরই সুবিধা।'

আলুর দাম কমাতেই হবে, স্পষ্ট নির্দেশ নবান্নের

কলকাতা, ২২ নভেম্বর : দু'একদিনের মধ্যে আলুর দাম নিয়ন্ত্রণে না এলে ভিনরাজ্যে আলু রপ্তানি বন্ধ করা হবে বলে আলু ব্যবসায়ীদের জানিয়ে দেওয়া হল। শুক্রবার নবান্নে এক বৈঠকের পর ওই সিদ্ধান্তের কথা জানান মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ। বৃহস্পতিবার আলুর দাম বৃদ্ধি নিয়ে কড়া বার্তা দিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এরপরই এদিন মুখ্যসচিবের সঙ্গে বৈঠকে বসেন কৃষি বিপণন মন্ত্রী বেচারাম মান্না, পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়নমন্ত্রী প্রদীপ মজুমদার, টাস্ক ফোর্সের সদস্য রবীন্দ্রনাথ কোলে প্রমুখ।

এদিনের বৈঠকে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, দু'একদিনের মধ্যে আলুর দাম কমাতেই হবে। যদি তা না হয়, তাহলে ফের ভিনরাজ্যে আলু রপ্তানি বন্ধ করে দেওয়া হবে। টাস্ক ফোর্সের সদস্য রবীন্দ্রনাথ কোলে বলেন, 'এর আগে আলু ব্যবসায়ী সমিতি ২৬ টাকা কেজি দরে আলু বিক্রির কথা জানিয়েছিল। বর্তমানে তা ২৮ টাকা কেজি দরে বিক্রি হচ্ছে। বিভিন্ন হাত ঘুরে তা বাজারে আসছে ৩৫-৪০ টাকা কেজি দরে। ব্যবসায়ী সমিতিকে দাম ২৬ টাকা বেঁধে দেওয়া হয়েছে।'

একইসঙ্গে তিনি জানান, বর্তমানে বাজারে খানিকটা স্থিতাবস্থা এসেছে। পেঁয়াজের প্রতি কেজির দাম ৭০-৮০ টাকা থেকে কমে ৫৫ টাকা হয়েছে। ৭ দিনের মধ্যে তা ৪০-৪৫ টাকা হবে।

রদবদলের চর্চায় কর্মসমিতির বৈঠক

কলকাতা, ২২ নভেম্বর : শনিবার ঝাড়খণ্ড ও মহারাষ্ট্রের বিধানসভা নির্বাচনের ফলপ্রকাশের পাশাপাশি এই রাজ্যের ৬ কেন্দ্রের উপনির্বাচনের ফলাফলও প্রকাশ হবে। ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে এই ৬টি কেন্দ্রের মধ্যে শুধুমাত্র আলিপুরদুয়ারের মাদারিহাট কেন্দ্রে জয়ী হয়েছিলেন বিজেপির মনোজ টিগ্গা।

এবার সবকটি কেন্দ্রই দখল করতে মরিয়া তৃণমূল। ফলপ্রকাশের পর সোমবার দলের জাতীয় কর্মসমিতির বৈঠক ডাকলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। দলনেত্রীর কালীঘাটের বাড়িতে এই বৈঠক হবে।

পরিকল্পনা

- দলনেত্রীর কালীঘাটের বাড়িতে বৈঠক হবে
- কর্মসমিতির ২১ জন সদস্য ছাড়াও সাংসদ ও মন্ত্রীরা থাকবেন
- উপনির্বাচনের ফলাফল পর্যালোচনার পাশাপাশি দলের রণকৌশল নিয়ে আলোচনা হওয়ার সম্ভাবনা
- রদবদল নিয়েও আলোচনা হতে পারে

কর্মসমিতির ২১ জন সদস্য ছাড়াও দলের সাংসদ ও রাজ্যের মন্ত্রীরা উপস্থিত থাকবেন। এই ৬ কেন্দ্রের উপনির্বাচনের ফলাফল পর্যালোচনার পাশাপাশি আসন্ন বিধানসভা ও লোকসভার অধিবেশনে দলের রণকৌশল কী হবে, তা নিয়েও আলোচনা হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় সাংগঠনিক রদবদলের খসড়া তালিকা ইতিমধ্যেই দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাতে জমা দিয়েছেন। সম্ভবত ওই রদবদল নিয়েও আলোচনা হবে। তবে বৈঠক থেকেই রদবদলের ঘোষণা হবে কি না, তা নিশ্চিত নয়।

প্রশ্নবাণ

- 'শেক্সপিয়র ওয়াল্লাহ' সিনেমার সংগীত পরিচালক কে?
- ১৯৮৪ সালে এলাহাবাদ লোকসভা আসনে উত্তরপ্রদেশের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী হেমবতী নন্দন বহুগুণা কার কাছে পরাজিত হন?
- অস্ট্রেলিয়া এবং শ্রীলঙ্কার মধ্যে টেস্ট সিরিজে বিজয়ী দলকে কোন ট্রফি দেওয়া হয়?

আগের দিনের উত্তর

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, স্লামডগ মিলিয়নিয়ার, অস্ট্রেলিয়ার বেলিন্ডা ক্লার্ক

ঠিক উত্তরদাতা : মৃণাল মণ্ডল-শিলিগুড়ি, নীলরতন হালদার-মালদা, বীণাপাণি সরকার হালদার-বালুরঘাট, সুভাষ মিশ্র-সামসী।

উত্তর পাঠাতে হবে 8597258697 হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে, বিকেল ৫টার মধ্যে। সঠিক উত্তরদাতাদের নাম আগামীকাল।

'রামরেড' পুলিশকে হুঁশিয়ারি কুণালের

কলকাতা, ২২ নভেম্বর : বৃহস্পতিবারই নবান্ন সভাঘর থেকে পুলিশের একাংশ টাকা খায় বলে জানিয়েছিলেন ক্রুদ্ধ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এবার সিপিএম এবং বিজেপির 'ঘনিষ্ঠ' পুলিশকর্মীদের দূরের জেলায় পাঠিয়ে দেওয়ার হুঁশিয়ারি দিলেন তৃণমূলের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক কুণাল ঘোষ। শুক্রবার নন্দীগ্রামের সভা থেকে কুণাল চাঁচাছোলা ভাষায় আক্রমণ করে বলেন, 'যাঁরা এখন রাজ্য সরকারে থেকেও প্রশাসনিক দায়িত্ব পালন ভুলে অন্তর্ঘাত করছেন, সেইসব রামরেড পুলিশকর্মীদের বলছি, ২০২৬ সালে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ২৫০-এর বেশি আসন নিয়ে ফের মুখ্যমন্ত্রী হবেন। আর এইসব পুলিশকর্মীদের কোচবিহার বা সুন্দরবনে পাঠানো হবে। ব্যাগ গুছিয়ে তৈরি থাকুন। সুন্দরবনে বাঘ পাহারা দেবেন।'

কুণালের এই হুঁশিয়ারি যে কথার কথা নয়, তার প্রমাণও মিলে গিয়েছে এদিন। এদিনই বারাবনী থানার ওসি মৃত্যুঞ্জয় মণ্ডলকে কর্তব্যে গাফিলতির অভিযোগে সাসপেন্ড করা হয়েছে। এদিনই কাঁকসা থানার ওসি পার্থ ঘোষকেও কম্পালসারি ওয়েটিংয়ে পাঠানো হয়েছে। একইসঙ্গে লোহা পাচারের অভিযোগে দুর্গাপুরের প্রাক্তন কাউন্সিলার অরবিন্দ নন্দী ও প্রাক্তন কাউন্সিলার প্রিয়াংকা পাঁজার স্বামী রিন্টু পাঁজাকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। রিন্টু বর্তমানে তৃণমূলের দুর্গাপুর ৩ নম্বর ব্লকের সহ সভাপতি।

অভিযুক্ত পুলিশকর্মীদের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ করতে বৃহস্পতিবারের বৈঠকেই মুখ্যমন্ত্রী রাজ্য পুলিশের ডিজি রাজীব কুমারকে নির্দেশ দেন। মুখ্যমন্ত্রীর ওই নির্দেশের পর রাতেই প্রতিটি পুলিশ সুপার, পুলিশ কমিশনার, ডিআইজি এবং আইজিদের সঙ্গে ভার্চুয়াল কনফারেন্স করেন ডিজি। বারাবনী থানার ওসির বিরুদ্ধে বেশ কিছুদিন ধরেই অভিযোগ ছিল। মুখ্যমন্ত্রীর কঠোর মনোভাব বুঝতে পেরেই ডিজি সমস্ত পুলিশকর্তাকে জানিয়ে দেন, অবিলম্বে সব জেলার পুলিশ অফিসারকে আরও সক্রিয় হতে হবে।

আইভিএফে বাধা নয় বয়স, রায় আদালতের

কলকাতা, ২২ নভেম্বর : সন্তান নেওয়ার ক্ষেত্রে স্বামীর কারণে স্ত্রী বঞ্চিত হতে পারে না। শুক্রবার কলকাতা হাইকোর্ট তার পর্যবেক্ষণে এমনটাই জানিয়ে দিল। পর্যবেক্ষণে বিচারপতি বলেছেন, 'সন্তান নেওয়ার জন্য স্বামীর বয়স বাধা হিসেবে দাঁড়ালে স্ত্রীকেও বঞ্চিত করা হবে। কারণ, দীর্ঘ দাম্পত্য জীবনে সন্তানলাভের আশাতেই এতদিন অপেক্ষা করছেন তাঁরা'। দীর্ঘ ৩০ বছরের দাম্পত্য জীবনে সন্তান হয়নি কলকাতার কাশীপুরের এক দম্পতির। তাই আইভিএফ পদ্ধতিতে বা টেস্ট টিউব সন্তান চেয়ে আদালতের দ্বারস্থ হয়েছিলেন ওই নিঃসন্তান দম্পতি। তাঁদের এই আবেদনে শুক্রবার অনুমতি দিলেন বিচারপতি অমৃতা সিনহা। আবেদনকারীর আইনজীবী অচিন জানা ও ভাস্কর দলুই বলেন, 'আদালতের নির্দেশে টেস্ট টিউব সন্তান নিতে বাধা রইল না তাঁদের। আইভিএফ পদ্ধতিতে সন্তান ধারণে বয়সের বাধা রইল না।' বহু দম্পতি দীর্ঘদিন নিঃসন্তান থাকার পর যখন সন্তান নিতে যান, তখন আইনি গেরোয় বয়স বাধা হয়ে দাঁড়ায়। আদালতের এই নির্দেশের ফলে এই সমস্ত নিঃসন্তান দম্পতির ক্ষেত্রেও আর বাধা থাকবে না বলেই মনে করছেন আইনজীবীরা।

গেরুয়াকরণের প্রতিবাদে বিক্ষোভ বিশ্বভারতীতে

আশিস মণ্ডল

শান্তিনিকেতন, ২২ নভেম্বর : বিশ্বভারতীতে গেরুয়াকরণের প্রতিবাদে মুখর হলেন ভাষা ভবনের পড়ুয়ারা। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পবিত্র প্রতিষ্ঠানকে গেরুয়াকরণের মাধ্যমে কলুষিত করার চেষ্টা করা হচ্ছে বলে অভিযোগ উঠেছে। এর আগেও এমন ঘটনা ঘটেছে।

ভাষা ভবনের পড়ুয়াদের বিক্ষোভ। শুক্রবার। ছবি : তথাগত চক্রবর্তী

সদ্য কেন্দ্রীয় সরকার বাংলা, অসমিয়া, মারাঠি, পালি ও প্রাকৃত ভাষাকে ধ্রুপদি ভাষার স্বীকৃতি দিয়েছে। সেই উপলক্ষ্যে বিশ্বভারতীর ভাষা ভবন এই মুহূর্তকে স্মরণীয় করার জন্য শুক্রবার শান্তিনিকেতনের লিপিকা সভাগৃহে ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় রিসার্চ ফাউন্ডেশন, দিল্লির সঙ্গে যৌথভাবে একটি সেমিনারের আয়োজন করেছিল। ওই রিসার্চ ফাউন্ডেশনের ডিরেক্টর অনির্বাণ গঙ্গোপাধ্যায়। তিনি বিজেপির জাতীয় নির্বাহী কমিটির (এনইসি) সদস্যও। এহেন একজন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব এদিনের সেমিনারে বক্তব্য রাখতে এলে শুরু হয় জোর চর্চা। প্রতিবাদে ছাত্রছাত্রীদের একটি অংশ তাঁকে বাধা দেন। গুটিকয়েক বাম সংগঠনের পড়ুয়ারা প্রবেশপথের সামনে ধর্নায় বসেন। অভিযোগ, তখনই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রোক্টর সুপ্রিয় গঙ্গোপাধ্যায় সহ অন্য সুরক্ষা কর্মীরা এক ছাত্রকে জোর করে হাত ধরে তুলতে গেলে ছাত্রছাত্রীরা বিক্ষোভ দেখান। এরপর তাঁরা লিপিকা সভাগৃহ চত্বরে স্লোগান দেন।

ছাত্রী বান্ধুলি কারার বলেন, 'ধ্রুপদি ভাষার স্বীকৃতি নিয়ে আলোচনায় আমাদের কোনও আপত্তি নেই। তবে কবিগুরুর পবিত্র মাটিতে আরএসএস এবং বিজেপির মতো সাম্প্রদায়িক শক্তিকে ঢুকতে দেব না।' এর উত্তরে অনির্বাণবাবু বলেন, 'আরএসএস কখনোই পিএফআই বা সিমি'র মতো ভারতে নিষিদ্ধ সংগঠন নয়। জ্যোতি বসু রিসার্চ ফাউন্ডেশনের কেউ এলে তো এই পড়ুয়াদের কোনও আপত্তি থাকবে না। বিশ্ববিদ্যালয়ে সব মতবাদের ধারা আসবে। কোনও কিছুকে বাধা দেওয়া উচিত নয়।'

এ ব্যাপারে সুপ্রিয়বাবুর বক্তব্য, 'ধর্না গণতান্ত্রিক অধিকার। কিন্তু অতিথিদের আটকানো কোনও অধিকারের মধ্যে পড়ে না। সেজন্য হাতে ধরে তুলে দিয়েছি। এর বেশি কিছু হয়নি।' তবে সেমিনারে কোনও রাজনৈতিক বক্তব্য রাখা হয়নি বলে জানালেন ভাষা ভবনের অধ্যক্ষ মনোরঞ্জন প্রধান। তাঁর কথায়, 'কোনও রাজনৈতিক বক্তব্য এখানে হয়নি। সদ্য স্বীকৃত ধ্রুপদি ভাষা নিয়ে আলোচনা হয়েছে। ছাত্রছাত্রীরা বিক্ষোভ দেখাতেই পারে। তারা আমার নিজের। তাই কারও বিরুদ্ধে আমার কোনও অভিযোগ নেই।'

এদিকে সেমিনারের ব্যাপারে কিছুই জানতেন না বলে জানালেন বিশ্ববিদ্যালয়ের জনসংযোগ আধিকারিক অতিগ ঘোষ। তাঁর কথায়, 'কোনও সেমিনার হলে আমাকে জানানো হয়। আমি হল বুক করি। এক্ষেত্রে আমাকে কিছুই জানানো হয়নি। তাই কিছুই বলতে পারব না।' বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কেন এত গোপনীয়তা অবলম্বন করে সেমিনারের আয়োজন করল, ইতিমধ্যে তা নিয়েও প্রশ্ন উঠছে।

খুঁটে খুঁটে ফল খাওয়া। শুক্রবার নদিয়ায়। - পিটিআই

নিষ্পত্তি সোমবার

কলকাতা, ২২ নভেম্বর : লক্ষ্মীর ভাণ্ডার প্রকল্পে অনেক আবেদন এখনও মঞ্জুর না হয়ে নারী ও শিশু কল্যাণ দপ্তরেই পড়ে রয়েছে। ওই আবেদনগুলির নিষ্পত্তি সোমবারের মধ্যে করতে নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহেই ওই আবেদনকারীরা যাতে টাকা পান, তা দেখতে দপ্তরের মন্ত্রী শশী পাঁজাকে নির্দেশ দিয়েছেন তিনি। প্রয়োজনে শনি ও রবিবার কাজ করে নিষ্পত্তি করতে হবে।

আপাতত স্বস্তি মন্দারমণিতে

কলকাতা, ২২ নভেম্বর : আপাতত স্বস্তি পেলেন মন্দারমণির উপকূলীয় হোটেল, রিসর্ট, হোমস্টেগুলির মালিকরা। জাতীয় পরিবেশ আদালত বা ন্যাশনাল গ্রিন ট্রাইবিউনালের সিদ্ধান্ত মোতাবেক ১১ নভেম্বর কোস্টাল রেগুলেটেড জোন ম্যানেজমেন্ট অথরিটির জেলা কমিটির তরফে ১৪৩টি হোটেল, লজ, হোমস্টে, রিসর্ট ২০ নভেম্বরের মধ্যে ভেঙে ফেলার নির্দেশিকা দেওয়া হয়। হোটেলগুলি উপকূলীয় বিধি লঙ্ঘন এবং দূষণ বিধি না মেনে চলায় পূর্ব মেদিনীপুর জেলা শাসকের তরফে এই হোটেলগুলি ভেঙে ফেলার নির্দেশ দেওয়া হয়। এই নির্দেশিকাকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয় মন্দারমণি হোটেলিয়ার্স অ্যাসোসিয়েশন। এই মামলাতেই বিচারপতি অমৃতা সিনহা শুক্রবার ১১ নভেম্বরের নির্দেশিকায় অন্তর্বর্তী স্থগিতাদেশের নির্দেশ দেন। ১৩ ডিসেম্বর পর্যন্ত এই স্থগিতাদেশ থাকবে। জেলা প্রশাসন এবং জাতীয় দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদকে আদালতে ৪ ডিসেম্বরের মধ্যে রিপোর্ট জমা দিতে হবে। তারপরই এই বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবে আদালত। আদালতের এই নির্দেশে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছেন হোটেল মালিকরা।

মন্দারমণিতে ৩০টি, সোনামুইতে ৩৬টি, দাদনপাত্রবাড়ে ৫০টি, দক্ষিণ পুরুষোত্তমপুরের মৌজায় একটি লজ সহ উপকূলে বহু হোটেল গড়ে উঠেছে। এর ফলে উপকূলে দূষণ বাড়ছে। অ্যাসোসিয়েশনের তরফে আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'ন্যাশনাল গ্রিন ট্রাইবিউনালের গঠিত কমিটি এই বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ওই কমিটির এই বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার এক্তিয়ার রয়েছে কি? ওই হোটেলগুলিতে কাজ করে বহু মানুষের জীবিকা নির্বাহ হয়। তাই তাঁদের সঙ্গে অবিচার করা হবে। উত্তরপ্রদেশের বুলডোজার নীতি এখানে চলতে পারে না।' তবে জাতীয় দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের আইনজীবী দাবি করেন, পরিবেশ দপ্তরের অনুমতি ছাড়াই ওই হোটেলগুলি অবৈধভাবে চলছে। হোটেল মালিকদের তরফে আইনজীবী বিশ্বরূপ ভট্টাচার্য পালটা দাবি করেন, প্রশাসনের সমস্ত স্তর থেকে অনুমতি নিয়ে হোটেল তৈরি করা হয়। এরপর বিচারপতি জেলা প্রশাসনের ওই নোটিশে স্থগিতাদেশ দেন।

নভেম্বর মাসের বিষয় : আরণ্যক

আলোকচিত্র প্রতিযোগিতা

আদর (মানস জাতীয় উদ্যান, অসম)

প্রথম : রাজর্ষি চৌধুরী
(ইন্দ্রনারায়ণপুর কলোনি, গঙ্গারামপুর) ক্যানন ইওএস আর৬

লড়াই (পান্না ব্যাঘ্র-প্রকল্প, মধ্যপ্রদেশ)

দ্বিতীয় : অমিতাভ সাহা
(দেবীবাড়ি, কোচবিহার) ক্যানন ইওএস ৫০০ডি

নিশাচর (গোফানগর)

তৃতীয় : দীপাঞ্জয় ঘোষ
(গোফানগর, দক্ষিণ দিনাজপুর) ক্যানন ইওএস ২০০ডি

পরিবার (শিলিগুড়ি)

চতুর্থ : ডঃ ময়ূখ দেব
(রাজা রামমোহনপুর, শিলিগুড়ি) নিকন ডি৮৫০

যত্নআত্তি (বেলবাড়ি)

পঞ্চম : সহিষ্ণু সাহা
(গঙ্গারামপুর, দক্ষিণ দিনাজপুর) নিকন ডি৫৬০০

উড়ান (পাগলাঝোরা, মহানন্দা অভয়ারণ্য)

ষষ্ঠ : শান্তনু দেব
(কোচবিহার) নিকন জেড৮

ঝাঁকে (বন্দিপুর জাতীয় উদ্যান, কর্ণাটক)

সপ্তম : সুজয় টুঙ্গা
(বাঁকুড়া) নিকন জেড৯

তৃষ্ণার্ত (তাদোবা ব্যাঘ্র-প্রকল্প, মহারাষ্ট্র)

অষ্টম : ডাঃ শেখর বন্দ্যোপাধ্যায়
(উত্তরায়ণ, মাটিগাড়া) নিকন ডি৭০০০

উঁকি (গঙ্গারামপুর)

নবম : মৃণাল সাহা
(বেলবাড়ি, গঙ্গারামপুর) রিয়েলমি ১২জি

মধু চোর (মালয়েশিয়া)

দশম : প্রতীক গড়াই
(সুভাষপল্লি, ফালাকাটা) সোনি আইএলসিই৬৪০০

রাজকীয় (বক্সা ব্যাঘ্র-প্রকল্প সংলগ্ন রাস্তা)

একাদশ : সম্রাট নন্দী
(শিলবাড়িহাট, আলিপুরদুয়ার) নিকন ডি৫৬০০

মাতৃস্নেহ (রংটং)

দ্বাদশ : দেবজিৎ সরকার
(বড়াইল, বুনিয়াদপুর) নিকন ডি৭৫০০

আরও যাঁরা ছবি পাঠিয়েছেন

মন্মথ মজুমদার, রুম্পা বণিক, অনুকূল দাস, দীপক অধিকারী, অর্ঘ্যদীপ চক্রবর্তী, ঊর্মিলা বিশ্বাস, অর্ণব সরকার, অভ্রনীল পাল, অভীক রায়, সুহান চক্রবর্তী, দেবজিৎ রায়, বনশ্রী বাড়ই, কিংশুক সরকার, কৌশিক দাম, রণদীপ শীল, দিক পাল, সঞ্জীব সরকার, চন্দন পান্ডে, আবদুল মতিন, অভিরূপ ভট্টাচার্য, রাজদীপ সাহা, অর্কদেব থোকদার, পিয়ালী দাস, সৌরভ রক্ষিত, অরিন্দম বিশ্বাস, কোয়েল চৌধুরী, মৃণাল রায়, শৌভিক রায়, অতনু চক্রবর্তী, অন্তরা ঘোষ, রেহান আলি সরকার, বিমল দেবনাথ, বিপুল বর্মন, জয়দীপ দেব, দুর্জয় রায়, অজন্তা ভট্টাচার্য, অভিজিৎ সরকার, অনুভব রায়, গৌরব বিশ্বাস, অরিৎ দে, জয়দীপ পাল, রৌনক শূর রায়, ঋত্বিক বিশ্বাস, জয়ন্ত ব্যানার্জি ও ধনঞ্জয় সরকার।

প্রত্যাবর্তন-বদলের দোলাচলে আজ রায়

দেশের নজর মহারাষ্ট্র ও ঝাড়খণ্ডের গণনায়

নয়াদিল্লি, ২২ নভেম্বর : শনিবার মহারাষ্ট্র এবং ঝাড়খণ্ড বিধানসভা ভোটের ফল প্রকাশিত হবে। তার আগে প্রত্যাবর্তন নাকি পরিবর্তনের দোলাচলে ভুগছে দুই রাজ্যের রাজনৈতিক মহল এবং সাধারণ মানুষ। অধিকাংশ বুথফেরত সমীক্ষায় অবশ্য উভয় রাজ্যেই এনডিএ-কে এগিয়ে রাখা হয়েছে। তবে মহারাষ্ট্রে বিজেপি নেতৃত্বাধীন মহাযুতি বনাম এমভিএ এবং ঝাড়খণ্ডে এনডিএ বনাম ইন্ডিয়ার লড়াই যে সেয়ানে সেয়ানে হবে সেই পূর্বাভাসও দেওয়া হয়েছে সমীক্ষায়। এই পরিস্থিতিতে বিশ্লেষকদের একাংশ মহারাষ্ট্রে ত্রিশঙ্কু বিধানসভা গঠনের আশঙ্কাও করেছেন।

ঝাড়খণ্ডে হেমন্ত সোরেনের নেতৃত্বে জেএমএম-কংগ্রেস-আরজেডির জোট সরকারকে এবার কঠিন চ্যালেঞ্জ ছুড়েছে বিজেপি নেতৃত্বাধীন এনডিএ। দুর্নীতি, বাংলাদেশি অনুপ্রবেশের পাশাপাশি চম্পাই সোরেনের দলত্যাগের মতো ঘটনাকে সামনে রেখেছে বিজেপি। যদিও হেমন্ত সোরেন এবং ইন্ডিয়া জোট ক্ষমতা ধরে রাখার ব্যাপারে আত্মবিশ্বাসী। ৮১ আসনের ঝাড়খণ্ড বিধানসভায় সরকার গঠনের জন্য প্রয়োজন ৪১টি আসনের। গতবার জেএমএম ৩০, কংগ্রেস ১৬ এবং আরজেডি ১টি আসন জিতেছিল। বিজেপি পেয়েছিল ২৫টি আসন।

মহারাষ্ট্র, ঝাড়খণ্ড বিধানসভার পাশাপাশি পশ্চিমবঙ্গ সহ দেশের ১৫টি রাজ্যের ৪৮টি বিধানসভা এবং ২টি লোকসভা আসনের উপনির্বাচনের জনাদেশও জানা যাবে শনিবার। পশ্চিমবঙ্গের ৬টি বিধানসভা আসনে উপনির্বাচন হয়েছে। কংগ্রেস এবং বিরোধী শিবির যদি দুই রাজ্যে ভালো ফল করে তাহলে শীতকালীন অধিবেশনের আগে চাপ বাড়বে মোদি সরকারের। আবার হরিয়ানার পর বিজেপি যদি এই দুটি রাজ্য জিততে সক্ষম হয় তাহলে প্রশ্নের মুখে পড়বে কংগ্রেস তথা ইন্ডিয়া জোটের নেতৃত্ব।

মহারাষ্ট্রে মহাযুতি এবং এমভিএ-কে ধন্দে রেখেছে মুখ্যমন্ত্রী বাছাইয়ের বিষয়টিও। মহাযুতি যদি ক্ষমতা ধরে রাখতে সফল হয় এবং বিজেপি পুনরায় একক বৃহত্তম দল হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে তাহলে মুখ্যমন্ত্রী পদে একনাথ শিন্ডের টিকে থাকা কঠিন। সেক্ষেত্রে দেবেন্দ্র ফড়নবিশকে সামনে আনা হতে পারে। এমভিএ অবশ্য এবারের ভোটযুদ্ধে কাউকে মুখ্যমন্ত্রী পদপ্রার্থী করেনি। যদি তারা সরকার গড়ার মতো অবস্থায় আসে এবং শিবসেনা (ইউবিটি)-র আসনসংখ্যা কংগ্রেস ও এনসিপি (এসপি)-র থেকে বেশি হয়, তাহলে উদ্ধব ঠাকরে মুখ্যমন্ত্রিত্বের দৌড়ে এগিয়ে থাকবেন। তবে কংগ্রেস যদি লোকসভা ভোটের সাফল্য ধরে রাখে এবং জোটের মধ্যে সর্বাধিক আসনে জয়ী হয় সেক্ষেত্রে ১০ বছর বাদে ফের মুখ্যমন্ত্রীর কুর্সির দৌড়ে নাম লেখাবে তারা। কুর্সি নিয়ে লড়াইয়ে অবশ্য পিছিয়ে থাকতে নারাজ শারদ পাওয়ার এবং তাঁর ভাইপো অজিত পাওয়ার। রাজনৈতিক মহলের একাংশের মতে, কংগ্রেস-ইউবিটি দ্বৈরথ থামাতে পাওয়ার-কন্যা সুপ্রিয়া সুলে এনসিপি (এসপি) তথা এমভিএ-র অন্যতম প্রধান অস্ত্রে পরিণত হতে পারেন। মহারাষ্ট্রের মোট আসনসংখ্যা ২৮৮। সরকার গঠনের জন্য দরকার ১৪৫টি আসন। বর্তমান বিধানসভার মেয়াদ শেষ হচ্ছে ২৬ নভেম্বর। সেক্ষেত্রে যারাই জিতুক সরকার গঠনের জন্য তাদের কাছে থাকবে মাত্র ৭২ ঘণ্টা। তার মধ্যে সরকার গঠন করা না গেলে মহারাষ্ট্রে রাষ্ট্রপতি শাসন জারি হতে পারে। ২০১৪ এবং ২০১৯ সালেও তেমনটাই ঘটেছিল। এবারের বিধানসভা ভোট শিবসেনা এবং এনসিপি-র অস্তিত্ব রক্ষারও লড়াই। লোকসভার পর এবার বিধানসভাতেও দুই দলেরই দুটি করে গোষ্ঠী লড়াইয়ে নেমেছে। উদ্ধব বনাম শিন্ডে সেনা, অন্যদিকে পাওয়ার বনাম পাওয়ারের লড়াই হচ্ছে এবার।

নাচের তালে তালে... অমৃতসরের এক কলেজের অনুষ্ঠানে পাঞ্জাবি লোকনৃত্য শিক্ষার্থীদের। শুক্রবার।

দাদাকে কি টপকাবেন প্রিয়াংকা

নয়াদিল্লি, ২২ নভেম্বর : মহারাষ্ট্র, ঝাড়খণ্ডের পাশাপাশি শনিবার প্রকাশিত হবে ওয়েনাড লোকসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচনের ফল। লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধির ছেড়ে যাওয়া এই আসনে এবার প্রার্থী হয়েছেন তাঁর বোন তথা কংগ্রেস নেত্রী প্রিয়াংকা গান্ধি ভদরা। দাদার আসনে বোনের জয়ের ব্যাপারে আত্মবিশ্বাসী কংগ্রেস তথা ইউডিএফ শিবির। তবে ভোটের ব্যবধান কতটা থাকবে সেটা নিয়েই উদ্বেগে রয়েছে কংগ্রেস। ২০১৯ সালে রাহুল প্রথমবার ওয়েনাডে প্রার্থী হয়ে পেয়েছিলেন ৭,০৬,৩৬৭টি ভোট। তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী সিপিআইয়ের পিপি সুনীর পান ২,৭৪,৫৯৭টি ভোট। কিন্তু গত লোকসভা ভোটে রাহুলের প্রাপ্ত ভোট খানিকটা কমে গিয়েছিল (৬,৪৭,৪৪৫টি ভোট)। তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী সিপিআইয়ের অ্যানি রাজা পেয়েছিলেন ২,৮৩,০২৩টি ভোট। ওয়েনাড উপনির্বাচনে ভোটদানের হার কম নিয়েও চিন্তিত রয়েছে কংগ্রেস।

এবার ওয়েনাডে ভোট পড়েছে ৬৪.৭২ শতাংশ। অষ্টাদশ লোকসভা ভোটে ওয়েনাডে ভোট পড়েছিল ৭২.৯২ শতাংশ। ২০১৯ সালে রাহুল গান্ধি যেবার

ওয়েনাড

প্রথম ওয়েনাডে জয়ী হয়েছিলেন সেবার ভোট পড়েছিল ৮০.৩৩ শতাংশ। জিতলে সাংসদ হিসেবে হাতেখড়ি হবে প্রিয়াংকার। কংগ্রেস নেতা শচীন পাইলট বলেছেন, 'প্রিয়াংকা গান্ধি ভদরা ওয়েনাডে জিতবেন। সেক্ষেত্রে রাহুল গান্ধির সঙ্গে প্রিয়াংকা কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে সংসদে বিজেপি এবং এনডিএ-কে বিনিদ্র রজনী উপহার দেবেন।'

মায়ের লিভারে রক্ষা ছেলের

তিরুবনন্তপুরম, ২২ নভেম্বর : জন্ডিস মানেই লিভারের দফারফা। কেরলের এক তরুণ জন্ডিসের জেরে প্রায় মৃত্যুর দিকে এগোচ্ছিলেন। চিকিৎসকরা লিভার প্রতিস্থাপনের কথা বলেন। লিভার দাতা ও আর্থিক সমস্যায় মুশকিল আসান হন অসুস্থ অ্যালেনের মা ও গ্রামবাসীরা। মা তাঁর লিভারের একাংশ ছেলেকে দিয়েছেন। আর্থিক সহায়তা দিয়েছেন গ্রামবাসীরা।

কেরলের কোট্টায়াম জেলার মুন্ডাকায়াম চিত্তাদির বাসিন্দা অ্যালেনের জন্ডিস থেকে লিভারের সমস্যা ভয়ংকর হয়ে ওঠে। মাল্টি অর্গান ট্রান্সপ্লান্ট শল্যবিদ ও হেপাটোলজিস্টের টিম সমস্যা সমাধানে লিভার প্রতিস্থাপনই একমাত্র উপায় বলে জানায়। কোচির রাজাগিরি হাসপাতালে অস্ত্রোপচার সফল হয়েছে। যাঁরা অস্ত্রোপচার করেছেন, সেই টিমের অন্যতম চিকিৎসক ডাঃ বিজু চন্দ্রন জানিয়েছেন, সকলের আন্তরিকতা ও ভালোবাসা সাফল্য দিয়েছে। অ্যালেনের অস্ত্রোপচার, অস্ত্রোপচারের পর চিকিৎসা-যত্নের আর্থিক ব্যয়ভার বহন করেছে এর্নাকুলমের এক সরকারি স্কুল ও সামাজিক সংগঠন।

তেজি শেয়ার বাজার

মুম্বই, ২২ নভেম্বর : আদানির ঘুষ কাণ্ডের জেরে বৃহস্পতিবার ধাক্কা খেয়েছিল শেয়ারবাজার। ২৪ ঘণ্টা পরে সেই ধাক্কা কাটিয়ে উঠল বম্বে স্টক এক্সচেঞ্জ এবং ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ। শুক্রবার সেনসেক্স ২ হাজারেরও বেশি পয়েন্ট ওঠে। দিনের শেষে সেনসেক্স থামে ৭৯,১১৭.১১ -তে। অপরদিকে নিফটি ছোঁয় ২৩,৯০৭.২৫ পয়েন্ট। শনিবার মহারাষ্ট্র ও ঝাড়খণ্ড বিধানসভা ভোটের ফল প্রকাশিত হবে। তার আগে সেনসেক্স এবং নিফটির এই তেজি ভাব দেখে অনেকেই মনে করছেন, বিজেপি নেতৃত্বাধীন এনডিএ ভালো ফল করতে চলেছে বিধানসভা ভোটে।

পদ্ম পাতায় মধ্যাহ্নভোজ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির। গায়ানা প্রেসিডেন্টের বাসভবনে এই আয়োজন। শুক্রবার।

মণিপুরে আরও ১০ হাজার বাহিনী

ইম্ফল ও নয়াদিল্লি, ২২ নভেম্বর : মণিপুরে হিংসা থামাতে আরও নিরাপত্তাকর্মী মোতায়েনের সিদ্ধান্ত নিল কেন্দ্র। শুক্রবার রাজ্য সরকারের নিরাপত্তা উপদেষ্টা কুলদীপ সিং জানান, শান্তি ফেরাতে অতিরিক্ত ৯০ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করা হচ্ছে। এর মাধ্যমে মণিপুরে ১০,৮০০ জন নিরাপত্তাকর্মীকে বিভিন্ন এলাকায় নিরাপত্তার দায়িত্ব দেওয়া হবে। এর ফলে রাজ্যে মোতায়েন কেন্দ্রীয় বাহিনীর কোম্পানির সংখ্যা দাঁড়াল ২৮৮।

নতুন বাহিনীর বড় অংশ ইতিমধ্যে ইম্ফলে পৌঁছে গিয়েছে বলে কুলদীপ সিং জানিয়েছেন। তিনি বলেন, 'কয়েকদিনের মধ্যে সমস্ত এলাকা কভার করা হবে। আমরা নিখুঁত ব্যবস্থা করেছি। প্রতিটি জেলায় নতুন সমন্বয় সেল এবং জয়েন্ট কন্ট্রোল রুম স্থাপন করা হবে। যেগুলি ইতিমধ্যে কাজ শুরু করেছে আমরা সেগুলি পর্যালোচনা করছি। প্রশাসনিক সূত্রে খবর, অতি স্পর্শকাতর এলাকাগুলিতে সদ্য আসা বাহিনীকে শান্তি রক্ষার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।

এদিকে মণিপুরে অশান্তির দায় কার? কেন্দ্র-রাজ্যে ক্ষমতায় থাকা বিজেপির নাকি প্রধান বিরোধী দল কংগ্রেসের? এই ইস্যুতে পত্রযুদ্ধে জড়ালেন কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে এবং বিজেপি সভাপতি জেপি নাড্ডা।

সংঘাতের সূত্রপাত রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুকে লেখা খাড়গের একটি চিঠিকে কেন্দ্র করে। সেখানে কংগ্রেস প্রধান অভিযোগ করেন, মণিপুরে অশান্তি ঠেকাতে ব্যর্থ কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার। পরিস্থিতি মোকাবিলায় রাষ্ট্রপতিকে সক্রিয় হওয়ার অনুরোধ করেছেন তিনি। বৃহস্পতিবার রাতে লেখা দু-পাতার চিঠিতে খাড়গে জানান, ডাবল ইঞ্জিন সরকারের ওপর থেকে আস্থা হারিয়েছে মণিপুরবাসী। মাসের পর মাস হিংসা চললেও প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি রাজ্য সফরে যাচ্ছেন না। 'লোকসভার বিরোধী দলনেতা গত ১৮ মাসে তিনবার মণিপুরে গিয়েছেন এবং আমি নিজেও এই সময়ের মধ্যে রাজ্য সফর করেছি' বলে চিঠিতে লিখেছেন কংগ্রেস

দায় কার, কংগ্রেস বিজেপি পত্রযুদ্ধ

সভাপতি।

খাড়গের চিঠির বিষয়বস্তু জানাজানি হতেই পালটা সক্রিয় হয় বিজেপি। খাড়গের অভিযোগ খারিজ করে পালটা চিঠি লিখেছেন বিজেপি সভাপতি নাড্ডা। মণিপুরে অশান্তির জন্য কংগ্রেসকেই দায়ী করেছেন তিনি। নাড্ডার দাবি, কংগ্রেসের নীতির কারণেই মণিপুরে অশান্তি ছড়িয়েছে। রাজ্যে বিদেশি জঙ্গিদের অবৈধ অভিবাসনের সুযোগ দিয়েছে কংগ্রেস। তাদের আমলে জঙ্গি নেতারা বিদেশে পালিয়ে গিয়ে ঘাঁটি তৈরি করেছেন বলেও অভিযোগ বিজেপি সভাপতির। তিনি লিখেছেন, 'মর্মান্তিক ব্যাপার হল, মণিপুরকে অশান্ত করার জন্য কংগ্রেস বারবার চেষ্টা করেছে। মনে হচ্ছে, আপনি ভুলে গিয়েছেন যে আপনাদের সরকার ভারতে বিদেশি জঙ্গিদের অবৈধ অভিবাসনকে বৈধতা দিয়েছে তা-ই নয়, প্রাক্তন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী (পি) চিদম্বরম তাঁদের সঙ্গে চুক্তিও করেছিলেন।'

নাড্ডার বিরুদ্ধে পালটা তোপ দেগেছে কংগ্রেস। শুক্রবার দলের মিডিয়া শাখার প্রধান জয়রাম রমেশ জানিয়েছেন, বিজেপি সভাপতির চিঠি মিথ্যায় ভর্তি। চিঠির ৪টি বিশেষত্ব রয়েছে। এগুলি হল- 'অস্বীকার', 'বিকৃতি', 'বিভ্রান্তি' এবং 'মানহানি'র চেষ্টা।

এলাকাজুড়ে তল্লাশি জারি আধাসেনার। শুক্রবার ইম্ফলে।

বোলাকে মোদির পঞ্চামৃত কলস উপহার

নয়াদিল্লি, ২২ নভেম্বর : বিদেশ সফরে গেলেই উপহার নিয়ে যান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। এবারের ত্রিদেশীয় সফরেও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি। নাইজিরিয়া, ব্রাজিল ও গায়ানা সফরে ৩২টি উপহার নিয়ে গিয়েছিলেন তিনি। প্রতিটি উপহার শিল্পসুষমা ও ভারতীয় ঐতিহ্যে মোড়া। নান্দনিকতায় অতুলনীয়। এর মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য মহারাষ্ট্রের কোলাপুরের সিলোফার পঞ্চামৃত কলস। কারুশিল্পের ঐতিহ্যবাহী পাত্রটি তিনি উপহার দিয়েছেন নাইজিরিয়ার প্রেসিডেন্ট বোলা আহমেদ তিনুবুকে। ব্রাজিলের প্রেসিডেন্ট লুলা দ্য সিলভাকে দিয়েছেন ওরলির আদিবাসী চিত্র। পুনের ঐতিহ্যবাহী ভাস্কর্য রুপোর উট দেওয়া হয়েছে অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী অ্যান্টনি অ্যালবানিজকে। পোর্তুগালের প্রধানমন্ত্রী লুইস মন্টিনিগ্রো পেয়েছেন অদ্ভুত নকশা করা রুপোর দাবা সেট। গায়ানার ফার্স্ট লেডি আরিয়া আলিকে দিয়েছেন জম্মু ও কাশ্মীরের পশমিনা শাল ও জাফরান। সাম্প্রতিক সফরে ৩১টি বৈঠক করেছেন মোদি। রিও ডি জেনেইরোর জি২০ সম্মেলনেও তিনি ছিলেন।

গ্রামবাসীর হামলায় চোখ গেল বাঘিনীর

গুয়াহাটি, ২২ নভেম্বর : লোকালয়ে দেখামাত্রই একটি রয়েল বেঙ্গল টাইগারের ওপর হামলা চালিয়েছিলেন গ্রামবাসীরা। বুধবার সেই হামলায় বাঘিনীর দু'টি চোখই নষ্ট হয়ে গিয়েছে বলে জানিয়েছে বন দপ্তর। ঘটনাটি অসমের নগাঁওয়ের।

বন দপ্তরের আধিকারিকরা জানিয়েছেন, লোকালয়ে ঢুকে পড়েছিল বাঘিনীটি। তাকে দেখে ইট, পাথর, লাঠি দিয়ে মারে স্থানীয় মানুষজন। সেই আঘাতে অবলা প্রাণীর দুটি চোখ নষ্ট হয়ে গিয়েছে।

বছর তিনেকের বাঘিনীটি কামাখ্যার সংরক্ষিত অরণ্য থেকে লোকালয়ে ঢুকে পড়েছিল। চোখের সামনে একটি বাঘ দেখে আতঙ্কিত হয়ে পড়েন গ্রামের মানুষ। দ্রুত খবর ছড়িয়ে পড়ে গ্রামে গ্রামান্তরে। শয়ে শয়ে লোক জড়ো হন বাঘিনীটিকে আটকাতে। এরপর খবর পেয়ে বাঘিনীকে উদ্ধার করে নিয়ে যান বন দপ্তরের আধিকারিকরা।

বন দপ্তরের আধিকারিক বিভূতি মজুমদার বলেন, জুলাইয়ে বন্যার পর থেকে লোকালয়ে বাঘেদের আনাগোনা বেড়েছে। তবে এই বাঘিনীটি কাউকে আক্রমণ করেছিল বলে খবর নেই। তাই বাঘিনীর ওপর হামলার ঘটনাকে কেন্দ্র করে একাংশের মধ্যে ক্ষোভ ছড়িয়েছে। কেউ কেউ মনে করছেন, না মেরে অন্য কোনও পরিকল্পনা করে আগে বন দপ্তরকে খবর দেওয়া যেত।

আহত বাঘিনীটিকে চিকিৎসার জন্য কাজিরাঙার সেন্টার ফর ওয়াইল্ডলাইফ রিহ্যাবিলিটেশন অ্যান্ড কনজারভেশনে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। এই ঘটনায় গ্রামবাসীদের একাংশের বিরুদ্ধে বন দপ্তর অভিযোগ দায়ের করেছে।

জন্মদিনে ভুল করে নিজেকে গুলি পড়ুয়ার

ওয়াশিংটন, ২২ নভেম্বর : অসতর্কতা থেকে বড় বিপদ হতে পারে। এমনকি মৃত্যুও। সেটাই হল উচ্চশিক্ষার জন্য আমেরিকায় যাওয়া ভারতীয় পড়ুয়া আরিয়ান রেড্ডির। নিজের ভুলে জন্মদিনে নিজের মৃত্যু ডেকে আনলেন তিনি। ভারতীয় শিক্ষার্থী আরিয়ানের বন্দুক থেকে ভুলকরে গুলি ছুটে তাঁকেই শেষ করে দিয়েছে। ১৩ নভেম্বর বুধবারের ঘটনা। শুক্রবার তাঁর দেহ ভারতে আসছে।

তেলেঙ্গানার উপ্পলের বাসিন্দা আরিয়ান রেড্ডি স্নাতকোত্তরের জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যান। ভর্তি হন আটলান্টার জর্জিয়া স্টেট বিশ্ববিদ্যালয়ে। তিনি শিকারের জন্য বন্দুকের লাইসেন্স পেয়েছিলেন। বন্দুকের লাইসেন্স পাওয়ার আনন্দ উপভোগ করতে গিয়ে বন্দুক চালাতে ভুল হয়। তাতেই বিপত্তি।

ছেলের মৃত্যুর খবরে শোকে পাথর আরিয়ানের বাবা সুদর্শন রেড্ডি। তিনি বিদেশে ভারতীয় শিক্ষার্থীদের বন্দুকের লাইসেন্স পাওয়ার ব্যাপারে অভিভাবকদের সাবধান করে দিয়েছেন। বলেছেন, 'কোনও মা-বাবাকে এমন মর্মান্তিক ঘটনার মুখোমুখি হতে যেন না হতে হয়।'

সুকমায় সংঘর্ষে হত ১০ মাওবাদী

রায়পুর, ২২ নভেম্বর : ছত্তিশগড়ের সুকমা জেলায় যৌথবাহিনীর সঙ্গে সংঘর্ষে মৃত্যু হল ১০ মাওবাদীর। শুক্রবার সকালে এই সংঘর্ষ হয় ভাণ্ডারপদার এলাকায়। অভিযানে একে-৪৭ রাইফেল সহ একাধিক অস্ত্রশস্ত্র উদ্ধার হয়েছে।

বস্তার অঞ্চলের আইজি পি সুন্দররাজ জানিয়েছেন, ভাণ্ডারপদার জঙ্গলে নকশালদের সন্ধানে তল্লাশি অভিযানের সময় এই সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। ঘটনাস্থল থেকে ইতিমধ্যে ১০টি মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। উদ্ধার হওয়া অস্ত্রশস্ত্রের মধ্যে একে-৪৭ রাইফেল ছাড়া একটি ইনসাস এবং একটি সেল্ফ-লোডিং রাইফেলও রয়েছে।

মাওবাদী দমনে যৌথবাহিনীর সাফল্যে সন্তুষ্ট রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বিষ্ণুদেব সাই। নিরাপত্তাবাহিনীর সাহসিকতার প্রশংসা করে তিনি বলেন, 'রাজ্য সরকার নকশালবাদের প্রতি শূন্য সহিষ্ণুতার নীতি গ্রহণ করেছে। বস্তারে শান্তি প্রতিষ্ঠা ও উন্নয়নের কাজ এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার পাশাপাশি নাগরিকদের সুরক্ষা নিশ্চিত করাই আমাদের অগ্রাধিকার।' তিনি আরও বলেন, '২০২৬ সালের মার্চের মধ্যে ছত্তিশগড় থেকে নকশালদের পুরোপুরি নির্মূল করার লক্ষ্যে আমরা পরিকল্পনা অনুযায়ী এগোচ্ছি।'

চলতি বছরে জানুয়ারি থেকে এপর্যন্ত ২৫৭ জন নকশাল নিহত ও ৮৬১ জন গ্রেপ্তার হয়েছেন। এছাড়া ৭৮৯ জন আত্মসমর্পণ করেছেন পুলিশের কাছে। ২০১০ সালে নিরাপত্তাবাহিনীর সঙ্গে সংঘর্ষে ১,০০৫ জন মাওবাদীর মৃত্যু হয়েছিল। এক বছরে সেটাই ছিল সর্বোচ্চ। এরপর মৃত্যুর সংখ্যা অনেকটাই কমে এসেছে। তবে এখনও দেশের ৩৮টি জেলায় সক্রিয় মাওবাদীরা।

অন্যদিকে তেলেঙ্গানার মুলুগু জেলার ওয়াজেদু মণ্ডলের

তেলেঙ্গানায় মাওবাদী হামলায় হত দুই

পেনুগোলু গ্রামে বৃহস্পতিবার রাতে মাওবাদীদের হামলায় জনজাতি গোষ্ঠীর দুই ব্যক্তির মৃত্যু হয়। পুলিশের গুপ্তচর সন্দেহে ওই দুজনকে হত্যা করা হয়। নিহতরা হলেন পঞ্চায়েত সচিব ইউ রমেশ এবং তাঁর ভাই অর্জুন।

স্থানীয় বাসিন্দারা জানিয়েছেন, মাওবাদীদের ছয়জনের একটি দল পেনুগোলু গ্রামে ঢুকে রমেশ এবং অর্জুনকে তাঁদের বাড়ি থেকে টেনেহিঁচড়ে বের করে এনে ছুরি ও কুঠার দিয়ে কুপিয়ে হত্যা করে চম্পট দেয়।

ডুবোজাহাজ ও নৌকার সংঘর্ষ

পানাজি, ২২ নভেম্বর : একটি জেলেনৌকার সঙ্গে ভারতীয় নৌবাহিনীর ডুবোজাহাজের সংঘর্ষে নিখোঁজ হলেন ২ মৎস্যজীবী। বৃহস্পতিবার ঘটনাটি ঘটেছে গোয়া উপকূলের কাছে। প্রতিরক্ষামন্ত্রকের তরফে শুক্রবার এক বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, গোয়া উপকূলের উত্তর-পশ্চিমে সমুদ্রের ৭০ নটিক্যাল মাইল দূরে নৌবাহিনীর ডুবোজাহাজের সঙ্গে নৌকাটির ধাক্কা লাগে। নৌকায় ১৩ জন মৎস্যজীবী ছিলেন। তাঁদের মধ্যে ১১ জনকে উদ্ধার করা হয়েছে। ২ নিখোঁজের সন্ধানে তল্লাশি চালাচ্ছে নৌ ও উপকূলরক্ষী বাহিনী। ৬টি জাহাজ ও একাধিক নজরদারি বিমানকে ওই এলাকায় পাঠানো হয়েছে।

নমো-যোগ নিয়ে পিছু হটল কানাডা

অটোয়া, ২২ নভেম্বর : খালিস্তানপন্থী জঙ্গি হরদীপ সিং নিজ্জর খুনের ঘটনায় কানাডার সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত রিপোর্ট খারিজ করল সে দেশের সরকার। স্বদেশি সংবাদমাধ্যমের খবর খতিয়ে দেখে শুক্রবার জাস্টিন ট্রুডো সরকার স্পষ্টভাবে জানিয়েছে, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বা তাঁর শীর্ষকর্তাদের বিরুদ্ধে কানাডায় কোনও অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড, বিশেষ করে খালিস্তানি জঙ্গি হরদীপ সিং নিজ্জরের হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে সংশ্লিষ্টতার কোনও প্রমাণ নেই।

বৃহস্পতিবার কানাডার বিভিন্ন সংবাদমাধ্যম কানাডা পুলিশের 'ইন্টিগ্রেটেড হোমিসাইড ইনভেস্টিগেশন টিম' (আইএইচআইটি)-এর সূত্র উদ্ধৃত করে জানিয়েছিল, খালিস্তানি জঙ্গিদের হত্যা করার চক্রান্তের কথা জানতেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি।

এরপরই নয়াদিল্লির তরফে প্রকাশিত রিপোর্টের বিরোধিতা করে বলা হয়, ওই রিপোর্ট 'ভিত্তিহীন' ও 'হাস্যকর'। এরপরই সুর নরম করে কানাডা। শুক্রবার জাস্টিন ট্রুডোর জাতীয় নিরাপত্তা ও গোয়েন্দা উপদেষ্টা নাটালি জি ড্রুইন বলেন, 'অজ্ঞাত সূত্র উদ্ধৃত করে নিজ্জর হত্যায় নরেন্দ্র মোদির যোগ নিয়ে কানাডার একটি সংবাদমাধ্যম যে দাবি করেছে, তার পক্ষে কোনও প্রমাণ সম্পর্কে কানাডা সরকার আদৌ অবগত নয়।'

কানাডার সংবাদমাধ্যম দাবি করেছিল, নিজ্জরকে হত্যার ছক কষেছিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা। প্রধানমন্ত্রী মোদি, বিদেশমন্ত্রী এস জয়শংকর ও জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত দোভালকে সেই ছকের কথা জানানো হয়েছিল। কারণ, শীর্ষনেতৃত্বকে না জানিয়ে এই ধরনের স্পর্শকাতর অভিযান হওয়ার কথাই নয়।

দূষণ রুখতে দিল্লির প্রবেশপথে নজরদারি

নয়াদিল্লি, ২২ নভেম্বর : দিল্লিতে ক্রমবর্ধমান বায়ুদূষণ রুখতে শুক্রবার সুপ্রিম কোর্ট দিল্লি সরকারকে ১১৩টি প্রবেশপথে ট্রাক চলাচল নিয়ন্ত্রণে পর্যাপ্ত পুলিশ মোতায়েন করার নির্দেশ দিয়েছে।

দিল্লির বাতাসের গুণমানের সূচক (একিউআই) 'অতি ভয়ানক' থেকে 'খুব খারাপ' পর্যায়ে উঠেছে। তা সত্ত্বেও সুপ্রিম কোর্ট এখনই সেখানে দূষণ নিয়ন্ত্রণের চতুর্থ মাত্রার বিধিনিষেধ (জিআরএপি-৪) তোলার পক্ষপাতী নয়। এদিন দেশের শীর্ষ আদালত জানিয়েছে, আগামী ৭২ ঘণ্টা দিল্লি এবং লাগোয়া এলাকায় গ্র্যাপ-৪ চালু থাকবে।

রাজধানীর দূষণে আমজনতার হালহকিকতের খোঁজ নিচ্ছেন রাহুল গান্ধি।

শুক্রবার বিচারপতি অভয় এস ওক ও বিচারপতি অগাস্টিন জর্জ মাসিহের ডিভিশন বেঞ্চ বলেছে, 'ট্রাকের প্রবেশ পুরোপুরি বন্ধ হয়েছে বলে আমাদের মনে হয় না। দিল্লি সরকারের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী ১১৩টি পয়েন্টে ট্রাক প্রবেশ বন্ধ করার কথা বলা হয়েছে। কিন্তু কার্যত মাত্র ১৩টি প্রধান পয়েন্টে নজরদারি করা হচ্ছে। বাকি ১০০টি পয়েন্টে কোনও নিয়ন্ত্রণ নেই।' এরপরই বিচারপতি ওক বলেন, 'আমরা এবার সরাসরি কেন্দ্রীয় সরকারকেই নির্দেশ দেব নজরদারিবিহীন

সুপ্রিম নির্দেশ

প্রবেশপথগুলিতে পুলিশ মোতায়েন করতে। একইসঙ্গে দিল্লি স্টেট লিগ্যাল সার্ভিসেস অথরিটিকেও বলব দরকার মতো আইনানুগভাবে স্বেচ্ছাসেবী নিয়োগ করা হোক।'

বিচারপতিরা আরও একটি পাঁচ সদস্যের বার টিম (আইনজীবীদের দল)-কে শনি ও রবিবার দিল্লির সমস্ত প্রবেশপথ পরিদর্শনের নির্দেশ দিয়েছেন। ওই দলের রিপোর্টের ভিত্তিতে আদালত ২৫ নভেম্বর নির্দেশ পর্যালোচনা করবে এবং প্রয়োজনে জিআরএপি স্তর ৪ থেকে কমানো যায় কি না তা নিয়ে সিদ্ধান্ত নেবে। পরের শুনানি ২৭ নভেম্বর।

সুপ্রিম কোর্ট আরও বলেছে, দিল্লি ও আশেপাশের রাজ্যগুলিকে জিআরএপি-৪ মেনে চলতে হবে। প্রয়োজনে প্রবেশপথগুলোর ছবি তোলারও অনুমতি দেওয়া হয়েছে, যাতে কার্যকারিতা সম্পর্কে নির্ভুল তথ্য পাওয়া যায়।

রাহুলকে মানহানির নোটিশ

নয়াদিল্লি, ২২ নভেম্বর : মহারাষ্ট্র ও ঝাড়খণ্ডের বিধানসভা ভোটগণনার আগের দিন জোড়া চাপে কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধি। শুক্রবার লোকসভার বিরোধী দলনেতার বিরুদ্ধে মানহানির অভিযোগে নোটিশ পাঠিয়েছেন মহারাষ্ট্রের বিজেপি নেতা তথা দলের জাতীয় সম্পাদক বিনোদ তাওড়ে। এদিকে মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের 'ভুলো মন' নিয়ে করা মন্তব্যের জন্য রাহুলের কাছে ক্ষমা চাওয়ার দাবি জানিয়েছে চিকিৎসকদের একটি সংগঠন।

সম্প্রতি মহারাষ্ট্রের পালঘরের একটি হোটেলে উঠেছিলেন তাওড়ে। সেই হোটেল ঘিরে ফেলেন বহুজন বিকাশ আঘাড়ি নামে একটি আঞ্চলিক দলের নেতা-কর্মীরা। তাওড়ের ঘর থেকে তাঁরা কয়েকলক্ষ টাকা নগদ উদ্ধার করেন বলে দাবি। বিরোধীদের অভিযোগ, ওই হোটেলে বসে টাকা বিলি করছিলেন তাওড়ে। তাঁর ঘর থেকে যে ডায়ারি পাওয়া গিয়েছে সেখানে ৫ কোটি টাকা লেনদেনের উল্লেখ রয়েছে। কাদের কত টাকা দেওয়া হয়েছে তারও উল্লেখ রয়েছে ডায়ারিতে। নির্বাচন কমিশন তাওড়ের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করেছে। এই ঘটনায় বিজেপির বিরুদ্ধে সুর চড়ান রাহুল সহ কংগ্রেস নেতারা। রাহুল ছাড়াও কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে এবং দলের মুখপাত্র সুপ্রিয়া শ্রীনাতেকেও মানহানির নোটিশ পাঠিয়েছেন তিনি।

সরকারি গাড়িতে প্রাইভেট নম্বর প্লেট

নকশালবাড়িতে নিয়ম ভাঙছে সবপক্ষ

মহম্মদ হাসিম

নকশালবাড়ি, ২২ নভেম্বর : সরকারি নিয়ম ভেঙে গাড়ি নিয়ে যাতায়াত করছেন সরকারি আধিকারিকরা। অভিযোগ, শুধুমাত্র রাজ্য সরকারের অফিসের বিরুদ্ধে নয়, আঙুল উঠেছে কেন্দ্রীয় দপ্তরগুলোর দিকেও। বাদ যাচ্ছেন না জনপ্রতিনিধিরা। অন্যদিকে, সরকারি রাজস্ব ফাঁকি দিয়ে দেদারে গাড়িভাড়া বাবদ বিল তুলছেন মালিকরা। নকশালবাড়ির বিডিও, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি থেকে শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের সভাধিপতি- সকলের ব্যবহৃত সরকারি গাড়ির প্রাইভেট নম্বর প্লেট। তাঁরা সেটাতে চড়ে বৈঠক, এলাকা পরিদর্শনে যাচ্ছেন। প্রাইভেট নম্বর প্লেট লাগিয়ে, বাতি জ্বালিয়ে গাড়ি দিনভর চক্কর দিচ্ছে এপ্রান্ত থেকে ওপ্রান্ত। এব্যাপারে দার্জিলিং জেলার আঞ্চলিক পরিবহণ অধিকর্তা সোনম লেপচার স্পষ্ট ব্যাখ্যা, 'কোনও সরকারি আধিকারিক কিংবা জনপ্রতিনিধি ব্যক্তিগত খরচে প্রাইভেট নম্বর প্লেটের গাড়ি ব্যবহার করতে পারেন। তবে সরকারি তরফে গাড়ির খরচ বহন করা হলে, তাতে প্রাইভেট নম্বর প্লেট লাগানো বেআইনি।'

জানা গিয়েছে, নকশালবাড়ির একটি ইলেক্ট্রনিক্সের দোকান মালিকের গাড়ি ১৫ বছর ধরে নকশালবাড়ি বিডিও অফিসে ভাড়ায় খাটছে। সেটার নম্বর প্লেট প্রাইভেট। আধিকারিক বদলান, তবু সেদিকে নজর যায় না কারও। এদিকে, দিব্যি বিল তুলছেন অভিযুক্ত ব্যবসায়ী। একই অভিযোগ নকশালবাড়ি পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতির গাড়ি নিয়ে। সাত বছর ধরে নকশালবাড়ি পঞ্চায়েত সমিতির কার্যালয়ে এক সিপিএম নেতার গাড়ি প্রাইভেট নম্বর প্লেট লাগিয়ে চলছে। শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের সভাধিপতি অরুণ ঘোষের ক্ষেত্রেও এক ব্যাপার। অথচ নিয়ম বলে, সরকারি দপ্তরের গাড়িতে কমার্সিয়াল নম্বর প্লেট ব্যবহার আবশ্যিক। কমার্সিয়াল নম্বর প্লেট ব্যবহারকারী যানবাহনগুলোকে তিন মাস পরপর রোড ট্যাক্স দিতে হয়। এছাড়া, ইনসুরেন্স বাবদ টাকার পরিমাণ তুলনামূলকভাবে বেশি। প্রাইভেট নম্বরের গাড়িতে এত নিয়ম প্রযোজ্য নয়।

শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের প্রাক্তন সভাধিপতি তাপসকুমার সরকার বলছেন, 'আমাদের সময় অফিসে সভাধিপতির জন্য একটা অ্যাম্বাসেডার ছিল। সেটাতে কমার্সিয়াল নম্বর প্লেট লাগানো হত। মাস গেলে তেল, চালকের বেতন মিটিয়েও প্রচুর বাড়তি খরচ আটকানো যেত। বর্তমান সভাধিপতি সবকিছুই নিয়মের বাইরে গিয়ে করছেন। এটা দুর্নীতি ছাড়া আর কিছু না।' নকশালবাড়ির বিডিও প্রণব চট্টরাজের যুক্তি, 'আমি এখানে দায়িত্ব নেওয়ার আগে থেকে এই গাড়িগুলো অফিসে রয়েছে। নতুন করে কোনও গাড়ি নিইনি। তাই কী নিয়ম রয়েছে, জানা নেই। তবে বিষয়টি আমি দেখব।' শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের সভাধিপতি অরুণ ঘোষও খানিকটা অবাক হয়ে জানালেন, তিনি এসব ব্যাপারে কিছুই জানেন না।

বোল্লা যেন সম্প্রীতির মিলনক্ষেত্র। শুক্রবার বোল্লামেলায় জনজোয়ার। - সংবাদচিত্র

পাহাড়ের পড়ুয়াদের জন্য ট্র্যাক সুট

শিলিগুড়ি, ২২ নভেম্বর : আগামী শিক্ষাবর্ষ থেকে পাহাড়ের সরকারি স্কুলের পড়ুয়াদের ট্র্যাক সুট দেওয়া হবে। গোর্খাল্যান্ড টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের (জিটিএ) চিফ এগজিকিউটিভ অনীত থাপা জানিয়েছেন, রাজ্য সরকার এমন সিদ্ধান্ত নিয়েছে। শুক্রবার এব্যাপারে জিটিএ-কে জানানো হয়েছে।

সমতলের মতোই পাহাড়েও সরকারি স্কুলের পড়ুয়াদের পোশাক দেওয়ার ব্যবস্থা রয়েছে। রাজ্যের অন্য অংশের সঙ্গে পাহাড়েও স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলাদের দিয়ে পোশাক তৈরি করে পড়ুয়াদের বিতরণ করা হয়। কিন্তু সমতলের আবহাওয়ার সঙ্গে পাহাড়ের আবহাওয়ার বিস্তর ফারাক। সেখানে বছরের মধ্যে ন'মাস কার্যত ভালো ঠান্ডা থাকে। সেজন্য সেখানকার স্কুলগুলির পড়ুয়াদের সাধারণ পোশাকে স্কুলে যাওয়া সম্ভব হয় না। ফলে তাঁদের স্কুল পোশাকের ওপরে গরম পোশাক পরতে হয়। এই সমস্যা কাটাতে রাজ্যের কাছে পাহাড়ের পড়ুয়াদের ট্র্যাক সুট দেওয়ার জন্য দরবার করেছিলেন জিটিএ প্রধান।

সম্প্রতি দার্জিলিংয়ে সরসমেলার উদ্বোধন করেন মুখ্যমন্ত্রী। সেখানেই পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের সচিব পি উলগানাথনও এসেছিলেন। সেই সময় অনীত পঞ্চায়েত সচিবের সঙ্গে এই বিষয়টি নিয়ে কথা বলেন। মুখ্যমন্ত্রীকেও বিষয়টি জানানো হয়। এর পরেই পঞ্চায়েত সচিব কলকাতায় ফিরে অনীতের দাবি মেনে চিঠি দিয়েছেন। অনীত এই জন্য পঞ্চায়েত সচিবকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেছেন, 'এবার পাহাড়ের সরকারি স্কুলের ছেলেমেয়েরা ট্র্যাক সুট পাবে। ফলে ঠান্ডায় স্কুলে যাতায়াতে আর সমস্যা হবে না।'

প্যাসেঞ্জারের কোচ

প্রথম পাতার পর

১২ কোচের বালুরঘাট ইন্টারসিটি থেকেও পাঁচটি কোচ কমিয়ে দেওয়া হয়েছে। ১০-এর পরিবর্তে ৫টি কামরা নিয়ে ছুটছে নিউ জলপাইগুড়ি জংশন-বঙ্গাইগাঁও ইন্টারসিটি। নিউ জলপাইগুড়ি জংশন (এনজেপি) হলদিবাড়ি প্যাসেঞ্জার থেকেও দুটি কোচ কমিয়ে দেওয়া হয়েছে। ৫টি কোচ কমেছে শিলিগুড়ি জংশন-বামনহাট ইন্টারসিটি থেকেও। আর তাতেই চরম দুর্ভোগে পড়তে হচ্ছে যাত্রীদের।

এনজেপি-হলদিবাড়ি প্যাসেঞ্জার সবসময়ই অফিসযাত্রীদের ভিড়ে ঠাসা থাকে। ট্রেনটি সকাল ৯টা ৫মিনিটে এনজেপি থেকে ছাড়লেও অন্তত ৪৫ মিনিট আগে না পৌঁছালে জায়গা পাওয়া যায় না বলে বক্তব্য অফিসযাত্রীদের। ট্রেনটির নিয়মিত যাত্রী তরুণকান্তি বসু বলছেন, 'হঠাৎ দেখলাম দুটি কোচ কমিয়ে দেওয়া হয়েছে। কয়েকদিন ধরে গাদাগাদি করে ট্রেনে চাপতে হচ্ছে। নিশ্চয়ই কোচ দুটি অন্য ট্রেনে সংযুক্ত করা হয়েছে।'

সড়কপথে শিলিগুড়ি ও বালুরঘাটের মধ্যে চলাচলের ক্ষেত্রে প্রায় সাত ঘণ্টা লেগে যায়। ট্রেন যাত্রাতেও খুব একটা কম সময় লাগে না। কিন্তু দীর্ঘপথের যাত্রায় স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য অনেকেই ট্রেনটিতে সওয়ার হন। যার জন্য ভিড় থাকে প্রত্যেকদিনই। কোচ কমে যাওয়ায় দিন-দিন দুর্ভোগে পড়তে হচ্ছে যাত্রীদের। গত সপ্তাহের অভিজ্ঞতা তুলে ধরে গঙ্গারামপুরের নয়াবাজারের বাসিন্দা আশি ঊর্ধ্ব গীতশ্রী বন্দ্যোপাধ্যায় বলছিলেন, 'এত ভিড় যে অর্ধেক পথ দাঁড়িয়ে শিলিগুড়িতে এসেছি। বাকিটা পথও দাঁড়িয়ে থাকতে হত যদি বয়সের দিকে তাকিয়ে একজন জায়গা না ছেড়ে দিতেন।'

শুক্রবার তো ট্রেনটিতে ওঠার জন্য যাত্রীদের মধ্যে ধুন্ধুমার কাণ্ড বেধে যায়। ট্রেনে উঠতে না পারা উত্তর ভারতনগরের দুলাল সূত্রধর বললেন, 'দু'ঘণ্টা আগে সকাল ৬টায় স্টেশনে পৌঁছেও ট্রেনে উঠতে পারিনি। বাসেই রওনা দিয়েছি বোল্লাকালীর পুজো দেব বলে।'

জিএস কোচগুলি অন্য ট্রেনে যুক্ত করা হয়েছে জানতে পেরেই এক যাত্রী বললেন, 'মাছের তেলে মাছ ভেজে বাহবা কুড়োচ্ছে রেল।'

ইস্তফার হুঁশিয়ারি

প্রথম পাতার পর

অফিসার ছাড়া শিশু বিভাগ স্থানান্তরিত করা হলে তা মেনে নেব না।' গত বৃহস্পতিবার চারজন শিশু বিশেষজ্ঞ নিজেদের প্রতিবাদ জানিয়ে সুপারের কাছে ইস্তফার সূচনা লিখিতভাবে জমা দিয়েছেন। ছয়জন স্ত্রীরোগবিশেষজ্ঞ শুক্রবার আপত্তি জানিয়ে নিজেদের সুপারকে ইস্তফার সূচনা দিয়েছেন।

বর্তমানে সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে প্রসূতি বিভাগ ও সিক নিউবর্ন কেয়ার ইউনিট (এসএনসিইউ) চলছে। অ্যাসোসিয়েশন অফ হেলথ সার্ভিস ডক্টরসের কেন্দ্রীয় কমিটির সহ সম্পাদক তথা এসএনসিইউ'র চিকিৎসক পার্থ ভদ্র বলেন, '২০১৭ সালেও জেনারেল ডিউটি মেডিকেল অফিসার দ্রুত নিয়োগ করার আশ্বাস দিয়ে এই হাসপাতালে পরিষেবা শুরু হয়েছিল। কিন্তু নিয়োগ হয়নি। ফলে পর্যাপ্ত মেডিকেল অফিসার ছাড়া শিশু বিভাগ স্থানান্তরিত করা হলে পরিষেবা বিঘ্নিত হবে। তাই মোট ১০ জন বিশেষজ্ঞ চিকিৎক সুপারকে ইন্টিমেশন অফ রেজিগনেশন লিখিতভাবে দিয়েছি। আমাদের দাবি না মেনে সিদ্ধান্ত নেওয়া হলে যে সংকট তৈরি হবে তার দায় স্বাস্থ্য প্রশাসনকে নিতে হবে।'

আইএমএ'র ইসলামপুর শাখার সম্পাদক তথা শিশু বিভাগের চিকিৎসক সায়ন্তন কুণ্ডু বলেছেন, 'মহকুমা হাসপাতালে শিশু বিভাগ মসৃণভাবেই চলছে। তারপরেও স্বাস্থ্য প্রশাসনের বিভাগটি স্থানান্তরিত করা নিয়ে আমাদের আপত্তি নেই। কিন্তু পর্যাপ্ত জেনারেল ডিউটি মেডিকেল অফিসার ছাড়া বিভাগ স্থানান্তরিত করার যে পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে তা বাস্তবসম্মত নয়। ফলে স্বাস্থ্য প্রশাসন অবস্থান বদল না করলে আমরা রিজাইন দেব বলে লিখিতভাবে জানিয়েছি।'

স্বাস্থ্য প্রশাসনের নির্দেশ অনুসারে আগামী ২ ডিসেম্বর শিশু বিভাগ স্থানান্তরিত করার দিন ধার্য করা হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে ১০ জন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের চাকরি ছাড়ার হুঁশিয়ারি মেনে স্বাস্থ্য প্রশাসন অবস্থান বদল করবে নাকি নিজের অবস্থানে অনড় থাকবে সেটাই দেখার বিষয়।

রেলযাত্রীদের বিক্ষোভ

কিশনগঞ্জ, ২২ নভেম্বর : কিশনগঞ্জের ঠাকুরগঞ্জ স্টেশনে শুক্রবার সকালে শিলিগুড়ি থেকে বালুরঘাটগামী ইন্টারসিটি এক্সপ্রেসে বোল্লাকালী দর্শনার্থীদের ভিড়ের কারণে সাধারণ যাত্রীদের ট্রেন ধরতে নাজেহাল অবস্থা। এদিন সকালে প্রায় শতাধিক মানুষ বালুরঘাটের বোল্লাকালী দর্শনের জন্য বালুরঘাটগামী ইন্টারসিটি ধরতে স্টেশনে জমায়েত হন। অত্যধিক ভিড়ের কারণে কিশনগঞ্জ সদরের বিভিন্ন সরকারি দপ্তরের নিত্যযাত্রীরা ট্রেনে চাপতে পারেননি। এছাড়া বোল্লাকালী দর্শনের জন্য আসা যাত্রীদের অনেকেই ট্রেন ধরতে পারেননি।

ট্রেন ধরতে না পারার কারণে স্টেশন চত্বরে বিক্ষোভ দেখান যাত্রীরা। পাশাপাশি টিকিটের মূল্য ফেরতের দাবিতে সরব হন তাঁরা। শেষপর্যন্ত আরপিএফ, জিআরপি ও রেলের আধিকারিকরা বিক্ষুব্ধদের শান্ত করেন। তাঁদের টিকিটের মূল্য ফেরত দেওয়া হয়।

রেল পুলিশ থানার ওসি অনুজ কুমার জানান, বালুরঘাটের বোল্লাকালীপুজোর মেলায় যাবার জন্য এই ট্রেনে যাত্রীদের অস্বাভাবিক ভিড় হয়। ফলে অনেকেই ট্রেনে চাপতে পারেননি।

পুজো দিতে গিয়ে পকেটে টান

গঙ্গারামপুরে লাগামছাড়া হোটেল ভাড়া

ভাস্কর বাগচী ও সাজাহান আলি

গঙ্গারামপুর ও পতিরাম, ২২ নভেম্বর : ভরা পর্যটন মরশুমের দার্জিলিংকে হার মানাল দক্ষিণ দিনাজপুরের গঙ্গারামপুর। চাহিদার জল মেপে দার্জিলিং সহ উত্তরবঙ্গের পাহাড়ি এলাকা এবং ডুয়ার্সে হোটেল ভাড়া অন্য সময়ের তুলনায় দ্বিগুণ বাড়ানো হয়, এদিকে গত কয়েকবছর ধরে বোল্লার রক্ষাকালীপুজোর সময় গঙ্গারামপুরের হোটেল ব্যবসায়ীদের অধিকাংশ ভাড়া হাকাচ্ছেন চার থেকে পাঁচগুণ। কখনও আবার তারও বেশি।

শিলিগুড়ি থেকে পুজো দিতে আসেন রণেন সরকার। শোনালেন নিজের অভিজ্ঞতা, 'আমি গত মাসে গঙ্গারামপুর বাসস্ট্যান্ডের সামনে একটি হোটেল বুক করেছি। গতবার ভাড়া ২ হাজার টাকা দিলেও এবার সেখানে চাইছে চার হাজার। উপায় নেই, অনলাইনে তাই অ্যাডভান্স করে দিয়েছিলাম।'

সামগ্রিক পরিস্থিতির ওপর নজর রাখলে দেখা যাবে, সারাবছর যে ঘরের ভাড়া ৮০০ থেকে ৯০০ টাকার মধ্যে ঘোরাফেরা করে, পুজোর কয়েকদিন আগে তা বেড়ে দাঁড়ায় ৫ থেকে ৬ হাজার টাকা। এরপর দিন যত কমে আসবে অর্থাৎ দর্শনার্থীদের ভিড় যত বাড়বে, তত গতি পাবে মূল্যবৃদ্ধি। পুজো দিতে এসে তো আর ঘুরে যাওয়া যায় না, তাই বাধ্য হয়ে বাড়তি খরচ বহন করছেন দূরদূরান্ত থেকে আসা মানুষ। তাঁদের এই 'নিরুপায় অবস্থা'র সুযোগ নিচ্ছেন হোটেল ব্যবসায়ীদের একটা বড় অংশ।

এব্যাপারে প্রশ্ন করতেই মুখে হাসি ফুটল তাঁদের। বললেন, 'এটাই তো আমাদের কামাই করার সময়। সারা বছর তো আর এত মানুষ হোটেলে আসেন না। সারা বছরের বেশিরভাগ খরচ এখন তুলে নিতে হচ্ছে।'

বোল্লা রক্ষাকালীপুজোতে বহু দর্শনার্থী আসেন জেলার বাইরে থেকে। তাঁদের মধ্যে বেশিরভাগ শিলিগুড়ির। ভিড়ের কথা মাথায় রেখে এবং শেষমুহূর্তের ঝামেলা এড়াতে দু'-তিন মাস আগে থেকে শুরু হয়ে যায় হোটেল বুকিং। বাড়তি খরচ অবশ্য সেই পদ্ধতিতেও এড়ানো যায় না। অন্যদিকে, বুকিং ছাড়া যাঁরা আসছেন, তাঁদের কাছে চাওয়া হচ্ছে আরও বেশি।

কয়েক বছর ধরে পুজো দেন হাকিমপাড়ার বাসিন্দা নান্টু সরকার। অভিযোগ, 'হোটেল ব্যবসার নামে রীতিমতো লুটপাট চলছে এখানে। অতিরিক্ত ভাড়া নেওয়া হয় বটে, তবে অধিকাংশ হোটেলে জঘন্য পরিষেবা। বালিশ, বিছানার চাদর অপরিচ্ছন্ন। ন্যূনতম পরিষেবাটুকু দেন না অনেকে।'

এই বিতর্কে হোটেল ব্যবসায়ীরা মুখ খুলতে নারাজ। তবে নাম না প্রকাশ করার শর্তে একজন বললেন, 'গঙ্গারামপুর তো আর দার্জিলিং কিংবা ডুয়ার্স নয়, যেখানে সারাবছর লোক আসবেন। তাই এই দু'দিন ঘরভাড়া একটু বেশি থাকে।' দর্শনার্থীদের ক্ষোভ, পরিস্থিতি সামলাতে প্রশাসন পদক্ষেপ করছে না। যদিও দক্ষিণ দিনাজপুরের পুলিশ সুপার চিন্ময় মিত্তালের আশ্বাস, 'বিষয়টি খতিয়ে দেখা হবে।'

৩০ কেজি গয়নায় সাজ রক্ষাকালীর

সাজাহান আলি

পতিরাম, ২২ নভেম্বর : কঠোর নিরাপত্তায় হিরে, সোনা ও রুপোর তৈরি ৩০ কেজি অলংকারে সেজে উঠলেন বোল্লার রক্ষাকালী। দেবীকে দেখতে বোল্লামেলা যেন পরিণত হয়েছিল সম্প্রীতির মেলায়।

গৌড়বঙ্গের তিন জেলার মানুষ তো বটেই, ভিনরাজ্য থেকে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষ বোল্লায় এসেছেন পুজো দিতে। দিল্লি থেকে এসেছেন মিত্রা সাহা, শিলিগুড়ির বাসিন্দা সুব্রত সরকার, রায়গঞ্জের তীর্থদীপ চক্রবর্তী, মালদার বিক্রম বর্মন। এসেছেন সফিকুল ইসলাম, সাকিরা বেগম, নজরুল হকরা। এসেছেন বিহারের কাটিহার থেকে মহম্মদ শরিফ। প্রত্যেকেই এসেছেন নিজ নিজ মনস্কামনা পূরণে। বোল্লায় মেলা প্রাঙ্গণে শুধুই কালো কালো মাথা।

রক্ষাকালী মন্দিরে প্রবেশপথের প্রায় দেড় কিলোমিটার আগে থেকে নানা সামগ্রী নিয়ে দোকান সাজিয়ে বসেছেন ব্যবসায়ী। মিষ্টি, তেলেভাজা, রোল-মোগলাই, মনোহারি, খেলনা, কাঠ ও বাঁশের আসবাবপত্র, লোহার জিনিসপত্র, গৃহস্থালীর সামগ্রী, পোশাকের দোকান। আর ভোগের দোকানের তো কথাই নেই। বাতাসা, খুরমা, নানা ধরনের কদমা সাজিয়ে বসেছেন পসারিরা।

সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষায় মেলা কমিটির তরফেও মন্দিরের মাত্র ১০০ মিটার দূরে বোল্লা কবরস্থানের পবিত্রতা রক্ষায় মেলা কমিটির তরফে মাইকে বারবার ঘোষণায় মেলায় আসা মানুষজনকে সচেতন করা হচ্ছে।

পুজো কমিটির সদস্যদের দাবি, গত বছর প্রতিমার শরীরে ছিল সোনা, রুপো মিলিয়ে প্রায় ২৩ কেজির অলংকার ছিল। এবছর সেই পরিমাণ প্রায় ৩০ কেজি। সোনার তৈরি গলার হার, সোনার খড়্গ, হাতের বাজি, চুর, জিহ্বা, মাথার টিকলি, কানপাশা, কানের দুল, গলার চিক, দুটি সীতাহার, মঙ্গলসূত্র ইত্যাদি। হিরের অলংকারের মধ্যে রয়েছে আংটি, চোখ, কপালে সোনার উপর বসানো হিরের টিপ। পাশাপাশি রুপোর অলংকারের মধ্যে থাকছে ৪ কেজি ওজনের দেবীর পায়ের নূপুর, রুপোর ২ কেজি ওজনের ৮ ফুট লম্বা মুণ্ডমালা , কোমর বিছা।

বোল্লার রক্ষাকালী প্রতিমা। শুক্রবার। ছবি : মাজিদুর সরদার

দিল্লি থেকে বোল্লায় পুজো দিতে এসেছেন অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষিকা মিত্রা সাহা। তিনি জানালেন, 'বোল্লা মায়ের কাছে মনোবাসনা পূর্ণ করার জন্য পুজো দিতে এসেছি। মাকে দর্শন করে পুজো দিয়ে মেলা উপভোগ করার ইচ্ছে রয়েছে। তপনে আমার শ্বশুরবাড়ি এবং মালদা শহরে বাবার বাড়ি। কর্মসূত্রে বহু দূরে থাকলেও বোল্লা মেলার আকর্ষণ অনুভব করি।' শিলিগুড়ির বাসিন্দা সুব্রত সরকারের কথায়, 'সারা বছর ভীষণ কাজের চাপে ক্লান্ত হয়ে বোল্লায় পুজো দিতে এসে অদ্ভুত শান্তি ও তৃপ্তি অনুভব করি। ঝাড়খণ্ডের বাসিন্দা নগেন্দ্রপ্রসাদ সাউ মনে করেন, 'এত মানুষের মাঝে লাইনে দাঁড়িয়ে প্রতিমা দর্শন, পুজো দিয়ে নিজেকে গর্বিত মনে হয়।' কলকাতার বাসিন্দা সুজয় সরকার, রায়গঞ্জের তীর্থদীপ চক্রবর্তী, মালদার সফিকুল ইসলাম, সাকিরা বেগমরা জানান, 'মনোবাসনা পূরণের জন্য বোল্লায় আসা।'

পুরোহিত গৌতম চক্রবর্তী জানান, 'এখানে বৈষ্ণব ও তান্ত্রিক মতে মায়ের পুজো হয়। কয়েক বছর ধরে অহিন্দু মানুষজন বিভিন্ন মনোবাসনা নিয়ে মায়ের কাছে পুজো দিতে আসেন। আমি নিজেও অনেকের সেই পুজো দিয়েছি। ভক্তদের মনোবাসনা পূরণের খবর পেলে পুরোহিত হিসাবে পুজো দিতে পেরে আমার মনটা গর্বে ভরে যায়।'

সিজার-বিভ্রাটের

প্রথম পাতার পর

থানায় অভিযোগ করতে চাইলেও তিনি পরে গড়িমসি শুরু করেন। এদিকে, তার আগেই ভুয়ো ইউএসজি রিপোর্ট তৈরির অভিযোগ দায়ের করে নকশালবাড়ির একটি ডায়াগনস্টিক সেন্টার। ঘটনায় একটি তদন্ত কমিটিও গড়ে স্বাস্থ্য দপ্তর। সেই রিপোর্ট প্রকাশ্যে না এলেও এদিন খোলসা হয়ে যায় পুরো বিষয়টি।

সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে এদিন পুলিশ দম্পতি ও আদিবাসী মহিলার বিরুদ্ধে কোনও আইনি ব্যবস্থা নেয়নি। দম্পতিকে আটক করে প্রথমে জিজ্ঞাসাবাদ করেন নকশালবাড়ির সিআই সৈকত ভদ্র। এরপর তাঁদের সতর্ক করে ছেড়ে দেওয়া হয়। পুলিশ সূত্রে খবর, শিশুটিকে তাঁর নিজের মায়ের কাছেই ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে। এদিকে, থানা থেকে বাড়ি ফেরার পর স্থানীয়দের দোষারোপ করতে শুরু করেন ওই দম্পতি।

তাঁদের প্রতিবেশী সুশীল মণ্ডল বলছেন, 'এত নাটকীয় ঘটনা আমরা আগে দেখিনি। এদিন ওরা থানা থেকে ফিরে এসেই ঘটনার জন্য পাড়াপ্রতিবেশীকে গালমন্দ করতে থাকে।'

দম্পতিকে এই ঘটনা নিয়ে একাধিক প্রশ্ন করা হলেও তার জবাব দেননি। পরে ফোনে যোগাযোগ করা হলেও ফোন কেটে দেন।

কলেজে ভোটের ডাক নেত্রীর

জলপাইগুড়ি, ২২ নভেম্বর : নির্বাচনের নাম নেই। আর সেই সুযোগে কলেজগুলোতে চলছে গুন্ডারাজ। শুক্রবার জলপাইগুড়িতে সাংবাদিক বৈঠকে রাজ্যের কলেজগুলো নিয়ে এই অভিযোগ তুললেন ছাত্র পরিষদের রাজ্য সভানেত্রী প্রিয়াংকা চৌধুরী।

তিনি বলেন, 'কলেজগুলোতে দীর্ঘ সময় নির্বাচন বন্ধ রেখেছে শাসকদল। ছাত্র রাজনীতির পরিবেশ বিপন্ন। তোলাবাজি, গুন্ডামি ছাড়া কিছুই নেই। ভয় দেখিয়ে ছাত্রছাত্রীদের শাসকদলের মিছিলে যেতে বাধ্য করা হচ্ছে।'

আদানির গ্রেপ্তারিতে মার্কিন সক্রিয়তা

প্রথম পাতার পর

হোয়াইট হাউসের প্রেস সচিব ক্যারিন জিন পিয়ের শুক্রবার সাংবাদিক বৈঠকে বলেন, 'মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ভারতের সম্পর্ক মজবুত ভিতের ওপর দাঁড়িয়ে। বিভিন্ন আন্তর্জাতিক বিষয়ে দু'দেশের মধ্যে সমস্ত রকম সহযোগিতা রয়েছে। আমরা বিশ্বাস করি, যাবতীয় প্রতিকূলতা কাটিয়ে আমরা এগোতে পারব।' সন্দেহ নেই, আমেরিকা যতই আশ্বাস দিক, গ্রেপ্তারি পরোয়ানা কার্যকর করতে উদ্যোগ নেওয়া হলে ভারতের পক্ষে চরম অস্বস্তিকর হয়ে উঠবে।

অভিযোগ, ২০২১ সালে সোলার এনার্জি কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়ার সঙ্গে চুক্তি স্বাক্ষরে গড়িমসি করছিলেন অন্ধ্রের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী জগন্মোহন রেড্ডি। সমস্যা দূর করতে সে বছরের অগাস্টে তাঁর সঙ্গে বৈঠক করেন আদানি। চুক্তি স্বাক্ষরের বিনিময়ে মোটা অঙ্কের ইনসেনটিভ দেওয়ার ব্যাপারে কথা হয়েছিল বলে অভিযোগ।

তবে জগনের দল ওয়াইএসআর কংগ্রেস তাদের সরকারের আদানি গোষ্ঠীর সঙ্গে চুক্তির কথা অস্বীকার করছে। মার্কিন বিচার দপ্তরের অভিযোগ, অন্ধ্রপ্রদেশ সরকারের এক আধিকারিককে ১,৭৫০ কোটি টাকা ঘুষ দেওয়ার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল। আদানি-জগন বৈঠকের কয়েকদিন পরে সোলার কর্পোরেশনের থেকে ৭ গিগাওয়াট সৌরবিদ্যুৎ কিনতে সম্মত হয়েছিল অন্ধ্রপ্রদেশ।

উত্তরবঙ্গে এখন ধান্দার নরকে বাস

প্রথম পাতার পর

দখল করে রিসর্ট নির্মাণের চেষ্টার অভিযোগ। রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়ে উন্নয়নের কোটি কোটি টাকার তছরুপের প্রমাণ ক্যাগ রিপোর্টে। জাল নোট পাচার, আগ্নেয়াস্ত্রর কারবার, মাদকের ব্যবসায় মালদা সারাবছরই সংবাদ শিরোনামে।

চাকরি দেওয়ার নাম করে টাকা হাতানো, নদী থেকে অনুমতিহীন বালি-পাথর খনন, নদী বা সরকারি জমি দখল করে বেআইনি নির্মাণ ইত্যাদি এখন জলভাত উত্তরবঙ্গে। ট্যাব দুর্নীতির ছোঁয়া দিনহাটাতেও। টাকা আর টাকা... শুধু কাঞ্চনের লোভে ছুটছে উত্তরবঙ্গ। যার একটি কানাকড়িও বৈধ রোজগার নয়। নৈতিক পথে উপার্জন হবেই বা কোথা থেকে! চাকরির সংস্থান কোথাও নেই। চা ছাড়া শিল্প বলে কিছু নেই। সরকারি চাকরিতে নিয়োগ বন্ধ। পর্যটন সম্ভাবনা থাকলেও পরিকাঠামো নেই।

মোটা অঙ্কের ঘুষ দিয়ে দু-একটা চাকরি বাগালে লক্ষ্য থাকে, কীভাবে কত দ্রুত উপরি কামিয়ে ঘুষের টাকাটা তুলে নেওয়া যায়। শিক্ষকরাও সে কারণে দুর্নীতিতে জড়ান। ট্যাব কেলেঙ্কারিতে ধৃতদের অন্তত ২ জন শিক্ষক। মিড-ডে মিলের চাল চুরিতে শিক্ষকরা জড়িত শুনলে মনটা ছ্যাছ্যা করে ওঠে। শিক্ষক দম্পতির সন্তান তো! শিক্ষকদের দুর্নীতি তাই পাঁজর ভেঙে দেয়।

ভাবতে বসি, সারল্য, স্বাভাবিকতা হারিয়ে গেল কেন? সিপিএম নেতা প্রমোদ দাশগুপ্তের ব্রেন চাইল্ড পঞ্চায়েত ব্যবস্থা মানুষকে স্বশাসন দিয়েছিল। দুর্নীতির ভিসুভিয়াসের মুখও খুলে দিয়েছিল। বরাতপ্রাপ্ত কাজের ৫ শতাংশ কমিশন পঞ্চায়েত প্রধানদের দেওয়াটা ঠিকাদাররা নিয়ম করে ফেললেন। কোনও সৎ প্রধান নিতে না চাইলে তাঁর বৌকে দিয়ে আসা হত, বৌদি এটা রাখুন বলে।

ক্রমে ক্রমে লোভ বাড়ল। কমিশনের পরিমাণ বাড়ল। শুধু প্রধান নয়, অন্য সদস্য থেকে পঞ্চায়েত সমিতি, জেলা পরিষদ, পুরসভায় ছড়িয়ে পড়ল কমিশনের বিষ। বৈধ পথে চাকরি দুর্লভ হয়ে গেল। মোটা নজরানা না দিলে ব্যবসা করাও দায়। রাজনৈতিক বলয়ের অংশ হয়ে গেলেন ঠিকাদাররা। কালক্রমে শুধু টাকা জোগানোর গৌরী সেন রইলেন না ঠিকাদাররা, হয়ে উঠলেন দলের নিয়ন্ত্রক। সাধে কী সিপিএম নেতা বিনয় চৌধুরী সরকারটাকে 'অফ দি কনট্রাক্টর্স, বাই দি কনট্রাক্টর্স' বলেছিলেন।

তৃণমূল জমানায় অবশ্য ঠিকাদাররাই হয়ে গেলেন নেতা। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় একবার হুঁশিয়ারি দিলেন, ঠিকাদারি আর তৃণমূল একসঙ্গে- কভি নেহি কভি নেহি। বলাই সার, অচলায়তনে সামান্য ধাক্কাও লাগল না। ঠিকাদাররাজ জিন্দাবাদ জমানা চলছে। ঠিকাদার, প্রোমোটাররা কিন্তু সাধারণ ঘরের ছেলেমেয়ে। তাঁদের দোষ কী? চাকরি নেই। ব্যবসা করার পুঁজিও নেই। ধান্দাবাজি আর নেতাদের তেল (পড়ুন কাটমানি) দিয়ে ট্যাঁকে মোটা টাকা ঢোকা তো বাঘের রক্তের স্বাদ পাওয়ার মতো।

সেই স্বাদের টানে সাধারণ ঘরের ছেলেমেয়েদের জীবনেও এখন ধান্দা জিন্দাবাদ। সাদা না কালো দেখার দরকার নেই, টাকা তো। জীবন ভরে উঠছে বিলাসব্যসনে, যথেচ্ছাচারে। নীতি নিয়ে যেহেতু মাথাব্যথা নেই এবং উপযুক্ত কাজ দেওয়ার ক্ষমতা নেই, তাই এই কালাধান্দায় প্রশ্রয় জুগিয়ে যান সব শাসকদলের নেতারা। দলের তহবিল যত না স্ফীত হয়, তার কয়েক গুণ ঢোকে নেতাদের ট্যাঁকে।

অন্যের টাকা, জমি হাপিস করে দেওয়ার মতো ঘৃণ্য কারবার তাই জেনেও চোখ বন্ধ তৃণমূল নেতাদের। চোপড়ায় ট্যাব কেলেঙ্কারি অজানা ছিল না সেখানকার নেতাদের। তাঁরা চোখ বন্ধ রাখলে পদক্ষেপ করার সাহস পুলিশ বা প্রশাসনেরও থাকে না। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ভরপুর উত্তরের জনপদ তাই সারল্য হারিয়ে ধান্দার নরকে পরিণত হয়েছে।

ধৃত আরও ৩

প্রথম পাতার পর

এলাকায় চিরুনি তল্লাশি করেও তাদের খোঁজ না মেলায় পুলিশের ধারণা, বিহার অথবা নেপালে পালিয়ে যেতে পারে অভিযুক্তরা। চোপড়া থানার আইসি সুরজ থাপা বলছেন, 'রাতে রানাঘাট ও হুগলি পুলিশের সঙ্গে যৌথ অভিযানে তিনজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।'

এই ধরপাকড়ের মাঝে পুলিশ মাঝিয়ালির টিআইসি'র খোঁজ করায় জল্পনা বেড়েছে। শুক্রবার স্কুলে পৌঁছাতেই দেখা গেল, শিক্ষকরা কেউই মুখ খুলতে রাজি নন। মাধ্যমিক পড়ুয়াদের টেস্ট চলছে। স্কুলের পরিবেশ রীতিমতো থমথমে। প্রশ্ন করতেই এক শিক্ষক চাপা গলায় বললেন, 'সবই তো জানেন। কিছু বলা যাবে না। ক্ষমা করবেন।'

অভিযুক্ত শিক্ষককে সারাদিনে একাধিকবার ফোন করা হলেও তিনি সাড়া দেননি। স্কুল পরিচালন কমিটির পদাধিকারীরাও বিষয়টি নিয়ে মুখে কুলুপ এঁটেছেন। তবে তৃণমূলের চোপড়া ব্লক সভাপতি প্রীতিরঞ্জন ঘোষ বলছেন, 'বর্তমান টিআইসি ট্যাব কাণ্ডে অভিযুক্ত। ফলে এখনই কিছু বলা ঠিক হবে না। পুলিশ তদন্ত করছে।'

ইতিমধ্যে চোপড়ার এক প্রাথমিক শিক্ষক ট্যাব কাণ্ডে পুলিশের জালে। এরই মাঝে হাইস্কুলের টিআইসি তথা তৃণমূল শিক্ষক সংগঠনের নেতার নাম জড়িয়ে যাওয়ায় এলাকায় চর্চা চরমে।

ধুনকরদের পেশায় ভাটার টান

কম্বলের চাপে কাহিল লেপ

আধুনিকতা আর মূল্যবৃদ্ধির সাঁড়াশি চাপে পড়ে গিয়েছেন লেপতোষকের কারিগররা। আগে একটি লেপ বানাতে হাজার-বারোশো টাকা লাগত। এখন তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে দুই থেকে তিন হাজার টাকায়। এই খরচে হালকা এবং সস্তা কম্বল বা কম্ফর্টার দুটো হয়ে যাবে। স্বভাবতই এর প্রতিকূল প্রভাব পড়ছে ধুনকরদের পেশার উপরে, আলোকপাত করলেন মাম্পি চৌধুরী

শিলিগুড়ি, ২২ নভেম্বর : এক সময় ধুনকরদের ধুননযন্ত্রের টংকারে এই শহরে শীত নামত। ওঁরা ফাঁকা মাঠে, বাড়ির রাস্তায়, ছাদে তুলো পেটাতেন। আর তার শব্দ হত ডুং ডুং, টুং টাং, ডুং ডুং টুং টাং, ঢ্যাপ ঢ্যাপ টুং টাং। সেই শব্দের ছন্দে তুলো ছিটকে ছিটকে জমা হত দূরে।

আর এখন নভেম্বরের শেষ লগ্নেও শিলিগুড়িতে শীতের দেখা নেই। তাই ধুনকরদেরও আর সেভাবে দেখা যায় না। একসময় শীতের শুরুতেই ধুনকরদের লেপ-কম্বল বানাতে গিয়ে নাওয়া-খাওয়া ভুলে থাকতে হত। এখন চার-পাঁচদিন পেরিয়ে গেলেও বউনি হয় না। বাজারে সবকিছুর দাম নাগালের বাইরে। লেপতোষক সেলাই করে সংসার চালানোটা এখন তাঁদের কাছে স্বপ্নের মতো।

মহম্মদ সাব্বির শিলিগুড়ি শহরের এনজেপি মেইন রোডে দীর্ঘ ৩০ বছর ধরে লেপ বানিয়ে চলেছেন। এই পেশা তাঁর পৈতৃক। ৭-৮ বছর আগেও প্রতিদিন ১০ থেকে ১২টি লেপ তৈরি করতেন। এখন সাকুল্যে দুই বা তিনটি লেপ তৈরি করেন। বর্তমানে তাঁর নতুন প্রজন্ম এই পেশার সঙ্গে আর যুক্ত থাকতে চায় না। কারণ এতে এখন তেমন আয় নেই বললেই চলে।

আসলে দ্রুত তালে দিন বদলাচ্ছে। লেপের জায়গায় চলে এসেছে আধুনিক রংচঙে কম্বল আর কম্ফর্টার। এই জিনিসগুলি দেখতে যেমন সুন্দর, তেমনই খুব হালকা হওয়ায় নাড়াচাড়া করতেও খুব সুবিধে। নকশা করা এইসব কম্বল শৌখিন মানুষকে কাছে টানে। সস্তা থেকে দামি বিভিন্ন দামে পাওয়া যাচ্ছে এসব কম্বল।

আগে যেখানে প্রতিদিন ধুনকররা দুই থেকে পাঁচ হাজার টাকা পর্যন্ত রোজগার করতেন। এখন সেখানে মাসে খুব কষ্টে ৫০০ টাকা উপার্জন হয়। আধুনিকতা আর মূল্যবৃদ্ধির সাঁড়াশি চাপে পড়ে গিয়েছেন তাঁরা। আজ থেকে ৬ বছর আগে যেখানে কিলোপ্রতি তুলো ২০-২৫ টাকা ছিল এখন তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৬০-৭০ টাকা। সঙ্গে বেড়েছে কাজের মজুরি। একটি লেপ বানাতে তখন হাজার-বারোশো টাকা লাগত। এখন তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে দুই থেকে তিন হাজার। এই খরচে হালকা এবং সস্তা কম্বল বা কম্ফর্টার দুটো হয়ে যাবে। স্বভাবতই এর প্রতিকূল প্রভাব পড়ছে ধুনকরদের পেশার উপরে।

অপরদিকে, মহাবীরস্থানের লেপ ব্যবসায়ী জাবেদ আলি বলেন, 'ঘর ভাড়া এবং দোকান ভাড়া দিয়ে এই পেশা বয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। এই মুহূর্তেই ব্যবসা ছেড়ে অন্য পথ আমাদের খুঁজে নিতে হবে।' আজাদ আলির বক্তব্য, 'পৈতৃক পেশা ছেড়ে দিলে চলবে না। বর্তমানে রেডিমেড লেপ, কম্বল এবং আবহাওয়ার পরিবর্তনের সঙ্গে আমাদের লড়তে হচ্ছে।'

বিধান মার্কেটের কম্বলপট্টিতে কম্বল কিনতে এসেছিলেন গৃহবধূ শুক্লা দাস, ডলি কর্মকার বলেন, কম্বল ওজনে অনেকটাই হালকা। বিভিন্ন জায়গায় বহন করা যায় এবং ধুতেও সুবিধে। তবে প্রবল শীত পড়লে হাজার কষ্ট হলেও লেপ ব্যবহার করি। তবে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করি কম্বল ব্যবহার করতে। অপরদিকে, শিলিগুড়ি লেকটাউনের বাসিন্দা আশি ঊর্ধ্ব রমা দত্ত বলেন, 'কম্বলের থেকে শীতকালে লেপেই বেশি আরাম বোধ করি। বর্তমান যুগে বাজারে বিভিন্নরকম কম্বল পাওয়া যায় যা দামেও সস্তা তবে লেপের থেকে ভালো আর কিছু হতেই পারে না।' প্রতিযোগিতা এবং প্রযুক্তির সঙ্গে পাল্লা দিতে না পেরে ধুনকররা আশায় রয়েছেন যদি সরকারের পক্ষ থেকে তাদের জন্য কোনও পদক্ষেপ করা হয় তাহলে হয়তো তাঁরা এই পেশা ধরে রাখতে পারবেন।

কথায় কথায়

কম্বল ওজনে অনেকটাই হালকা, বিভিন্ন জায়গায় বহন করা যায় এবং ধুতেও সুবিধে।
- ডলি কর্মকার

প্রবল শীত পড়লে হাজার কষ্ট হলেও লেপ ব্যবহার করি। তবে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করি কম্বল ব্যবহার করতে।
- শুক্লা দাস

কম্বলের থেকে শীতকালে লেপেই বেশি আরাম বোধ করি। লেপের থেকে ভালো আর কিছু হতে পারে না।
- রমা দত্ত

গৃহকর্ত্রীর মাছ কেনা।। *তেলিপাড়া মাছ বাজারে শুক্রবার বিশ্বজিৎ কুণ্ডুর তোলা ছবি।*

মুখ্যমন্ত্রীর বার্তাকে থোড়াই কেয়ার

বাজার আগুন

সানি সরকার

শিলিগুড়ি, ২২ নভেম্বর : সাধারণ মানুষ খাবে কী, আলুর দাম নিয়ে কার্যত প্রশ্ন তুলেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। কিন্তু ২৪ ঘণ্টা পরেও শিলিগুড়ির বাজারের ছবিটা বদলায়নি। শুক্রবার বিধান মার্কেটের সবজি বাজার পরিদর্শনে গিয়ে সমস্ত দায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ওপরই চাপিয়েছেন বিধানসভার বিজেপির মুখ্যসচেতক ও বিধায়ক শংকর ঘোষ।

বিধান মার্কেট, ফুলেশ্বরী বাজার, সুভাষপল্লি বাজার বা শান্তিনগর বৌবাজার দামে সামান্য এদিক-ওদিক থাকলেও প্রত্যেকটি সবজির দামই চড়া। চালানি ফুলকপি ৫০ কেজি দরে পাওয়া গেলেও, রাঙ্গাপানি বা ময়নাগুড়ির কপি ৬০-৭০ প্রতি কেজি। বাঁধাকপিও ৫০-৬০ কিলো। মটরশুঁটি ১৫০-১৬০ টাকা কেজি। উচ্ছে ৮০, গাজর ৬০, বেগুন ৬০, পালং শাক ৮০, মুলো ৮০, পটল ৬০-৮০, স্কোয়াশ ৪০, সিম ১০০, বিনস ১২০ টাকা প্রতি কেজি।

ফুলেশ্বরীতে সবজি বিক্রি করেন সমীর সূত্রধর। তিনি বলেন, 'আমদানি কম নেই। প্রতিটি দোকানেই প্রচুর সবজি। কিন্তু দাম কিছুতেই কমছে না।' শান্তিনগরে দাঁড়িয়ে সুরজিৎ মজুমদার বলেন, 'আলু-পেঁয়াজ-রসুন তো নাগালের বাইরে চলে গিয়েছে। এক মুঠো শাক কিনতেও এখন ১০ টাকা খরচ হয়। শাক-ভাত খাওয়ার উপায়ও থাকছে না।'

বিধান মার্কেটে সবজির দামের খোঁজ নিচ্ছেন বিধায়ক শংকর ঘোষ। -তপন দাস

> ব্যবসায়ীরা বলছেন, জোগান নেই। মুখ্যমন্ত্রী বলছেন, জোগানে ঘাটতি নেই। তাহলে আলু যাচ্ছে কোথায়?
>
> **-শংকর ঘোষ** বিধায়ক

মুখ্যমন্ত্রী বৃহস্পতিবার মূলত আলু-পেঁয়াজের দাম বৃদ্ধি নিয়ে সরব হয়েছিলেন। তার প্রেক্ষিতেই মূলত শুক্রবার সকালে বিধান মার্কেটের সবজি বাজারে শংকরের যাওয়া। পুরোনো আলু যথারীতি ৪০ টাকা কেজি দরে দাঁড়িয়ে। নতুন আলু ৬০-৭০ টাকা প্রতি কেজি। পুরোনো পেঁয়াজ ৮০ টাকা এবং নতুন পেঁয়াজ ৬৫ টাকা কেজি। বিধায়ককে কাছে পেয়ে বাজার করতে আসা অনেকেই সবজির দাম নিয়ে বিস্তর অভিযোগ ও ক্ষোভের কথা জানান।

হাকিমপাড়ার তমাল সরকারকে বলতে শোনা যায়, 'আপনারা কিছু করুন। নাহলে তো আমাদের মতো সাধারণের আর কিছু করার থাকবে না।' একই অনুরোধ করেন কলেজপাড়ার তন্ময় রায়, আশ্রমপাড়ার মদন সরকার। শীতকালীন অধিবেশনে বিষয়টি বিধানসভায় তোলার আশ্বাস দেন শংকর। তিনি বলেন, 'ব্যবসায়ীরা বলছেন জোগান নেই। মুখ্যমন্ত্রী বলছেন জোগানে ঘাটতি নেই। তাহলে আলু যাচ্ছে কোথায়? তিনি টাকা খাওয়ার কথা বলছেন। টাকা তো তাঁর ভাই-ভাতিজারা খায়। তিনি ব্যবস্থা নিচ্ছেন না কেন?'

দিল্লি যাচ্ছেন গৌতম

শিলিগুড়ি, ২২ নভেম্বর : কেন্দ্রীয় সরকারের কনফারেন্সে রাজ্যের প্রতিনিধি হিসেবে যোগ দিতে দিল্লিতে যাচ্ছেন শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব। ষোড়শ অর্থ কমিশনকে কীভাবে আরও গ্রহণযোগ্য করে তোলা যায়, মূলত এই বিষয়ে আলোচনা করতেই দেশের বিভিন্ন শহরের স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত বোর্ডগুলিকে নিয়ে ২৬ নভেম্বর দিল্লিতে এই কনফারেন্সের আয়োজন করা হয়েছে। সেখানে রাজ্যের প্রতিনিধি হিসাবে শিলিগুড়ি পুরনিগমের মেয়র ছাড়াও উত্তরপাড়া এবং বসিরহাট পুরসভার চেয়ারপার্সনও যাচ্ছেন।

কেক মিক্সিং সেরেমনি

শিলিগুড়ি, ২২ নভেম্বর : দাগাপুরের ক্যাম্পাসে কেক মিক্সিং সেরেমনি আয়োজন করল আইআইএএস স্কুল অফ ম্যানেজমেন্ট কলেজ। উপস্থিত ছিলেন প্রিন্সিপাল, ম্যানেজিং ডিরেক্টর প্রমুখ। এই অনুষ্ঠানকে ক্রিসমাস মরশুমের সূচনা হিসেবে ধরা হয়, যা সম্প্রীতি এবং পরিশ্রমের বার্তা দেয়। পড়ুয়ারা বিভিন্ন ধরনের খাবার বানিয়ে তাক লাগিয়ে দিয়েছিল সবাইকে। তাদের প্রচেষ্টার প্রশংসা শোনা গিয়েছে অতিথিদের গলায়। প্রখ্যাত শেফ সব্যসাচী দাস মহাপাত্র এবং উদ্যোগপতি রবীন্দ্র জৈনের উপস্থিতি অনুষ্ঠানটিকে করে তুলেছিল জমজমাট। কেক মিক্সিং ইভেন্ট আইআইএএস-এর বহু বছরের ঐতিহ্য। প্রতিষ্ঠানের ম্যানেজিং ডিরেক্টর অভিনন্দন দে সফল আয়োজনের জন্য সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন।

নাট্যমেলা শুরু

শিলিগুড়ি, ২২ নভেম্বর : শিলিগুড়ির দীনবন্ধু মঞ্চে উত্তাল নাট্যগোষ্ঠীর পরিবেশনায় 'জমিদার দর্পণ' নাটকের মধ্যে দিয়ে শুক্রবার তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের উদ্যোগে ২৪তম শিলিগুড়ি নাট্যমেলা শুরু হল। চলবে ২৬ নভেম্বর পর্যন্ত। নাট্যমেলার উদ্বোধন করেন মেয়র গৌতম দেব। বিশেষ অতিথি ছিলেন নাট্যব্যক্তিত্ব শ্যামাপ্রসাদ ভট্টাচার্য ও চম্পা ভট্টাচার্য। পাঁচদিনের নাট্যমেলায় শিলিগুড়ির পাশাপাশি জলপাইগুড়ি, মাথাভাঙ্গা, আলিপুরদুয়ার সহ বিভিন্ন জায়গার নাট্যদল নাটক মঞ্চস্থ করবে।

দ্বিতীয় ইনটেক ওয়েলের কাজে অগ্রগতি

আজ থেকেই মিলতে পারে পানীয় জল

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ২২ নভেম্বর : দ্বিতীয় ইনটেক ওয়েলের সংযোগের জন্য পানীয় জল পরিষেবা বন্ধ রেখে কাজ শুরু করেছে জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তর। এর জেরে জল-যন্ত্রণা শুরু হয়েছে শিলিগুড়িতে। তবে আগাম ঘোষণা হওয়ার কারণে শহরবাসীর খুব বেশি সমস্যা হয়নি। এছাড়াও পুরনিগমের তরফে কয়েকটি ওয়ার্ডে পানীয় জলের ট্যাংকার এবং জলের পাউচের ব্যবস্থা করা হয়েছিল।

অন্যদিকে, পানীয় জল পরিষেবা শুরু করা নিয়ে আশার কথা শুনিয়েছে জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তর। শুক্রবার রাতের মধ্যেই কাজ শেষ করে শনিবার থেকে পানীয় জল সরবরাহ পরিষেবা স্বাভাবিক করার আশ্বাস দিয়েছেন জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তরের এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার কেশব কুমার। তিনি বলেছেন, 'বৃহস্পতিবার রাত থেকেই কাজ শুরু করে দিয়েছি। দিনরাত কাজ চলছে। শুক্রবার রাতের মধ্যে কাজ শেষ করার চেষ্টা চলছে। আশা করছি শনিবার পানীয় জল সরবরাহ ব্যবস্থা স্বাভাবিক হয়ে যাবে।'

জল আশ্বাস

- বৃহস্পতিবার রাত থেকেই ফুলবাড়িতে দ্বিতীয় ইনটেক ওয়েলের সংযোগের কাজ শুরু হয়েছে
- এর জেরে শুক্রবার সারাদিন পানীয় জলের পরিষেবা বন্ধ থেকেছে শহরে
- শনিবার থেকেই পানীয় জল মেলার আশ্বাস মিলেছে

দীর্ঘ ২৫ বছর ধরে ফুলবাড়িতে একটি মাত্র ইনটেক ওয়েলের মাধ্যমে শিলিগুড়ি শহরে পানীয় জল সরবরাহ করা হচ্ছে। এই ইনটেক ওয়েলে পলি জমে মাঝেমধ্যেই জল সরবরাহ বিঘ্নিত হয়। সেজন্য কয়েক বছর ধরেই দ্বিতীয় ইনটেক ওয়েল তৈরির পরিকল্পনা নেওয়া হয়। অবশেষে ৬ কোটি ৯০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে দ্বিতীয় ইনটেক ওয়েল তৈরির কাজ শুরু হয়েছে। এই ইনটেক ওয়েল চালু হলে শহরে পানীয় জল সরবরাহ ব্যবস্থা আরও উন্নত হবে বলে মনে করা হচ্ছে।

গত ১৩ নভেম্বর দার্জিলিংয়ে ম্যালের অনুষ্ঠান মঞ্চ থেকে ভার্চুয়ালি দ্বিতীয় ইনটেক ওয়েলের উদ্বোধন করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। কিন্তু ইনটেক ওয়েলকে মূল পাইপলাইনের সঙ্গে সংযোগ করার জন্য পানীয় জল পরিষেবা বন্ধ রাখা প্রয়োজন। সেজন্য আগাম প্রস্তুতি নিয়েছিল পুরনিগম এবং জনস্বাস্থ্য কারিগরি বিভাগ। এরপরই শুক্রবার এবং শনিবার পানীয় জল সরবরাহ ব্যবস্থা বন্ধ রাখার ঘোষণা করা হয়।

জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তরের কর্মীরা জানিয়েছেন, প্রথমে মেইন পাইপলাইন থেকে সমস্ত জল ফেলে দিতে হয়েছে। সেটা করতেই অনেকটা সময় লেগেছে। এরপর সেই পাইপলাইন কেটে সেখানে দ্বিতীয় ইনটেক ওয়েলের পাইপলাইন এনে জুড়তে হচ্ছে। শুক্রবার দিনভর সেই কাজ চলেছে। রাতের মধ্যেই যাতে কাজ শেষ করা যায় সেই চেষ্টা করা হচ্ছে। মেয়র পারিষদ দুলাল দত্তের বক্তব্য, 'পানীয় জল নিয়ে কোথাও কোনও সমস্যা হয়নি। শনিবার থেকে জল সরবরাহ ব্যবস্থা স্বাভাবিক হয়ে যাবে।'

আন্ডারপাসের পাঁচটি প্রস্তাব

বাগডোগরা, ২২ নভেম্বর : মাটিগাড়ায় ব্লক ফ্লাইওভারের বিরুদ্ধে এবং এলিভেটেড ফ্লাইওভারের দাবিতে সেখানকার বাসিন্দারা দীর্ঘদিন ধরে আন্দোলন চালিয়ে আসছেন। সেই আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে মাটিগাড়া বালাসন সেতু থেকে উত্তরায়ণ পর্যন্ত পাঁচটি আন্ডারপাস করার প্রস্তাব দেওয়া হল শুক্রবার। মাটিগাড়ার বিডিও বিশ্বজিৎ দাস বলেন, 'জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, তাদের পক্ষে এলিভেটেড ফ্লাইওভার করা সম্ভব নয়।' সেখানে ব্লক ফ্লাইওভারই করা হবে। তবে আগে যেখানে খাপরাইল মোড়ে মাত্র একটি আন্ডারপাস করার প্রস্তাব ছিল। সেটি পরিবর্তন করে আরও অতিরিক্ত চারটি আন্ডারপাস করার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে বলে তিনি জানান। এই প্রস্তাবের প্রতিবাদ জানিয়েছে মাটিগাড়া ব্যবসায়ী ও মাটিগাড়া জনগণের স্বার্থ রক্ষা কমিটি।

মেয়রের কাছে

শিলিগুড়ি, ২২ নভেম্বর : শিলিগুড়ি ও শহরতলি এলাকায় দূষণ নিয়ন্ত্রণে মেয়র গৌতম দেবের হস্তক্ষেপ দাবি করল পরিবেশপ্রেমী বিভিন্ন সংগঠনের যৌথ মঞ্চ। শুক্রবার মেয়র তাদের সমস্ত বক্তব্য শুনে কিছু ক্ষেত্রে সহমত পোষণ করে সরকারের বিভিন্ন স্তরে কথা বলে ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন। মঞ্চের তরফে ছিলেন দেবব্রত চক্রবর্তী, উজ্জ্বল ঘোষ, অমিত সরকার, দিবাকর রায় প্রমুখ।

সূর্যনগরে ছিনতাইয়ে অতিষ্ঠ বাসিন্দারা

শিলিগুড়ি, ২২ নভেম্বর : ফের ছিনতাইয়ের ঘটনায় আতঙ্ক ছড়াল শিলিগুড়ি পুরনিগমের ২৩ নম্বর ওয়ার্ডের সূর্যনগর এলাকায়। শুক্রবার সকালে মহিলা কলেজের পাশে একটি বাড়িতে ঢুকে এক মহিলার গলা থেকে সোনার চেন ছিনিয়ে চম্পট দেয় দুষ্কৃতীরা। ঘটনার জেরে মুহূর্তেই এলাকায় হইচই পড়ে যায়। দু'দিন আগেই এই ওয়ার্ডেরই সূর্যনগর মাঠের পাশ থেকে ছিনতাইয়ের ঘটনা ঘটেছিল। পুলিশ এখনও সেই ঘটনার কিনারা করতে পারেনি। দিনের পর দিন এলাকায় বহিরাগত এবং সমাজবিরোধীদের দৌরাত্ম্য বাড়লেও প্রশাসন কোনও পদক্ষেপ না করায় ক্ষুব্ধ বাসিন্দারা।

শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের ডেপুটি কমিশনার (পূর্ব) রাকেশ সিং বলেন, 'ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে। বেশ কয়েকটি সূত্র মিলেছে। দ্রুত দুষ্কৃতীদের গ্রেপ্তার করার চেষ্টা চলছে।'

ছিনতাইয়ের ঘটনা প্রসঙ্গে জানা গিয়েছে, ওই বাড়িটির সামনেই একটি দোকান রয়েছে। সকালে দুজন তরুণ স্কুটার নিয়ে এসে সেখানে দাঁড়ায়। একজন দোকানে সিগারেট কিনতে ঢোকে। গৃহবধূ যূথিকা সাহা সে সময় সাংসারিক কাজকর্ম করছিলেন। তিনি সিগারেটের প্যাকেট দিয়ে দাম নিয়ে নেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই ওই তরুণ আবার বাড়ির ভিতরে ঢুকে ক্রিম বিস্কুটের প্যাকেট চায়। যূথিকা বলেন, 'আমি ওকে বলি যে এখন দোকান থেকে বিস্কুটের প্যাকেট বের করা যাবে না। কিন্তু জোরাজুরি করতে শুরু করে। আমি কলপাড়ের দিকে চলে যাই। সে সময় পিছন থেকে আমার গলা থেকে সোনার চেন টেনে ছিঁড়ে নেয়। আমি সঙ্গে সঙ্গে চিৎকার করতেই বাড়ির সমস্ত লোকজন বেরিয়ে আসে।'

পাশের বাড়ির সিসিটিভি ফুটেজে দেখা গিয়েছে, স্কুটারের সামনে পিছনে কোনও নম্বর প্লেট ছিল না। গায়ে জাম্পার জড়িয়ে মুখ ঢেকে ছিনতাইয়ের ছক কষেই ওই দুজন এসেছিল বলে স্থানীয়রা মনে করছেন। খবর পেয়ে ওয়ার্ড কাউন্সিলার লক্ষ্মী পাল এবং তৃণমূল নেতা বাবলু পাল সেখানে পৌঁছান।

ওয়ার্ড কাউন্সিলারের বক্তব্য, 'পুলিশি টহল বাড়ানো এবং সিসিটিভি ক্যামেরা বসানোর জন্য বহুবার পুলিশ এবং প্রশাসনের বিভিন্ন স্তরে জানানো হয়েছে। শিলিগুড়ি-জলপাইগুড়ি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (এসজেডিএ) থেকে এই ওয়ার্ডে ৯০টি সিসিটিভি বসানোর সিদ্ধান্ত হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু পরবর্তীতে নানা জটিলতায় তা আটকে গিয়েছে। মেয়র গৌতম দেবও ওয়ার্ডে সিসিটিভি বসানোর আশ্বাস দিয়েছেন।'

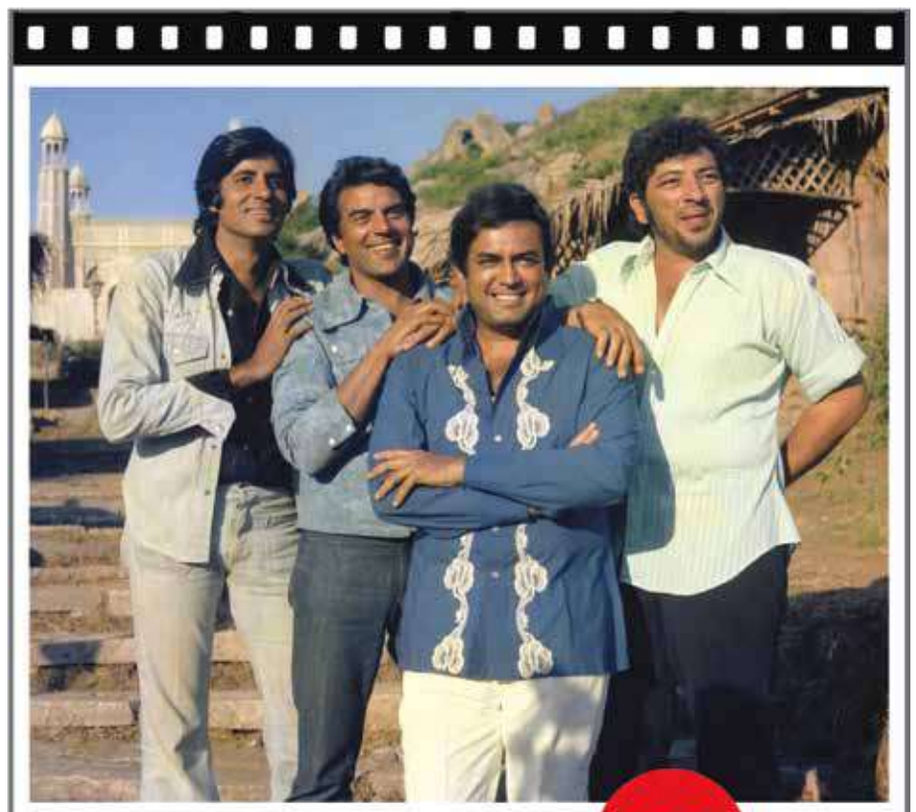

শোলে ৫০

ছবি মুক্তি পেয়েছিল ১৯৭৫ সালের ১৫ অগাস্ট। একটা সময় স্বাধীনতা দিবসের দুপুর শুনসান হয়ে যেত, দূরদর্শনে দেখানো হত শোলে। ধর্মেন্দ্র-হেমা মালিনী, অমিতাভ-জয়া-- বাস্তবের দুই স্বামী-স্ত্রী সেখানে অভিনয় করেছেন প্রেমিক-প্রেমিকার। মারকাটারি সংলাপ, দুর্দান্ত গান ইতিহাস করে দিয়েছে শোলেকে। এবার পঞ্চাশ বছরের পুরোনো ওই ছবি নিয়ে লেখালেখি প্রচ্ছদে।

প্রচ্ছদ কাহিনী : বাল্মীকি চট্টোপাধ্যায়, দীপ সাহা ও পরাগ মিত্র
গল্প : সুতপন চট্টোপাধ্যায়
ট্রাভেল ব্লগ : সৈয়দ তনবীর নাসরিন
কবিতা : শংকর চক্রবর্তী, পার্থ চৌধুরী, মৈনাক ভট্টাচার্য, অদীপ ঘোষ, সমরেশেন্দু বৈদ্য, সুব্রতা ঘোষ রায় ও আখেরুল রহমান

পূর্বা সেনগুপ্তর ধারাবাহিক দেবাঙ্গনে দেবার্চনা

কবিতা ও গানে মনের শান্তির খোঁজ করুন

গান শুধু 'ফান' নয়। প্রাণের আরাম। গান শুনলে কোনও কোনও রোগ ধারেকাছে ঘেঁষতে পারে না! বাড়ে স্মৃতিশক্তি সহ বহুকিছু। বিভিন্ন গবেষণার রিপোর্টের ভিত্তিতে বিশেষ প্রতিবেদন।

গান। না, শুধু 'ফান' নয়। প্রাণভরণ দুঃখমোচনও বটে। গবেষণাই বলছে এমনটা। আপনার কি গান শোনার অভ্যেস আছে? তাহলে জানবেন, এতে শুধু মন ভালো হয় না, সেইসঙ্গে একাধিক রোগ ধারে-কাছে ঘেঁষতে পারে না। এমনটি অবশ্য জানা ছিল সেই ডারউইনের আমল থেকে। ডারউইন বলেছিলেন, 'যদি আবার একবার জীবন ফিরে পাই, তাহলে দুটি কাজ অবশ্যই করব।

প্রথমত, পছন্দমতো কবিতা পড়ব, আর দ্বিতীয়ত, গান শুনতে ভুলব না।' ঠিক এমনটাই বলে গিয়েছেন আইনস্টাইনও। তিনিও বিবর্তনবাদের জনকের কথার রেশ ধরে বলেছিলেন, 'আমি যদি গবেষক না হতাম, তাহলে অবশ্যই মিউজিশিয়ান হতাম।'

জার্মানিতে এক প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণায় পাওয়া গিয়েছে, চার লক্ষ বছর আগের মানুষরাও মনের খোরাক মেটাতে বাদ্যযন্ত্র তৈরি করেছে।

এদিকে গান শোনার উপকারিতা সম্পর্কে মিউজিক থেরাপিস্ট ক্যারোলিন বেসন বলেছেন, এমন একটি সময় সম্পর্কে চিন্তা করুন যখন আপনি রেডিওতে এমন কোনও গান শুনেছিলেন যা আপনার মেজাজকে আরও ভালো করে দিয়েছে।'

চলুন, জেনে নেওয়া যাক গান শোনার সঙ্গে শরীরের ভালো-মন্দের কেমন সম্পর্ক, সে বিষয়ে।

১. সৃজনশীলতা বাড়ে: আন্তর্জাতিক গবেষণা প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, গান শুনলে মস্তিষ্কের বিশেষ একটি অংশ এতটাই অ্যাকটিভ হয়ে যায় যে ক্রিয়েটিভিটি বা অন্যরকমভাবে ভাবার ক্ষমতা অনেকখানি বেড়ে যায়।

২. মেঘলা মন ফুরফুরে হয়: চারদিকে কাজের চাপ। সেই চাপে এখন আমাদের সবারই জীবন প্রায় প্রেসার কুকারের মতো। এমন পরিস্থিতিতে ডিপ্রেশন এবং স্ট্রেসের হাত থেকে রক্ষা পেতে গান সত্যিই এক মহৌষধ, কিন্তু কীভাবে?

একাধিক কেস স্টাডিতে দেখা গেছে, গান শুনলে মস্তিষ্কের অন্দরে ডোপামাইন নামে একটি 'ফিল গুড' হরমোনের ক্ষরণ বেড়ে যায়, ফলে স্বাভাবিকভাবেই মন অনন্দে ভরে যায়। তাই এবার থেকে যখনই মনে হবে মানসিক চাপ হাতের বাইরে চলে যাচ্ছে, তখনই ১৫ মিনিট সময় বার করে পছন্দের কোনও গান শুনে নেবেন। দেখবেন নিমেষে মানসিক চাপের কালো মেঘ কেটে যাবে।

৩. শরীরের উন্নতি: একটা কথা খুব শোনা যায়, মিউজিকের মধ্যে নাকি হিলিং পাওয়ার আছে। কথাটি কি সত্যি? একেবারেই! বৈজ্ঞানিক গবেষণায়তেও তেমনটাই বলছে। গবেষকরা লক্ষ্য করেছেন, গান শোনার সময় স্ট্রেস হরমোন নামে পরিচিত, কর্টিজলের ক্ষরণ কমে যায়।

সেইসঙ্গে উচ্চ রক্তচাপ, ডায়াবেটিস এবং নানাবিধ হার্টের রোগে আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কাও কমে। ফলে সুস্থ জীবনের পথ প্রশস্ত হয়। না, এখানেই গানের উপকারিতার কথা বলা শেষ হল না। বেশ কিছু গবেষণাতে এও দেখা গেছে, গান শোনার অভ্যাস থাকলে শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাও বাড়তে শুরু করে। ফলে নানাবিধ সংক্রমণে আক্রান্ত হওয়ার আশংকা অনেকটাই কমে যায়।

৪. অনিদ্রা দূর হয়: বিখ্যাত জার্মান কবি বার্থহোল্ড অর্বেক এই বিষয়ে বলেছিলেন, 'সারা দিন ধরে যত ময়লা আমাদের আত্মার ওপর জমতে থাকে, গান সেই ময়লা সব ধুয়ে দেয়। ' কী বুঝলেন! গান হল সেই ওষুধ, যা কানের মধ্য দিয়ে শরীরের অন্দরে প্রবেশ করা মাত্র ঘুম এসে যায়। তাই তো রাতে ঘুম আসতে না চাইলে আধঘণ্টা মতো হালকা বিটের যেকোনও গান একটু শুনে দেখুন। দেখবেন, অনিদ্রা লেজ তুলে পালাবে।

৫. ডিপ্রেশন কমে: পরিসংখ্যান বলছে, বিশ্বে বহু মানুষ মানসিক অবসাদে ভুগছেন, যাদের মধ্যে অনেকের বাস আমাদের দেশে। এমন পরিস্থিতিতে গানের বিকল্প আর কিছুই হতে পারে না।

কারণ এ কথা ইতিমধ্যে প্রমাণিত হয়েছে যে ডিপ্রেশনের প্রকোপ কমানোর পাশাপাশি এ সম্পর্কিত নানাবিধ লক্ষণ কমাতেও গান বিশেষ ভূমিকা রাখে।

৬. ওজন কমাতে সাহায্য করে: নিশ্চয় ভাবছেন গানের সঙ্গে ওজন কমার কী সম্পর্ক, তাই তো? জর্জিয়া টেক ইউনিভার্সিটির একদল গবেষক প্রমাণ করেছেন, গান শোনার সঙ্গে ওজন কমার সরাসরি যোগ রয়েছে।

আসলে গান শোনার সময় কোনও কারণে মাত্রাতিরিক্ত খাবার খাওয়ার প্রবণতা কমে যায়। ফলে ওজন বাড়ার আশঙ্কা কমে। তাই এবার থেকে যখনই মনে হবে ওজন একটু বেড়েছে, তখনই হালকা আলোতে গান শুনতে শুনতে খাবার খাওয়া শুরু করবেন, দেখবেন উপকার মিলবে।

৭. মস্তিষ্কের ক্ষমতা বাড়ে: নিউ ইংল্যান্ড বুকসেলার পুরস্কার পাওয়া বিখ্যাত আমেরিকান লেখিকা জোডি পিকোল্টের মতে, মিউজিক হল স্মৃতিশক্তির নিজস্ব ভাষা। মানে! কথাটার মানে হল, গান শোনার সঙ্গে স্মৃতিশক্তির নিবিড় যোগ রয়েছে। তাই তো জোডি এমনটা বলেছিলেন। আসলে গান শোনার সময় মস্তিষ্ক এত দ্রুত কাজ করতে শুরু করে দেয় যে, স্মৃতিশক্তি বাড়তে শুরু করে। সেই সঙ্গে কোনও কিছু শেখার ক্ষমতাও বাড়ে।

সন্তান বয়ঃসন্ধিতে থাকলে দায়িত্ব দ্বিগুণ

বয়ঃসন্ধি। জীবনের এক বিষম সময়। দুমদাম করে ঘরে অশান্তি নেমে আসে। ছেলেমেয়ে হঠাৎ হঠাৎ রেগে কাঁই হয়ে যায়। এমন অবস্থায় সন্তানের দিকে মনোযোগ দেওয়া খুব জরুরি। বিশেষ করে মেজাজি সন্তানদের সামলানোর জন্য মা-বাবাকে বাড়তি মনোযোগ রাখতে হয়।

বয়ঃসন্ধির সময়টা এমনই যে ছেলেমেয়েদের শরীরে হরমোনের বিশেষ তারতম্য লক্ষ্য করা যায়। এর ফলে তাদের মেজাজ ও মনে প্রভাব পড়ে। এই বয়সে যৌন হরমোনের নিঃসরণ বেশি হয়। শরীর ক্রমশ যৌবনের দিকে এগোতে থাকে। ফলে ছেলে বা মেয়ে, উভয়েরই শরীরে বদল আসে। এই সময় কিছু নিউরনের 'কানেক্টিভিটি' বা সংযোগের ক্ষেত্রেও পরিবর্তন আসে। যার ফলে মনোজগতে প্রভাব পড়ে। হরমোনের প্রভাব মস্তিষ্কেও পড়ে। মূলত মেজাজের ওপর প্রভাব ফেলে সেরোটোনিন নামে একটি হরমোন। নিউরো হরমোন সঠিক ভাবে কাজ না করলেও মেজাজ খারাপ থাকতে পারে। এক্ষেত্রে সচেতন অভিভাবকেরা কী করবেন? কিছু টিপস:

ভারসাম্য রক্ষা

সন্তানের মেজাজ বদলের সঙ্গে পাল্লা দিতে গেলে বাবা-মা নিজেরাও রেগে যেতে পারেন। এমনটি না করে মনোরোগ চিকিৎসকের সঙ্গে কথা বলুন। বা নিজেই গুছিয়ে নিন। সন্তানকে বুঝতে হবে। তার কাজকর্ম নজরে রাখতে হবে, আবার তাকে ছাড়ও দিতে হবে। কিন্তু তার অর্থ এই নয়, সন্তানকে স্বাধীনতা দিয়ে কোনও খেয়াল রাখবেন না। ছোট থেকেই যদি এমন অভিভাবকত্বে শিশু বড় হতে থাকে, তা হলে বয়ঃসন্ধির দোরগোড়ায় পৌঁছে অসুবিধা হওয়ার কথা নয়। অনেক সময় বাবা-মায়ের মধ্যে সু-সম্পর্কের অভাব বা নিরাপত্তাহীনতা তাদের জীবনে বাড়তি সমস্যা তৈরি করে।

চিৎকার করলে থেমে যান

ছেলেমেয়ে যদি চিৎকার করে সেই সময় আপনাকেই থেমে যেতে হবে। পরিস্থিতি শান্ত হলে, জিজ্ঞাসা করতে পারেন, কিছু হয়েছে কি না। যে কোনও সমস্যায় বাবা-মা পাশে থাকবেন, এই ভরসাটুকু সন্তান পেলে তাদের পক্ষে পরিস্থিতি সামাল দেওয়া সহজতর হতে পারে।

নিজেকে ওর মতো ভাবুন

বাবা-মা হিসেবে এই বয়স পার করায় আপনাকেও ওদের অবস্থা বুঝতে হবে। তাহলে রাগ কমবে।

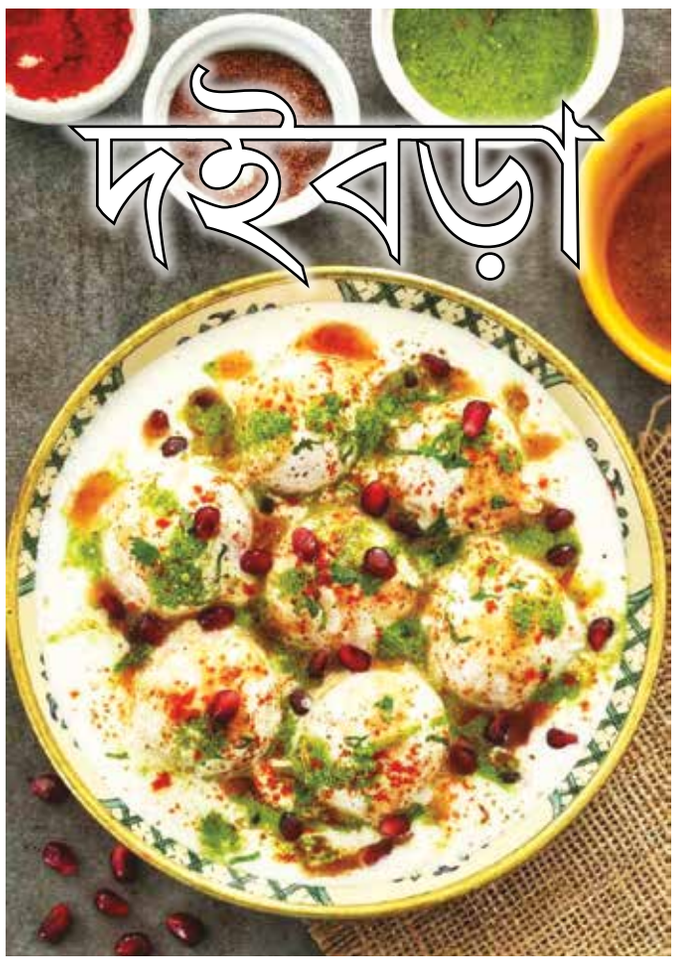

দইবড়া

যা যা লাগবে ১

● কাঁচা মাষকলাইয়ের ডাল এক কাপ ● আদাবাটা এক চা-চামচ ● রসুনবাটা এক চা-চামচ ● আস্ত কাঁচা লংকা ছয়টি।

যা যা লাগবে ২

টক দই দু-লিটার, সাদা গোলমরিচের গুঁড়ো এক চা-চামচ, ধনেগুঁড়ো এক চা-চামচ, জিরেগুঁড়ো এক চা-চামচ।

একইসঙ্গে, পাঁচফোড়নগুঁড়ো এক চা-চামচ, লংকাগুঁড়ো এক চা-চামচ, পোস্তবাটা এক চা-চামচ, বিট লবণ গুঁড়ো এক চা-চামচ, চিনি আধকাপ, লবণ পরিমাণমতো, পুদিনাপাতা কুচি আধকাপ, কাঁচা লংকাকুচি পরিমাণমতো, আদাকুচি দুই টেবিল চামচ।

যেভাবে তৈরি করবেন

মাষকলাইয়ের ডাল সাত থেকে আট ঘণ্টা ভিজিয়ে ভালো করে ধুয়ে জল ঝরিয়ে নিন।

এবার যা যা লাগবে ১-এর বাকি সব উপকরণের সঙ্গে ব্লেন্ডার অথবা শিলপাটায় মিহি করে বেটে নিন। খুব ভালো করে ফেটিয়ে গরম ডুবো তেলে বড়া ভেজে নিতে হবে।

এরপর লবণ জলে ঘণ্টাখানেক ভিজিয়ে রাখতে হবে।

এবার যা যা লাগবে ২-এর সব উপকরণ একসঙ্গে ফেটিয়ে নিন।

এবার বড়াগুলো লবণ জল থেকে হালকা হাতে চিপে উঠিয়ে দইয়ের মিশ্রণে ডুবিয়ে দিন।

পরিবেশনের আগে আদাকুচি, কাঁচা লংকাকুচি ও পুদিনা পাতাকুচি দিয়ে দিন। তাহলেই তৈরি দইবড়া।

নীতা আম্বানির পপকর্ন ব্যাগ

গুণে লক্ষ্মী, রূপে সরস্বতী। ধনকুবের মুকেশ আম্বানির স্ত্রী নীতা আম্বানি। ফ্যাশনেও তিনি সিদ্ধহস্ত। তিনি এখন কিছু কিছু ক্ষেত্রে ট্রেন্ড সেটার। সম্প্রতি, মেয়ে ইশা আম্বানির প্রতিষ্ঠানের এক অনুষ্ঠানে হাজির ছিলেন তিনি। আর সেই সুবাদে তাঁর হাতে পপকর্ন, মানে পপকর্ন ব্যাগ।

টিরা বিউটির ইভেন্ট। হাজির ছিলেন অন্যান্যদের সঙ্গে নীতা আম্বানিও। তাঁর হাতে ছিল এমন এক ব্যাগ, যা নজর কেড়েছিল উপস্থিত সকলের। হাতে রাখা পপকর্ন ব্যাগ নজর কেড়েছে সক সবার। কেবল ব্যাগটির সৌন্দর্যেই মুগ্ধ হচ্ছে না দাম জেনে তো সবাই অবাক নেটদুনিয়া।

মজা করে সংবাদ মাধ্যম লাক্সারি ব্যাগটিকে 'পপকর্নের ঠোঙা' হিসেবে অভিহিত করেছে!

পপকর্ন বাকেটের আদলে তৈরি ব্যাগটি সাদা কালো। ব্যাকেটের উপর গোলাপি রং দিয়ে লেখা পপ কোকো। এর উপরে পপকর্নের বদলে বসানো হয়েছে মুক্তো।

ব্যাগটি সদ্য বাজারে এনেছে একটি ফরাসি সংস্থা। এর মূল্য মাত্র পাঁচ লাখেরও বেশি। এটি সংস্থাটির আসন্ন উইন্টার কালেকশনের ব্যাগ।

মুক্তা, হোয়াইট গোল্ড, সেমি প্রেশাস মেটাল এবং আর্টিফিশিয়াল লেদার দিয়ে তৈরি হয়েছে এই পপকর্ন ব্যাগ।

এদিন ক্রিমরঙা ব্লেজার আর সিকোয়েন্সের কাজ করা কালো প্যারালাল প্যান্ট পরে অনুষ্ঠানে হাজির হন নীতা।

এছাড়া অভিজাত এই আউটফিটের সঙ্গে অনুষঙ্গ বাছাইয়ে নীতা থেকেছেন সতর্ক। কানে ছিল ওভারসাইজড হুপ ইয়াররিং, সঙ্গে ম্যাচিং আংটি। পিচরঙা লিপস্টিক আর গোলাপি ব্লাশের ছোঁয়ায় নীতাকে বেশ ফুরফুরে দেখাচ্ছিল। ঢেউখেলানো চুলগুলোকেও ছেড়ে রেখেছিলেন।

পোশাকের ক্ষেত্রে নীতাকে জাঁকজমক মেকআপে দেখেই সবাই অভ্যস্ত। তবে পাশ্চাত্য ধাঁচের এই লুকে ছিমছাম সাজে ছিলেন নীতা। সফট ব্রাউন স্মোকি আইস আর গাঢ় আইলাইনারে নীতার মেকআপ এদিন এককথায় ছিল 'ফ্লেলেস'।

ওজন কমাতে ইন্টারমিটেন্ট ফাস্টিং

স্লিম থাকার রেওয়াজ অন্তত দু-দশক ধরে ট্রেন্ডি। ওজন কমাতে অনেকেই ইন্টারমিটেন্ট ফাস্টিং করে থাকেন। দেখা গেছে নিয়ন্ত্রিত ফাস্টিং-এর মাধ্যমে ওজন কমানো ও অতিরিক্ত ওজনের ফলে যেসব রোগব্যাধি হয় সেগুলো নিয়ন্ত্রণ করা যায়।

ইন্টারমিটেন্ট ফাস্টিং শরীরে অতিরিক্ত ক্যালোরি গ্রহণ কমিয়ে আনে। যার ফলে ওজন কমে অন্যদিকে ইন্টারমিটেন্ট ফাস্টিং হরমোন লেভেলকে এমনভাবে পরিবর্তন করে যা ওজন কমাতে সাহায্য করে।

এছাড়া এটি শরীরের ইনসুলিন কমিয়ে গ্রোথ হরমোনকে বাড়িয়ে দেয়। পাশাপাশি চর্বি ঝরানোর হরমোন নোরাড্রেনালিন এর নিঃসরণও বাড়িয়ে দেয়। গবেষণায় দেখা গেছে, এর ফলে পেটের চারপাশের ক্ষতিকর চর্বি, যেগুলোর কারণে বিভিন্ন স্বাস্থ্য সমস্যা দেখা দেয়, সেগুলোও ঝরে যায়।

তবে একটা বিষয় খেয়াল রাখতে হবে, ইন্টারমিটেন্ট ফাস্টিং-এর সাফল্য নির্ভর করে কম ক্যালোরি গ্রহণের ওপর। খাবার গ্রহণের সময় অতিরিক্ত খেয়ে ফেললেই কাঙ্ক্ষিত ফলাফল পাওয়া যাবে না।

ইন্টারমিটেন্ট ফাস্টিং-এর সবচেয়ে জনপ্রিয় পদ্ধতিগুলো মোটামুটি এইরকম--

১৬/৮ ঘণ্টা ফাস্টিং: এই পদ্ধতিতে সকালের জলখাবার খাবেন না। বেলা ১টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত খাওয়াদাওয়া করবেন। এরপর ১৬ ঘণ্টার ফাস্টিং।

তবে ইন্টারমিটেন্ট ফাস্টিং করার ভালো সময় হল ডিনারের পরে। রাতে তাড়াতাড়ি খেয়ে নিয়ে বাকি সময়টা উপোস দিন। ফলে, ঘুমানোর সময়েই ৭-৮ ঘণ্টা এমনিতেই গ্যাপ হয়ে যাবে। আর সকালে সময়মতো খেলেই হল।

খান-থামুন-খান

এই পদ্ধতিতে ২৪ ঘণ্টা করে কিছু খাওয়া থেকে বিরত থাকুন প্রতি সপ্তাহে ১ বা ২ বার। যেমন ধরুন একদিন রাতের খাবার খেয়ে পরদিন রাতে খাবেন।

৫/২ ডায়েট

এই পদ্ধতিতে প্রতি সপ্তাহে পরপর ২ দিন ৫০০ থেকে ৬০০ ক্যালোরির খাদ্য গ্রহণ করুন।

বাদবাকি স্বাভাবিক খাবার খান।

১৬/৮ ঘণ্টার পদ্ধতিটি সহজ বলে মনে হয় অনেকের কাছে। এটি সবচেয়ে জনপ্রিয়ও।

খাবার কেমন হবে

ফাইবারে ভরপুর ফল ও শাকসবজি রাখুন খাদ্যতালিকায়।

অঙ্কুরিত ছোলা, চিকেন, অল্প তেলে রান্না মাছ, স্যালাড, সবজির তরকারি, ডিম খেতে পারবেন। ব্রাউন রাইস খেলে বেশি ভালো হয়। ব্রোকোলি, আলু, আমন্ড বাদাম, পপকর্ন, গোটাশস্য বেশি করে খান।

এছাড়া খাবারের তালিকায় তাজা ফলের ক্ষেত্রে এমন ফল রাখুন যেগুলো কম মিষ্টি। যেমন আপেল, কমলা, মাল্টা, আঙুর, আনার, জাম, আমলকি ইত্যাদি।

একটা ডায়েট চার্ট তৈরি করা ভালো। কখন কী খাবেন, কতটা খাবেন, তা লিখে রাখুন। ফাস্টিংয়ের পরে বেশি খেয়ে কিন্তু কোনওভাবেই ফেললে চলবে না।

বুমরাহ ম্যাজিকে প্রত্যাঘাত ভারতের

ভারত-১৫০ অস্ট্রেলিয়া-৬৭/৭

পারথ, ২২ নভেম্বর : রোজ কত কী ঘটে যাহা তাহা, সত্যি যদি এমন হত আহা!

বাউন্ডারি লাইনের ধারে দাঁড়িয়ে হাসছিলেন জসপ্রীত বুমরাহ। সঙ্গী মহম্মদ সিরাজ। চওড়া হাসিতে আত্মবিশ্বাসের ছবিটা স্পষ্ট। প্রথম দিনের খেলার শেষে ভারত অধিনায়ক বুমরাহ হাসবেন, এটাই তো স্বাভাবিক।

মহান অনিশ্চয়তার খেলা ক্রিকেট। ঠিক কতটা অনিশ্চিত, পারথের অপটাস স্টেডিয়ামে বর্ডার-গাভাসকার ট্রফির প্রথম দিন তার চরম উদাহরণ। ক্রিকেটের চিরকালীন হল অফ ফেমে অপটাস টেস্টের প্রথম দিন জায়গা পেলে অবাক হওয়ার থাকবে না। টসে জিতে অধিনায়ক বুমরাহর ব্যাটিংয়ের 'সাহসী' সিদ্ধান্ত। কিছু পরেই টিম ইন্ডিয়ার ব্যাটিং 'শোভাযাত্রা' শুরু। লোকেশ রাহুল (২৬), ঋষভ পন্থ (৩৭), নীতীশ কুমার রেড্ডিকে (৪১) বাদ দিলে বাকিদের অবস্থা তথৈবচ। দুই অঙ্কের রানেও পৌঁছাতে পারেননি যশস্বী জয়সওয়ালরা (০)। শেষ পর্যন্ত ১৫০ রানে শেষ টিম ইন্ডিয়া। জবাবে ব্যাট করতে নেমে অস্ট্রেলিয়ার ব্যাটিং বিপর্যয়। বুমরাহর (১০-৩-১৭-৪) প্রত্যাঘাতে প্রথম দিনের শেষে অজিদের সংগ্রহ ৬৭/৭। এখনও ৮৩ রানে পিছিয়ে প্রবল চাপে অ্যালেক্স ক্যারিরা (অপরাজিত ১৯)। অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে টেস্ট ক্রিকেটের দীর্ঘ ইতিহাসে ৭২ বছর পর প্রথম দিনে ১৭ উইকেটের নজির তৈরি হল আজ।

চলতি অপটাস টেস্টের বাকি দিনগুলিতে হয়তো আরও নজির তৈরি হবে। আর তার মধ্যেই স্মরণীয় হয়ে থেকে যাবেন বুমরাহ। গতকালই সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি জানিয়েছিলেন, নেতৃত্বের দায়িত্ব তাঁর উপর কোনও চাপ তৈরি করে না। আজ বাস্তবে অধিনায়ক তথা ভারতের এক নম্বর বোলার হিসেবে নিজের কর্তব্য করে দেখালেন। প্রথম একাদশ নির্বাচনে 'ভুলের ভুলভুলাইয়ায়' ডুবে যাওয়া ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্টের উপর থেকেও চাপ কাটিয়ে দিলেন তিনি। তাঁকে দারুণভাবে সাহায্য করে গেলেন সিরাজ (৯-৬-১৭-২) ও আজই টেস্ট অভিষেক হওয়া হর্ষিত রানা (৮-১-৩৩-১)। শনিবার পারথ টেস্টের দ্বিতীয় দিনে অজিদের দ্রুত অলআউট করে দ্বিতীয় ইনিংসে ব্যাটিং ইনটেন্ট দেখাতে পারলে ম্যাচের রাশ নিয়ে নিতে পারে টিম ইন্ডিয়া।

সকাল দেখলে বোঝা যায় বাকি দিনটা কেমন যাবে!

পারথ টেস্টের জন্য এই আপ্তবাক্য অর্থহীন। টস জিতে ব্যাট করতে নামার পর ক্রিকেট বিশেষজ্ঞরা যখন টিম ইন্ডিয়ার প্রথম একাদশে অশ্বীন-জাদেজার উত্তরসূরি হিসেবে ওয়াশিংটন সুন্দরকে (৪) দেখে অবাক, বিস্মিত। ঠিক সেই সময়ই মিচেল স্টার্কের (১৪/২) বলে ড্রাইভ করতে গিয়ে গালিতে ক্যাচ দিয়ে ফিরলেন জয়সওয়াল। ওয়াংখেড়ের বাইশ গজ হলে বলটা বাউন্ডারির বাইরে চলে যেত।। স্যর ডন ব্র্যাডম্যানের দেশের লেংথ ভিন্ন। তাই প্যাভিলিয়নে যশস্বী। কিছু পরে ২৩ বলের লড়াই শেষে শূন্য রানে আত্মসমর্পণ করলেন দেবদত্ত পাডিক্কাল। পা একেবারেই নড়ে না। বলের লাইন, লেংথ বোঝার ক্ষেত্রেও তিনি ব্যর্থ। পাডিক্কালকে তিন নম্বরে খেলানোর সিদ্ধান্ত নিয়ে সিবিআই তদন্তের দাবি উঠলে কোচ গৌতম গম্ভীরের মুখ পুড়তে বাধ্য। চার নম্বরে নেমে দলকে ভরসা দেওয়ার বদলে জোশ হ্যাজেলউডের (২৯/৪) অতিরিক্ত বাউন্সের ফাঁদে পা দিয়ে সাজঘরে ফিরলেন বিরাট কোহলি (৫)। স্টান্স বদলেও রানের ভাগ্য বদল হল না বিরাটের।

ওপেনার রাহুল আজ ফর্মে ফেরার ইঙ্গিত দিয়েছেন। মোট ১০৯ মিনিট বাইশ গজে কাটিয়ে ৭৪ বলে ২৬ রানের ইনিংসে ছিল ইনটেন্ট। স্টার্কের বলে তাঁর আউট নিয়ে রয়েছে বিতর্ক। বল সত্যিই রাহুলের ব্যাটে লেগেছিল কিনা, তা নিয়ে বিতর্কের মধ্যেই তাঁর ফর্মে ফেরার ইঙ্গিত ভারতীয় সাজঘরে স্বস্তি দিয়েছে। রাহুল ফেরার পর ঋষভের সঙ্গে দলকে ভরসা দেওয়ার কাজটা করলেন আজই অভিষেক হওয়া নীতীশ। তাঁদের জুটিতে ৪৫ রান যোগ না হলে টিম ইন্ডিয়ার ব্যাটিং যন্ত্রণা আরও বাড়ত। উইকেটে জমে গিয়ে দুর্দান্ত কিছু শট খেলার পর ঋষভ ফেরার পর নীতীশই ভারতের রান ১৫০-এ নিয়ে যান। টিম ইন্ডিয়া অলআউট হওয়ার পর মনে করা হয়েছিল, প্রথম দিনেই ব্যাকফুটে ভারত।

বুমরাহর ভাবনা ছিল ভিন্ন। তিনি বল হাতে নেমেই শুরু করলেন তাঁর স্কিলের জাদু। যার সামনে নাভিশ্বাস ওঠার অবস্থা হয়েছিল উসমান খোয়াজা (৮), মার্নাস লাবুশেন (২), স্টিভেন স্মিথদের (০)। বুমরাহকে সামলানো কতটা কঠিন ছিল, তার বড় প্রমাণ লাবুশেনের ইনিংস। কোহলি দ্বিতীয় স্লিপে তাঁর সহজ ক্যাচ মিস করার পর প্রথম রান করতে লাবুশেন নিলেন ২৪টি ডেলিভারি। তাঁর ৫২ বলের লড়াকু ২ রানের ইনিংস ভারতীয় পেসারদের দাপটের প্রমাণ।

আগামীকাল ফের নতুনভাবে শুরু করবেন বুমরাহরা। হয়তো অজিরা দ্রুত অল আউট হবেন। কিন্তু তারপরও ভারতের প্রথম একাদশ নির্বাচন নিয়ে বিতর্ক থামবে না। কারণ, প্রথম একাদশ নির্বাচনে কোচ গম্ভীরের স্বজনপোষণের প্রভাব রয়েছে প্রবলভাবে।

প্রথম দিনে ১৭ উইকেটের নজির

৪ উইকেট নিয়ে উচ্ছ্বাস জোশ হ্যাজেলউডের। | *ভারতের হয়ে পালটা জবাব জসপ্রীত বুমরাহর। পারথে শুক্রবার।*

নজরে পরিসংখ্যান

- ২০.১৭ গড়ে ১৭৭ উইকেট জসপ্রীত বুমরাহর ঝোলায়। ১৪৭ বছরে সিডনি বার্নসই একমাত্র বোলার যিনি টেস্ট ইতিহাসে বুমরাহর থেকে বেশি উইকেট নিয়েছেন কম গড়ে (১৬.৪৩)।
- ক্যাচ ফেলার হারে পিছন থেকে সেকেন্ড বয় বিরাট কোহলি। হাতে আসা ২৯.৬% ক্যাচ ফেলেছেন বিরাট (ন্যূনতম ১০০ সুযোগ)। আগে শুধু জেমস অ্যান্ডারসন (৩১.৭%)
- ১৯৮০-এর পর প্রথমবার ঘরের মাঠে ৪০ রান করার আগে পাঁচ উইকেট হারাল অস্ট্রেলিয়া।
- আজ প্রথম দিনে ১৭ উইকেট পড়েছে। ১৯৫২-র পর যা সর্বোচ্চ।
- বিশ্ব ক্রিকেটের দ্বিতীয় বোলার হিসেবে টেস্টে স্টিভেন স্মিথকে গোল্ডেন ডাক করলেন জসপ্রীত বুমরাহ। এর আগে যা করেছিলেন ডেল স্টেইন (২০১৪, পোর্ট এলিজাবেথ)।
- গত ২৪ বছরে অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে ১৫০ রান ভারতের সর্বনিম্ন প্রথম ইনিংসের স্কোর। শেষবার ২০০০-এর সফরে সিডনিতে ১৫০-এ প্রথম ইনিংস শেষ হয়েছিল ভারতের।
- ৪৯.৪ ওভারে এদিন গুটিয়ে যায় ভারতের ইনিংস। যা বিদেশের মাটিতে গত একদশকে প্রথমদিনে সবচেয়ে কম ওভারে গুটিয়ে যাওয়া ভারতীয় ইনিংস।
- আট নম্বরে নেমে অভিষেক ম্যাচেই দলের টপ স্কোরার নীতীশ কুমার রেড্ডি। আট বা তার নীচে নেমে এই কৃতিত্ব ভারতীয়দের মধ্যে রয়েছে দাত্তু ফাদকার, অমর সিং, সিডি গোপীনাথ, বলবিন্দার সিং, স্টুয়ার্ট বিনির।

বিশ্বের সেরা বোলার বুমরাহ, মন্তব্য আক্রামের

পারথ, ২২ নভেম্বর : তিনি মুগ্ধ। তিনি বিস্মিত। তিনি রোমাঞ্চিতও।

তিনি ওয়াসিম আক্রাম। মজেছেন ভারত অধিনায়ক জসপ্রীত বুমরাহর স্কিলে। পারথের অপটাস স্টেডিয়ামে মাত্র ১৫০ রানে টিম ইন্ডিয়ার প্রথম ইনিংস শেষ হওয়ার পর যেভাবে বুমরাহর স্কিলে ভর দিয়ে প্রত্যাঘাত করেছে ভারত, তা দেখে রোমাঞ্চিত প্রাক্তন পাকিস্তান অধিনায়ক। ভারত অধিনায়কের বোলিং দেখে ধারাভাষ্য দেওয়ার মাঝে আক্রাম স্বীকার করে নিয়েছেন, বর্তমান ক্রিকেটের সেরা বোলার বুমরাহ। শুধু টেস্টেই নয়, ক্রিকেটের তিন ফর্ম্যাটেই দুনিয়ার সেরা বোলারের নাম বুমরাহ, বলছেন আক্রাম।

> বুমরাহ ক্রিকেট দুনিয়ার জন্য ক্রমশ বিস্ময় হয়ে উঠছে। যেভাবে গতি, সুইং, ক্রিজের ব্যবহার করে বিপক্ষ ব্যাটারদের চমকে দিচ্ছে ও, তার জন্য কোনও প্রশংসাই যথেষ্ট নয়। সঙ্গে মাথায় রাখতে হবে বল হাতে ওর নিয়ন্ত্রণের বিষয়টিও।
>
> **ওয়াসিম আক্রাম**

নিজের ক্রিকেট কেরিয়ারে আক্রাম একসময় ছিলেন দুনিয়ার সেরা। বিপক্ষ ব্যাটারদের ত্রাস। বুমরাহর বোলিং দেখে আক্রামের নিজের অতীতের কথাও মনে পড়ে গিয়েছে। একজন অধিনায়ক হিসেবেও বুমরাহর বোলিং দলকে উজ্জীবিত করার জন্য যথেষ্ট বলেই মনে করছেন তিনি। আক্রামের কথায়, 'বুমরাহর শ্রেষ্ঠত্ব নিয়ে কারও কোনও সন্দেহ থাকার কথা নয়। আমার মতে, বুমরাহই দুনিয়ার সেরা বোলার।' গতি, সুইং, ক্রিজের ব্যবহারের পাশে বিপক্ষ ব্যাটারদের নিয়ে হোমওয়ার্ক-সবেতেই সেরা ভারত অধিনায়ক। বুমরাহকে প্রশংসায় ভরিয়ে দিয়ে আক্রাম আজ বলেছেন, 'ক্রিকেটের তিন ফরম্যাটেই বুমরাহ সেরা। ওর ধারেকাছে কেউ নেই এই মুহূর্তে। আজ পারথে বুমরাহ নতুনভাবে দেখিয়ে দিল, ফাস্ট বোলিং কত মায়াবী হতে পারে। আমি নিজে মুগ্ধ ওর বোলিংয়ে।'

কখনও ওভার দ্য উইকেট, আবার কখনও বা রাউন্ড দ্য উইকেট। উসমান খোয়াজা, স্টিভেন স্মিথ, মার্নাস লাবুশেনদের বিরুদ্ধে যখন যেমন পরিস্থিতি বুঝেছেন, সেভাবেই বোলিং করেছেন অধিনায়ক বুমরাহ। তাঁর বোলিংয়ের অন্যতম সেরা বিষয় হল ক্রিজকে ব্যবহার করে ব্যাটারদের জন্য অ্যাঙ্গেল তৈরি করা। আক্রামের কথায়, 'বুমরাহ ক্রিকেট দুনিয়ার জন্য ক্রমশ বিস্ময় হয়ে উঠছে। যেভাবে গতি, সুইং, ক্রিজের ব্যবহার করে বিপক্ষ ব্যাটারদের চমকে দিচ্ছে ও, তার জন্য কোনও প্রশংসাই যথেষ্ট নয়। সঙ্গে মাথায় রাখতে হবে বল হাতে ওর নিয়ন্ত্রণের বিষয়টিও।'

বুমরাহকে নিয়ে আবেগে ভাসছে সমাজমাধ্যমও। তাঁর বোলিংয়ের প্রশংসা সর্বত্র। চমকপ্রদভাবে ভারত অধিনায়ক বুমরাহর স্ত্রী সঞ্জনা গণেশন সমাজমাধ্যমে বুমরাহকে 'মহান বোলার' আখ্যা দিয়েছেন।

লোকেশের আউট নিয়ে বিতর্ক

নয়াদিল্লি, ২২ নভেম্বর : টসে জিতে ব্যাটিং।

পারথের অপটাস স্টেডিয়ামের পেস-বাউন্সি পিচে নিঃসন্দেহে সাহসী পদক্ষেপ। ১৭ উইকেট পড়ার ঘটনাবহুল প্রথম দিনের শেষে সুবিধাজনক পরিস্থিতিতে ভারতও। টপ অর্ডারের ব্যর্থতার মাঝে ঋষভ পন্থের (৩১) পাশে অভিষেক ইনিংসেই দলের সর্বোচ্চ রান নীতীশ কুমার রেড্ডির।

যদিও টসের পর ঘোষিত ভারতীয় একাদশে নীতীশের উপস্থিতি, রবিচন্দ্রন অশ্বীন, রবীন্দ্র জাদেজাকে বসিয়ে ওয়াশিংটন সুন্দরকে খেলানো ঘিরে সমালোচনার ঝড়। সুনীল গাভাসকার তো পরিষ্কার জানিয়ে দিলেন, টেস্টে নীতীশ কুমার রেড্ডিকে খেলানোর কোনও যুক্তি খুঁজে পাচ্ছেন না।

প্রাক্তনের মতে, 'প্রথম এগারোয় নেই অশ্বীন, জাদেজা! অবাক সিদ্ধান্ত। টেস্টে দুইজনের উইকেট সংখ্যা প্রায় ৯০০ মতো। ওরা শুধু ভারতীয় পরিবেশ নয়, যে কোনও পরিস্থিতিকে কাজে লাগানোর ক্ষমতা রাখে। অত্যন্ত অভিজ্ঞ। যদি উইকেট নাও পায়, তাহলেও ব্যাটারদের আটকে রাখবে।'

গাভাসকারের যুক্তি, অস্ট্রেলিয়ায় বাউন্ডারি বড়। সেক্ষেত্রে অশ্বীন-জাদেজা দুইজনকে খেলালেও লাভবান হত ভারত। গম্ভীরদের দিকে আঙুল তুলে সানির তির্যক মন্তব্য, 'নতুন ম্যানেজমেন্ট, নতুন ভাবনা। ওরা ভেবেছে নীতীশই ঠিক। প্রতিভাবান ক্রিকেটার। কিন্তু ও টেস্টের জন্য প্রস্তুত তো? খুব বেশি প্রথম শ্রেণির ম্যাচও খেলেনি। বাকি ভারতীয় সমর্থকদের মতো আমিও আশা করব, সিদ্ধান্তটা সফল হবে।'

কেন অশ্বীন-জাদেজা নেই, তোপ সানির

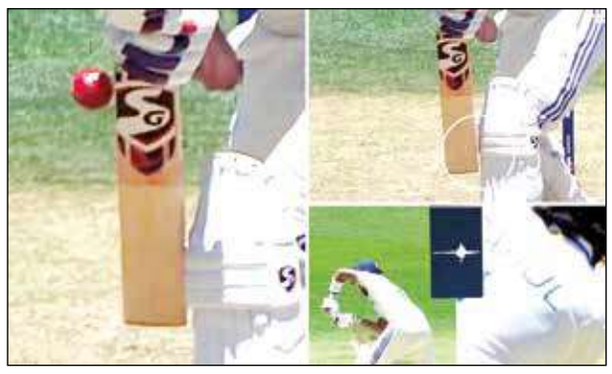

লোকেশ রাহুলের ব্যাট প্যাডে না বলে লেগেছিল পরিষ্কার না হলেও তৃতীয় আম্পায়ার আউট দিয়ে দেন। অবশ্য তৃতীয় আম্পায়ার আরও ফুটেজ চেয়েছিলেন। কিন্তু তা পাননি।

লোকেশ রাহুলের আউট নিয়েও তুমুল বিতর্ক। প্রশ্ন, বল কি আদৌ ব্যাটে লেগেছিল? মাঠের আম্পায়ার নটআউট দিলেও ডিআরএস নিয়ে বাজিমাত অজিদের। যদিও আদৌ বল লোকেশের ব্যাটে লেগেছিল কি না, রিপ্লেতেও তা পরিষ্কার নয় বলে মনে করেন সঞ্জয় মঞ্জরেকার। আবার ম্যাথু হেডেন মনে করেন, সঠিক সিদ্ধান্ত।

মঞ্জরেকারের দাবি, নিশ্চিত হতে আরও কিছু ফুটেজ প্রয়োজন ছিল। শুধু দুটো কোণ থেকে পাওয়া ফুটেজ দেখেই এই রকম গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত ভুল পদক্ষেপ। খোলা চোখে মনে হয়েছে ব্যাট-প্যাডে লেগেছে। প্রাক্তন ওপেনার ওয়াসিম জাফরের যুক্তি, তৃতীয় আম্পায়ার আরও ফুটেজ চেয়েছিলেন। কিন্তু তা পাননি। অর্থাৎ যা ফুটেজ পান, তা দেখে নিজেও নিশ্চিত ছিলেন না। অথচ তারই ভিত্তিতে আউট দেন! খারাপ প্রযুক্তি এবং প্রোটোকল অনুসরণ না করা— নিট ফল, লোকেশের আউটের সিদ্ধান্ত।

পালটা দাবিতে ম্যাথু হেডেনের যুক্তি, প্রথমে যে ফুটেজগুলি দেখানো হয়, তাতে ব্যাট-বলের সংযোগের ছবিটা পরিষ্কার বোঝা যায়নি। তবে লোকেশ ফেরার পর অন্য একটি ফুটেজে দেখা গিয়েছে, আগে ব্যাটে বল লেগেছে। তারপর ব্যাট লেগেছে প্যাডে। হেডেনকে সমর্থন করে প্রাক্তন অজি আম্পায়ার সাইমন টাফেল জানান, ব্যাটে বল লাগার প্রায় একইসময়ে ব্যাট প্যাডেও লাগে। সমস্যার মূল সেটাই।

দ্বিতীয় টেস্টের মাঝে হিউজস-স্মরণ

পারথ, ২২ নভেম্বর : দেখতে দেখতে দশ বছর অতিক্রান্ত।

মাঠের মধ্যে ফিলিপ হিউজসের মর্মান্তিক মৃত্যুর দশক পূর্তিতে বিশেষ অনুষ্ঠানের সিদ্ধান্ত নিয়েছে ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া। শেফিল্ড শিল্ডের পরবর্তী তিনটি ম্যাচে প্লেয়াররা কালো আর্মব্যান্ড পরে খেলবেন। অ্যাডিলেডে দ্বিতীয় টেস্টেও স্মরণ করা হবে প্রয়াত ব্যাটারকে। পাশাপাশি ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়ার পতাকা অর্ধনমিত করা থাকবে।

অ্যাডিলেডে অনুষ্ঠিত গোলাপি বলের টেস্টে (৬ ডিসেম্বর শুরু) একঝাঁক

ঘোষিত প্রধানমন্ত্রী একাদশ

পরিকল্পনা রয়েছে অজি বোর্ডের। হিউজসের পরিবারকে বিষয়টি জানানো হয়েছে। সূত্রের খবর, হিউজসের ওপর তৈরি তথ্যচিত্র সম্প্রচার করা হবে ম্যাচ শুরুর আগে। ১০ বছর সিডনিতে ঘরোয়া ম্যাচে ব্যাটিংয়ের সময় মাথায় বল লেগে প্রাণ হারান হিউজস।

এদিকে, ভারতের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় টেস্টের আগে ক্যানবেরায় অনুষ্ঠিত দুইদিনের প্র্যাকটিস ম্যাচের (৩০ নভেম্বর-১ ডিসেম্বর) জন্য প্রধানমন্ত্রী একাদশ ঘোষণা করল অজি নির্বাচক কমিটি। অধিনায়ক নির্বাচিত হয়েছেন জ্যাক এডওয়ার্ডস। নবীনে-প্রবীণের মিশেলে তৈরি যে দলে রয়েছেন টেস্ট খেলা স্কট বোল্যান্ড, ম্যাথু রেনশ। আছেন বর্ডার-গাভাসকার ট্রফিতে ওপেনারের দৌড়ে থাকা স্যাম কোনস্টাসও।

চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির জট কাটাতে আসরে জয়

নয়াদিল্লি, ২২ নভেম্বর : চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি নিয়ে জট কাটাতে আসরে এবার স্বয়ং জয় শা।

নতুন বছরেই ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের বর্তমান সচিব জয় বসবেন আইসিসি-র শীর্ষপদে। তাঁর আমলেই পাকিস্তানের মাটিতে বসছে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির আসর। বিশ্ব ক্রিকেট নিয়ামক সংস্থার প্রধানের গুরুত্বপূর্ণ চেয়ারে বসার আগেই আইসিসি টুর্নামেন্টের অচলাবস্থা কাটাতে তৎপর অমিত শা-পুত্র।

শীঘ্রই আইসিসি-র বর্তমান শীর্ষ আধিকারিকদের সঙ্গে দুবাইয়ে আলোচনায় বসবেন জয় শা। রাস্তা খুঁজতে টেলিফোনে কথা বলবেন পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের (পিসিবি) প্রধান মহসিন নকভির সঙ্গেও। মূলত যে শীর্ষ বৈঠকের ওপর অনেকাংশে নির্ভর করবে ফেব্রুয়ারিতে হতে যাওয়া টুর্নামেন্টের ভাগ্য।

কয়েকদিন আগেই পিসিবি প্রধান দাবি করেছিলেন, ভারতের কোনও সমস্যা থাকলে সরাসরি কথা বলুক তাঁদের সঙ্গে। নকভির সেই দাবি মেটাতে জয় শা সরাসরি কথা বলতে রাজি বলে সূত্রের খবর। যে আলোচনায় ভারতীয় বোর্ডের অবস্থান পরিষ্কারভাবে নাকভির সামনে তুলে ধরবেন।

ভারত ইতিমধ্যেই পরিষ্কার করে দিয়েছে, পাকিস্তানে দল পাঠাবে না। ভারত সরকার সবুজসংকেত দেয়নি। সেই সম্ভাবনা কার্যত নেই।

কথা বলবেন পাক বোর্ডের প্রধানের সঙ্গে

বিকল্প ভাবনায় হাইব্রিড মডেলের প্রস্তাব দেওয়া হয় পিসিবিকে। এশিয়া কাপের সময় হাইব্রিড মডেল মেনে নিলেও চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে রাজি নয়। নকভিদের দাবি, হাইব্রিড মডেল মেনে নেওয়া হবে না। হয় পুরো টুর্নামেন্ট হবে পাকিস্তানে, নাহলে তারা টুর্নামেন্ট বয়কট করবে।

প্রশ্ন এখন, জয় শা-মহসিন নাকভির বৈঠকে কি বরফ গলবে? উত্তর আপাতত সময়ের গর্ভে। তবে এখনও পর্যন্ত কোনও পক্ষই নিজেদের অবস্থান বদলানোর মেজাজে নেই। চলতি ডামাডোলের মধ্যেই বৃহস্পতিবার চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির চিফ অপারেটিং অফিসার হিসেবে সুমের আহমেদ সৈয়দকে নিয়োগ করেছে পিসিবি। পুরো টুর্নামেন্ট আয়োজনে আত্মবিশ্বাসী পিসিবি-র বক্তব্য, সুমের দক্ষ প্রশাসক। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির সফল আয়োজনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

দুই বোর্ডের শীর্ষকর্তাদের সম্ভাব্য বৈঠকে আশার আলো দেখছে পাক ক্রিকেটমহলও। প্রাক্তন লেগস্পিনার মুস্তাক আহমেদ আশাবাদী, বর্তমান অবস্থান বদল করে ভারত পাকিস্তানে খেলতে রাজি হবে। দুই দেশের ক্রিকেটপ্রেমীরা সেদিকেই তাকিয়ে। ভারত রাজি হলে উপকৃত হবে ক্রিকেট বিশ্ব। নতুন দিশা পাবে ক্রিকেট।

'দেশের জন্য প্রয়োজনে গুলি খাও'

গম্ভীরের 'পেপটকে' ভয় কেটে যায় নীতীশের

পারথ, ২২ নভেম্বর : সফরের প্রথম ম্যাচেই টেস্ট অভিষেক। ২৪ ঘণ্টা আগেই স্বয়ং হেডকোচ গৌতম গম্ভীরের কাছ থেকে সুখবর পেয়েছিলেন। স্বপ্নপূরণের খুশির সঙ্গে বুকের মধ্যে ছিল অজানা ভয়ও। পারথের বাউন্সি, গতিময় পিচ নিয়ে প্রচুর কথা শুনেছেন। অভিষেক ম্যাচে সেই আগুনে পিচে আবার মিচেল স্টার্ক, জোশ হ্যাজেলউড, প্যাট কামিন্সদের সামলানো। কিছুটা নার্ভাসও ছিলেন।

পিচ নিয়ে 'ভয়' কাটে হেডকোচের পেপটকে। অভিষেক ইনিংসে দলের সর্বোচ্চ ৪১ রানের খুশি নিয়ে সাংবাদিক সম্মেলনে নীতীশ বলেছেন, 'পারথ উইকেট সম্পর্কে প্রচুর শুনেছি। কিছুটা নার্ভাসও ছিলাম। বাউন্সি পিচের বিষয়টা মাথায় ঘুরছিল। কিন্তু শেষ প্র্যাকটিস সেশনে গৌতম স্যরের পরামর্শ যাবতীয় দোটানা দূর করে দেয়।'

কী বলেছিলেন গম্ভীর? উত্তরে নীতীশের সংযোজন, 'গৌতম স্যর বলেন, যদি বাউন্সার দেয়, প্রয়োজনে তা কাঁধে খাও। মনে করবে দেশের হয়ে গুলি খাচ্ছ। এই কথাই আমাকে উজ্জীবিত করে। মনকে বলছিলাম, প্রয়োজনে দেশের হয়ে গুলি খেতে হবে।' প্রস্তুতি, ফিটনেস ট্রেনিং ছিলই। মানসিকভাবে তাজা রাখতে ডিনারে বেরিয়ে পড়া, সাইকেল রাইডও করেছেন পারথে। নীতীশ বলেছেন, 'আমরা (নীতীশ আর হর্ষিত রানা) একদিন আগেই জানতে পারি টেস্ট খেলব। দুইজনেই উত্তেজিত ছিলাম। চাপ কমাতে গতকাল সন্ধেয় সাইকেল রাইডে যাই।'

অভিষেকে ৪১ রানের লড়াকু ইনিংসে নীতীশ কুমার রেড্ডি।

স্বপ্নের দিনের শুরুটা নিজের আদর্শ বিরাট কোহলির হাত থেকে টেস্ট ক্যাপ পাওয়া। আবেগ নিয়ে নীতীশের মন্তব্য, 'দুর্দান্ত অনুভূতি। বরাবরই স্বপ্ন দেখেছি দেশের হয়ে খেলব। যখন থেকে খেলা শুরু করেছি, বিরাটভাই আমার আদর্শ। ওনার থেকে টেস্ট ক্যাপ পাওয়া বিশেষ মুহূর্ত আমার জন্য।'

টেস্টের প্রথমদিনেই সাফল্য। কঠিন পরিস্থিতিতে ভরসা জোগানো। নীতীশের কথায়, 'এ' দলের হয়ে মেলবোর্নে ম্যাচ খেলার অভিজ্ঞতা কাজে লেগেছে। শুরুটা ঠিকঠাক হয়েছে। কিন্তু দারুণ কিছু বলতে নারাজ। একাধিক শটের মধ্যে নাথান লায়োনকে মারা রিভার্স সুইপ রীতিমতো চর্চায়। পেস সহায়ক উইকেট। নীতীশ মরিয়া ছিলেন রান পেতে। নাথান লায়োনের আগের কয়েকটা বল ঘোরেনি। তখনই ঠিক করেন, লায়োনকে টার্গেট করবেন। রিভার্স সুইপ সেই ভাবনার অঙ্গ।

ক্রিজে নামার পর ঋষভ পন্থের সাহায্যও পেয়েছেন। সিনিয়ার হিসেবে গাইড করেছেন। উপভোগ করেছেন ঋষভের সঙ্গে ধাক্কা কাটিয়ে তোলা জুটি গড়ে।

১৫০ রানের পুঁজি নিয়ে প্রত্যাঘাত। অধিনায়ক ও বোলার, জসপ্রীত বুমরাহর প্রশংসা নবাগত সদস্যের মুখে। নীতীশের কথায়, বল ঠিকঠাক জায়গায় রাখা লক্ষ্য ছিল। বুমরাহ, সিরাজ, হর্ষিতরা যা করে দেখিয়েছে। প্রথম দিনের কাটাছেঁড়ায় দুই দলের বোলারদের কৃতিত্ব দিচ্ছেন মিচেল স্টার্ক। বলেছেন, 'খুব ভালো বোলিং হয়েছে আজ। উইকেটও সাহায্য করেছে। মজা হচ্ছে, যখন প্রচুর রান হয়, তখন বোলারদের দিকে আঙুল ওঠে। উলটো হলে কঠিন পিচের যুক্তি! কিন্তু কৃতিত্বটা দেওয়া উচিত দুই দলের বোলারদের।'

৫ রানে আউট হয়ে ফিরছেন বিরাট কোহলি। শুক্রবার পারথে।

বিদায় লক্ষ্যর, জয় সাত্ত্বিকদের

বেজিং, ২২ নভেম্বর : চায়না মাস্টার্সের কোয়ার্টার ফাইনাল থেকে বিদায় নিলেন লক্ষ্য সেন। ডেনমার্কের শাটলার আন্দ্রেস অ্যান্টনসেনের কাছে ১৬-২১, ১৮-২১ পয়েন্টে পরাজিত হলেন। তবে লক্ষ্য হারলেও কোয়ার্টার ফাইনালে জয় পেয়েছেন সাত্ত্বিকসাইরাজ রাঙ্কিরেড্ডি-চিরাগ শেট্টি জুটি। তাঁরা ২১-১৬, ২১-১৯ পয়েন্টে হারিয়েছেন ড্যানিশ জুটি কিম অ্যাস্টার্প-আন্দ্রে রাসমুসেনকে। সেমিফাইনালে ভারতীয় জুটি খেলবেন দক্ষিণ কোরিয়ার জিং ইন-সিও সিউনজির বিরুদ্ধে।

নির্বিঘ্নে শুরু আই লিগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২২ নভেম্বর : নির্বিঘ্নেই শুরু হল আই লিগ। শুক্রবার উদ্বোধনী ম্যাচে গোকুলাম কেরালা এফসি ৩-২ গোলে হারাল শ্রীনিধি ডেকান এফসি-কে। অন্যদিকে আন্তোনিও লোপেজ হাবাসের ইন্টার কাশী ১-০ গোলে জিতেছে এসসি বেঙ্গালুরুর বিরুদ্ধে। এখন আই লিগের সম্প্রচার হচ্ছে শ্রাচীর ওটিটি প্ল্যাটফর্মে। তবে শোনা যাচ্ছে লিগের দ্বিতীয় রাউন্ড টেলিভিশনে সম্প্রচার হবে।

জন্মদিনে জয় উপহার চাইলেন বিনো

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২২ নভেম্বর : এএফসি চ্যালেঞ্জ লিগ গ্রুপ পর্বের পর ইস্টবেঙ্গল শিবিরের ছবিটা একটু বদলেছে ঠিকই। তবে আইএসএল পয়েন্ট টেবিলে তাদের অবস্থানে এতটুকুও পরিবর্তন হয়নি। নিজের জন্মদিনে উপহারস্বরূপ দলের কাছে সেই ছবিটা বদলানোর আবদার করলেন লাল-হলুদের সহকারী কোচ বিনো জর্জ।

শুক্রবার ইস্টবেঙ্গলের অনুশীলন শেষে কেক কেটে বিনো জর্জের জন্মদিন পালন হয়। সেখানে দলের ফুটবলারদের উদ্দেশে বার্তা দেন বিনো। মাঠ ছাড়ার সময় কেরালাইট কোচ নিজেই জানান, 'অনেক জায়গাতেই শুনতে হয় আমাদের দল আইএসএল পয়েন্ট টেবিলে সবার শেষে রয়েছে। খারাপ লাগে। শূন্য, এক পয়েন্ট নিয়েও কটাক্ষ শুনতে হয়। ছেলেদের বললাম এই ছবিটা বদলাতে।'

শুক্রবারও লাল-হলুদের অনুশীলনে অনুপস্থিত নীশু কুমার। জিকসন সিং, আনোয়ার আলি ও হিজাজি মাহের ২৫ নভেম্বর পর্যন্ত বিশ্রামে। জাতীয় দলের হয়ে আনোয়ার ৯০ মিনিট খেললেও হিজাজি মাঠেই নামেননি। এদিকে হেক্টর ইউস্তে নর্থইস্ট ইউনাইটেড ম্যাচে অনিশ্চিত। তিনি এদিনও শুধু রিহ্যাব করলেন। অনুশীলন শেষে বলেও গেলেন, 'বল পায়ে কবে মাঠে নামব এখনই বলতে পারছি না।' এই পরিস্থিতিতে হিজাজিকে ছুটি দেওয়া নিয়ে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠছে। মাত্র তিনদিনের অনুশীলনে রক্ষণ কতটা তৈরি হওয়ার সুযোগ পাবে প্রশ্নচিহ্ন থাকছে তা নিয়েও।

ইডেনে আইপিএলের ফাইনাল হবে ২৫ মে

নয়াদিল্লি, ২২ নভেম্বর : মাঝে একদিন।

রবিবার সৌদি আরবের জেড্ডায় বসছে দুইদিনের মেগা নিলাম। ৫৭৪ জন ক্রিকেটারের আইপিএল ভাগ্য নির্ধারিত হবে যে নিলাম টেবিলে। আগামী তিন বছরের জন্য দল গুছিয়ে নেওয়ার পালা দশ ফ্র্যাঞ্চাইজিরও। বর্ডার-গাভাসকার ট্রফির ধুন্ধুমার প্রথম দিনের খেলার মাঝেও ঋষভ পন্থ-নাথান লায়োনের আলোচনায় নিলাম।

পুরো লিগেই কামিন্সরা

নিলাম নিয়ে ঊর্ধ্বমুখী পারদের মাঝেই ২০২৫ আইপিএলের সম্ভাব্য সূচি প্রকাশ্যে। সূত্রের দাবি, আগামী বছর ১৪ মার্চ টুর্নামেন্টের লিগের উদ্বোধন হতে চলেছে। ম্যারাথন লিগের হাড্ডাহাড্ডি দ্বৈরথ শেষে অষ্টাদশ আইপিএলের খেতাবি যুদ্ধ অনুষ্ঠিত হবে ২৫ মে। ফাইনালের কেন্দ্র এখনও ঘোষণা না করা হলেও, গতবারের চ্যাম্পিয়ন হিসেবে কেকেআরের হোমগ্রাউন্ড ইডেন গার্ডেন্সেই বসবে খেতাবি ম্যাচ।

মোট ম্যাচ সংখ্যা ৭৪টি। ২০২২-এর তুলনায় ১০টি ম্যাচ কম। ২০২৫ আইপিএলই শুধু নয়, পরবর্তী দুই মরশুমের সম্ভাব্য প্রাথমিক সূচিও নাকি প্রস্তুত। ২০২৬-এ ১৫ মার্চ প্রতিযোগিতা শুরু হবে, চলবে ৩১ মে পর্যন্ত। '২৭-এ ১৪ মার্চ-৩০ মে-র মধ্যেই অনুষ্ঠিত বসবে মেগা লিগ।

আইপিএলে ফিরতে পারেন জোফ্রা আর্চার।

অপরদিকে, আইপিএলে খেলোয়াড় ছাড়ার ব্যাপারে প্রথমসারির দেশগুলির থেকে সবুজ সংকেতও নাকি মিলেছে। অস্ট্রেলিয়া ইতিমধ্যেই আন্তর্জাতিক এবং ঘরোয়া ক্রিকেটারদের ২০২৫ সালের মেগা লিগে অংশগ্রহণের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। তবে ২০২৬ সালে অবশ্য পাকিস্তানের সঙ্গে আন্তর্জাতিক সিরিজের প্রেক্ষিতে শুরুর কয়েকটা ম্যাচে খেলতে পারবেন না অস্ট্রেলিয়া প্লেয়াররা।

প্রতিশ্রুতি মিলেছে ইংল্যান্ড ক্রিকেট বোর্ডের থেকেও। খবর, ইসিবি-র কেন্দ্রীয় চুক্তিভুক্ত ১৮ জন খেলোয়াড় আগামী তিন আইপিএলে অংশ নেবেন। ব্যতিক্রম শুধু বেন স্টোকস (নিলামে নাম লেখাননি)। তালিকায় গুরুত্বপূর্ণ ক্রিকেটাররা হলেন জোফ্রা আর্চার, জনি বেয়ারস্টো, হ্যারি ব্রুক, জস বাটলার, স্যাম কুরান, লিয়াম লিভিংস্টোন।

দক্ষিণ আফ্রিকা, নিউজিল্যান্ড, ওয়েস্ট ইন্ডিজ, আফগানিস্তান বোর্ডও সম্মতি জানিয়েছে আইপিএলে প্লেয়ার ছাড়তে। পরবর্তী আইপিএলে কোন ক্রিকেটারদের ছাড়া সম্ভব হবে, সেই ১৩ জনের তালিকা পাঠিয়েছে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডও। এই তালিকায় গুরুত্বপূর্ণ নাম তাসকিন আহমেদ, লিটন দাস, মাহেদি হাসান, সাকিব আল হাসান, মুস্তাফিজুর রহমান।

মুস্তাকে অভিযান শুরু আজ বাংলার

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২২ নভেম্বর : রনজি ট্রফি থেকে সাময়িক বিরতি। আর সেই বিরতির মাঝেই কাল থেকে শুরু হয়ে যাচ্ছে সর্বভারতীয় টি২০ সৈয়দ মুস্তাক আলি ট্রফি। রাজকোটের সৌরাষ্ট্র ক্রিকেট সংস্থার মাঠে শনিবার বিকেল সাড়ে চারটের সময় পাঞ্জাবের বিরুদ্ধে মুস্তাক আলি অভিযানে নামতে চলেছে বাংলা।

বাংলা বনাম পাঞ্জাব ম্যাচের মঞ্চ হলেও যাবতীয় আকর্ষণের কেন্দ্রে মহম্মদ সামি। বহু বছর পর তিনি মুস্তাক আলিতে নামতে চলেছেন। গতকালের পর আজ বিকেল থেকে সন্ধ্যার মধ্যে বাংলা দলের ঘণ্টা তিনেক অনুশীলনে লম্বা সময় বোলিং, ব্যাটিং করেছেন সামি। সন্ধ্যার দিকে রাজকোট থেকে বাংলার কোচ লক্ষ্মীরতন শুক্লা বলছিলেন, 'বড় প্রতিযোগিতার শুরুটা ভালো হওয়া জরুরি। ভালো শুরুর লক্ষ্যেই আগামীকাল আমরা মাঠে নামতে চলেছি। দুর্দান্ত অনুশীলন হয়েছে আজ।' পাঞ্জাব বেশ কঠিন প্রতিপক্ষ। সদ্য দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে ফেরা অভিষেক শর্মা, অর্শদীপ সিংরা যেমন রয়েছেন পাঞ্জাব দলে। তেমনই ঘরোয়া ক্রিকেট ও আইপিএল আঙিনার পরিচিত মুখ মায়াঙ্ক মার্কান্ডে, হরপ্রীত ব্রার, প্রভসিমরন সিংরাও রয়েছেন। এমন দলের বিরুদ্ধে প্রথম ম্যাচ খেলতে নামার আগে কোচ লক্ষ্মীরতন বলছেন, 'বিপক্ষ দলে কে বা কারা রয়েছে, ভেবে লাভ নেই। এমন ভাবলে বলতে হয়, আমাদেরও সামি রয়েছে।' মিশন অস্ট্রেলিয়ার জন্য মুখিয়ে থাকা সামির জন্যও মুস্তাক আলির মঞ্চ ফের পরীক্ষার আসর হিসেবে হাজির। তাঁর ঘনিষ্ঠমহলের ইঙ্গিত, মুস্তাক আলি ট্রফিতে অন্তত দুই-তিনটি ম্যাচ খেলেই স্যর ডনের দেশে রওনা হয়ে যাবেন তিনি।

প্রস্তুতির মাঝে কোচ লক্ষ্মীরতন শুক্লা ও অধিনায়ক সুদীপ ঘরামির সঙ্গে আলোচনায় মহম্মদ সামি। ছবি : সিএবি মিডিয়া

> বড় প্রতিযোগিতার শুরুটা ভালো হওয়া জরুরি। ভালো শুরুর লক্ষ্যেই আগামীকাল আমরা মাঠে নামতে চলেছি। দুর্দান্ত অনুশীলন হয়েছে আজ।
>
> -লক্ষ্মীরতন শুক্লা (বাংলার কোচ)

মারে-সিরকোভিচ নেই জামশেদপুরে

চোট-আঘাত সত্ত্বেও চনমনে বাগান শিবির

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

কলকাতা, ২২ নভেম্বর : দলের বাকিরা তৈরি। তাই গ্রেগ স্টুয়ার্ট না খেললেও চিন্তার কিছু নেই।

অনেকটা এই ঢংয়েই সমর্থকদের আশ্বস্ত করলেন হোসে ফ্রান্সিসকো মোলিনা। লম্বা আন্তর্জাতিক বিরতির পর ম্যাচ। তার সঙ্গে দলে একাধিক চোট। বিকেলের দিকে মোহনবাগান ক্লাব তাঁবু, লন, ক্যান্টিনে প্রচুর সমর্থক। যাঁদের মধ্যে কিছু অল্পবয়সী ছেলেমেয়েকে ফুটবলারদের মাঠে ঢোকার রাস্তায় উঁকিঝুঁকি দিতেও দেখা গেল। দল ভাল জায়গায় বলেই শুধু নয়, প্রতিপক্ষ জামশেদপুর এফসি পরপর দুই ম্যাচে ১০ গোল খেয়ে বিপাকে বলে বাড়তি উৎসাহ থাকাটাই স্বাভাবিক। এই রকম এক প্রতিপক্ষকে পেয়ে তাঁদের প্রিয় দল যে লিগ তালিকার শীর্ষে থাকা বেঙ্গালুরু এফসি-কে ধরার চেষ্টা করবে, সেই কথা বলাই বাহুল্য। সমান পয়েন্ট হয়ে গেলেও তিন গোলে না জিতলে দুই নম্বরেই থাকবে মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট। তবে ঘরের মাঠে দলকে সমর্থন করতে যে সমর্থকরা শনিবার যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে ভালোই ভিড় জমাবেন সেটা বোঝা গেল, ক্লাব তাঁবুর অন্দরে সচিব দেবাশিস দত্তের কাছে টিকিটের চাহিদা দেখে। শেষ পাঁচটা অ্যাওয়ে ম্যাচের মাত্র একটায় জিতেছে খালিদ জামিলের দল। সেই তিনি আবার মোহনবাগানের বিরুদ্ধে থাকবেন না ডাগ আউটে। শুধু হেড কোচই নয়, এই ম্যাচে নেই দুই গুরুত্বপূর্ণ ফুটবলার জর্ডন মারে ও লাজার সিরকোভিচ। চেন্নাইয়ান এফসি-র বিরুদ্ধে রেফারিকে গালিগালাজ করে লাল কার্ড দেখে খালিদ গ্যালারিতে থাকলেও শনিবার অবশ্য তাঁর মস্তিষ্কই কাজ করবে। যা পালন করবেন তাঁর সহকারি স্টিভেন ডায়াস। তিনি এদিন সাংবাদিক সম্মেলনে বলে গেলেন, 'আমাদের তো ঘুরে দাঁড়ানো ছাড়া আর কোনও উপায় নেই। প্রতিটি দলই এই রকম পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে যায়। তবে ছেলেরা ছুটি কাটিয়ে ফিরে পরিশ্রম করেছে প্রচুর।' কোচ হিসাবে আইএসএলে তাঁর ট্র্যাক রেকর্ড বেশ ভালো। এর আগে এককভাবে কোচিং করিয়ে ইস্টবেঙ্গলের বিরুদ্ধে জয় ও কেরালা ব্লাস্টার্সের সঙ্গে ড্র। খেলোয়াড় জীবনে লড়াকু বলে পরিচিত স্টিভেন বলে গেলেন, 'ফুটবলার হিসাবে তো বটেই, এখন কোচ হিসাবেও আমি চাপ নিতে ভালোবাসি।' সেই তিনিও বোধহয় একটা ভুল করে গেলেন বলে দিয়ে যে, 'দীপেন্দু বিশ্বাসের অভিজ্ঞতা কম। তবে আমরা নিজেদের পরিকল্পনা অনুযায়ী চলব।' এই বার্তা সতর্ক করবে মোলিনাকে। তিনি বললেন, 'বিপক্ষকে নিয়ে সবাই হোমওয়ার্ক করে। ওরা যদি ভাবে আমাদের বিশেষ দিক থেকে আক্রমণ করবে, সেটা ওদের ব্যাপার। আশা করব, ওরা সফল হবে না।' তিনি তিন ব্যাকে খেলাবেন নাকি দীপেন্দুকে রেখে ৪-৪-২ ছকেই যাবেন, পরিষ্কার নয়। তবে মাঠে নামার আগে থেকেই যে জামশেদপুরের কাজ মোহনবাগান কঠিন করতে চাইছে সেটা পরিস্কার। এদিন সকালে যুবভারতীর ট্রেনিং গ্রাউন্ডে গিয়ে জামশেদপুর দেখে গেটে তালা দেওয়া। এরপর আধ ঘন্টা দাঁড়িয়ে থাকার পর ঢুকতে পারলেও দেখা যায়, প্রচুর মাঠ জলে থইথই। ভিডিও দেখিয়ে দলের মিডিয়া ম্যানেজার জানিয়ে দিলেন তাঁরা লিখিতভাবে লিগকে জানিয়েছেন। সম্ভবত বেশকিছু চোট-আঘাত কিছুটা হলেও চিন্তায় রাখছে টিম ম্যানেজমেন্টকে। এদিন মোলিনা জানিয়ে দিলেন গ্রেগ স্টুয়ার্ট ও আশিস রাই খেলবেন না। কিন্তু ১৫ মিনিটের ওপেন অনুশীলনে গিয়ে দেখা গেল, এদিন স্কটিশ মিডিও দলের সঙ্গেই প্রস্তুতি সারছেন। তবে তাঁর পরিবর্ত হিসাবে প্রথমবার চনমনে লাগছে দিমিত্রিস পেত্রাতোস ও জেসন কামিংসকে। মোলিনা বলছেন, 'আমার দল তৈরি। ফুটবলাররা জানে কী করতে হবে। দলে হয়তো কিছু পরিবর্তন হবে। কিন্তু আমি আত্মবিশ্বাসী যারাই আসবে তারা জানে তার কাছে দল কী চায়।'

স্টুয়ার্টের অনুপস্থিতিতে দিমি-কামিংসরা দায়িত্ব নিয়ে জয়ের ধারাবাহিকতা ধরে রাখতে পারবেন, নিশ্চিতভাবেই এই আশা নিয়ে শনিবার মাঠমুখো হবেন সবুজ-মেরুন সমর্থকরা।

অনুশীলনে জেমি ম্যাকলারেনের সঙ্গে ফুরফুরে মেজাজে দিমিত্রিস পেত্রাতোস। -ডি মণ্ডল

আইএসএলে আজ

মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট
বনাম জামশেদপুর এফসি

সময় : সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট
স্থান : যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গন
সম্প্রচার : স্পোর্টস ১৮ চ্যানেলে

জামশেদপুর এফসি-র দায়িত্বে শনিবার থাকবেন স্টিভেন ডায়াস।

একটা জয়ই ফেরাবে আত্মবিশ্বাস : স্টিভেন

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

কলকাতা, ২২ নভেম্বর : যখন খেলতেন তখন ডাকাবুকো বলে সুনাম বা দুর্নাম ছিল। কিন্তু এখন কোচ হয়ে অনেক ভেবেচিন্তে কথা বলতে হয়। তাই হয়তো ভারতীয় দলের বেহাল অবস্থা নিয়ে প্রশ্ন করতে খানিকটা ব্যাকফুটে স্টিভেন ডায়াস। জানিয়ে দিলেন, একটা জয়ই ফেরাতে পারে হারানো আত্মবিশ্বাস।

তাঁরা যখন খেলতেন জাতীয় দলের হয়ে তখন স্টিভেন নিজে ছাড়াও ছিলেন রেনেডি সিং, ক্লাইমেক্স লরেন্সদের মতো লড়াকু, সাহসী এবং প্রতিভাবান ফুটবলার। এরপর তাঁদের বিদায়ের সঙ্গে সঙ্গেই যেন সাহসী আক্রমণাত্মক ফুটবলারও কমছে জাতীয় দলে। শুধু গোল করার লোক নয়, মাঝমাঠ থেকে বল বাড়ানোর লোকেরও অভাব। অস্ট্রেলিয়াই হোক কী ভিয়েতনাম-মরিশাসের মতো দুর্বল দেশ, ভারতীয় ফুটবলারদের পারফরমেন্স হয় একইরকম খারাপ। প্রতিভার আকাল, ভারতীয় ফুটবলারদের বাড়তি আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য গা-ছাড়া ভাব নাকি আত্মবিশ্বাসের অভাব কোনটা এর জন্য দায়ী জানতে চাইলে স্টিভেনের মন্তব্য, 'না, না, প্রতিভার অভাব কেন হবে? এখনকার ফুটবলাররা আমাদের থেকেও অনেকে ভালো। নাহলে সাম্প্রতিককালে আমরা কাতারের বিরুদ্ধে ড্র বা কুয়েতকে হারাতাম না। এটা ঠিক যে লম্বা সময় আমরা জিতিনি। আমার মনে হয়, একটা ম্যাচ জিতলেই সেই হারানো আত্মবিশ্বাসটা ফিরে আসবে।' তাঁর বক্তব্যেই স্পষ্ট এই মুহূর্তে ফুটবলারদের আত্মবিশ্বাস তলানিতে। আর সেটা ফেরাতে হেড কোচ বা কোচিং স্টাফরা কী করেন সেটাই এখন দেখার।